বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৩-২০১৪

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্পাদনা পরিষদ:

১।	জনাব সুষেণ চন্দ্র দাস,অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	আহবায়ক
২।	জনাব মোঃ দাবিরুল ইসলাম,যুগ্ম সচিব	সদস্য
৩।	জনাব দিলীপ কুমার সাহা, যুগ্ম সচিব	,,
৪।	জনাব মো: হেদায়েত হোসেন আখন, সহকারী সচিব	সদস্য সচিব

[প্রতিবেদন সংকলন: এমআইএস শাখা, শিল্প মন্ত্রণালয়।]

আমির হোসেন আমু, এম.পি
মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিগত বছরের ধারাবাহিকতায় ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে শিল্প মন্ত্রণালয় গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ সৃজনশীল প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আত্মমর্যাদাসম্পন্ন শিল্পোন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন দেখতেন। এ স্বপ্নের সার্থক রূপায়নের লক্ষ্যে তাঁরই রক্ত ও আদর্শের সুযোগ্য উত্তরাধিকার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনা রূপকল্প-২০২১ ঘোষণা করেন। এর আলোকে দেশে জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের ধারা বেগবান করে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রয়াস এগিয়ে চলছে। এ লক্ষ্যে দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) শিল্পখাতের অবদান ২৮ থেকে ৪০ শতাংশ ও শিল্পখাতে শ্রমশক্তি ১৬ থেকে ২৫ শতাংশে উন্নীত করা হবে। শিল্প মন্ত্রণালয় গৃহীত নীতি ও প্রণীত বিভিন্ন আইন ও বিধিসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান প্রায় ৩২ শতাংশ এবং শ্রমশক্তির পরিমাণ ২০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ভৌগলিক নির্দেশক আইন- ২০১৩ প্রণয়ন। এছাড়াও শিল্প মন্ত্রণালয় ভোজ্য তেলে ভিটামিন এ সমৃদ্ধকরণ আইন-২০১৩, রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী-২০১৩ প্রণয়ন করেছে। সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের মতো শিল্প মন্ত্রণালয়ও স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আলোকে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। ফলে দেশের শিল্পখাতে ইতোমধ্যে দৃশ্যমান অগ্রগতি সূচিত হয়েছে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে রূপকল্প-২০২১ সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে এশিয়ার অন্যতম উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে বাংলাদেশ নির্ধারিত সময় সীমার আগেই একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের শিল্পসমৃদ্ধ দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রতিবেদনটিতে শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি এতে শিল্পখাতের উন্নয়নে সরকার গৃহীত জনকল্যাণমূলক উদ্যোগের বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি সংশ্লিষ্ট সবাইকে শিল্প মন্ত্রণালয় গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেবে। একই সাথে এটি জনগণের তথ্য জানার অধিকার জোরদার করবে বলে আমি মনে করি।

আমির হোসেন আমু, এম.পি

১২ মাঘ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

মো: মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া,
এনডিসি
সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্প খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিল্প-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন নিশ্চিত করার জন্য শিল্পায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ২৮ থেকে ৪০ শতাংশ ও শিল্পখাতে শ্রমশক্তি নিযুক্তির হার ১৬ থেকে ২৫ শতাংশে উন্নীত করা শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভিশন। এ লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে শিল্প মন্ত্রণালয় শিল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ছাড়াও শিল্প সেক্টরের উন্নয়ন সাধনে ২৪৫৫.৫৩ কোটি টাকায় মোট ৩২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করে । উক্ত সময়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রণীত উল্লেখযোগ্য দু'টি আইন হচ্ছে ভৌগলিক নির্দেশক আইন- ২০১৩ ও ভোজ্য তেলে ভিটামিন- এ সমৃদ্ধকরণ আইন- ২০১৩।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য উত্তরসূরী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রূপকল্প- ২০২১ এর মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছেন এর সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার আলোকে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। আশা করা যাচ্ছে এসমস্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের কর্মকান্ডের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদনে শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের গৃহীত কর্মসূচি ও অর্জনের সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। জনগণের কাছে সরকারেরর দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এ প্রকাশনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

(মো: মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি)

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১.	ভূমিকা	১
২.	মন্ত্রণালয়ের ভিশন	১
৩.	মন্ত্রণালয়ের মিশন	২
৪.	বঙ্গবন্ধু ও শিল্প মন্ত্রণালয়	২-৩
৫.	মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো	৩
৬.	মন্ত্রণালয়ের জনবল	৩-৪
৭.	মন্ত্রণালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৫-৬
৮.	জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি	৬-৭
৯.	মানব সম্পদ উন্নয়ন	৭
১০.	আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও চুক্তি	৮-১০
১১.	সিআইপি (শিল্প)	১১
১২.	জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প	১২
১৩.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের বাজেট	১৩-১৮
১৪.	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) কার্যক্রম	১৮-২৫
১৫.	প্রকল্প ও প্রকল্প বাস্তবায়ন	২৫-২৭
১৬.	মন্ত্রণালয়ের অডিট ও অন্যান্য কার্যক্রম	২৮-২৯
১৭.	দপ্তর ও সংস্থা ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য গৃহীত কার্যক্রম:	৩০
১৮.	(১) বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)	৩১-৩৭
১৯.	(২) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)	৩৮-৪৪
২০.	(৩) বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)	৪৫-৫০
২১.	(৪) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)	৫১-৬০
২২.	(৫) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)	৬১-৭০
২৩.	(৬) বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)	৭১-৭৬
২৪.	(৭) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)	৭৭-৮১
২৫.	(৮) পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)	৮২-৮৪
২৬.	(৯) ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)	৮৫-৮৭
২৭.	(১০) প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় (বয়লার)	৮৮-৯১
২৮.	(১১) বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)	৯২-৯৬

শিল্প মন্ত্রণালয়

ভূমিকা

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্প খাতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পায়ন অর্থনীতির আধুনিকায়ন ও কাঠামোগত রূপান্তর, অর্থনৈতিক ভিত্তির বৈচিত্রায়ন, ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতা অর্জন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে ত্বরিৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন নিশ্চিত করে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিল্পমন্ত্রী হিসেবে ১৯৫৬ সালে সমৃদ্ধ দেশ গঠনে শিল্পের বিকাশকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। জাতির পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রূপকল্প ২০২১ এর মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছেন এর অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন। এ'লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় দেশে শিল্প স্থাপন ও প্রসারে নীতি নির্ধারণ এবং কৌশল প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা প্রদান করে আসছে। স্বাধীনতার পূর্বে বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ হিসেবে ঢাকায় শিল্প সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালিত হত। সরকারের নীতিমালায় ও উন্নয়ন কৌশলে পরিবর্তনের ফলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি সংকুচিত করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বিনিয়োগ বোর্ড ও প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের সৃষ্টি করা হয়। সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতির আওতায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৫৯৩ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫২১[1] টি প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারিকরণ করা হয় এবং ৩৩টি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত হয়। অবশিষ্ট ৩৯ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৩ টি বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর আওতায়, ১৭ টি বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি) এর আওতায় এবং ০৯টি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) এর অধীনে রাখা হয়।

শিল্প মন্ত্রণালয়

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভিশন

২০২১ সালের মধ্যে দেশজ উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান ২৮ থেকে ৪০ শতাংশে উন্নীত করা ও শিল্প খাতে শ্রমশক্তি ১৬ থেকে ২৫ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে সকল ধরণের সহায়তা প্রদান করা।

1 শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৪৯০টি, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন কর্তৃক ২৬টি, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা [বিএসআরএস] কর্তৃক ০১টি, অগ্রণী ব্যাংক ও জনতা ব্যাংক কর্তৃক ০১টি করে মোট ০২টি ও ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ [আইসিবি] কর্তৃক ০২টি প্রতিষ্ঠান হতে পুঁজি প্রত্যাহার করা হয়।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের মিশন

(১) ব্যক্তি উদ্যোগকে প্রাধান্য দিয়ে দ্রুত যুগোপযোগী শিল্পনীতি প্রণয়ন;

(২) কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তার স্বার্থে উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও সার বন্টনে দক্ষতা অর্জন;

(৩) ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণে পণ্যের মান বিশ্বমানে উন্নীতকরণ;

(৪) ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল (এপিআই) উৎপাদনের নিমিত্ত শিল্প পার্ক স্থাপন;

(৫) কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ সাধনে সহায়ক ভূমিকা পালন;

(৬) চিনি ও লবণের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বাজার স্থিতিশীল রাখা;

(৭) দেশে জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে পরিবেশ বান্ধব মোটরযান তৈরি করা;

(৮) গ্রামীণ জনপদের জন্য হালকা পরিবেশ বান্ধব ''গ্রীন ভেহিকেল'' তৈরি করা;

(৯) উৎপাদনশীলতাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিল্প খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি করা;

(১০) শিল্প সংক্রান্ত মেধা সম্পদ সংরক্ষণ ও মেধা চর্চাকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষা. এবং

(১১) বিসিক ও এসএমই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদান করে শিল্পায়নের প্রসার ।

ভিশন ও মিশন অর্জনের জন্য গৃহীত কর্মকৌশল

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ''জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০'' প্রণয়ন করা হয়। ''জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০'' এর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে- উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ। পুঁজিঘন শিল্পের পরিবর্তে শ্রমঘন শিল্প স্থাপনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণসহ কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের কার্যক্রম গ্রহণ। জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০ ছাড়াও শিল্প মন্ত্রণালয় ট্রেডমার্কস আইন ২০০৯, শিল্প প্লট বরাদ্দ নীতিমালা ২০১০, লবণ নীতি ২০১১, পরিবেশসম্মত জাহাজ ভাঙ্গা ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে The Ship Breaking & Ship Recycling Rules 2011, ভৌগলিক নির্দেশক আইন ২০১৩, ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন ২০১৩, রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী ২০১৩ প্রণয়ন করেছে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে সরকার দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের রূপকল্প বাস্তবায়নকল্পে ২০২১ সাল নাগাদ জাতীয় আয়ে শিল্পখাতের অবদান বিদ্যমান ২৮ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে এবং শ্রমশক্তি নিয়োজনে (মোট কর্মসংস্থানে) অবদান ১৬ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে উন্নীত করার জন্য বিসিক ও বিটাকের মাধ্যমে ব্যাপকহারে যুব ও যুবমহিলাদেরকে হাতে কলমে বিভিন্ন ট্রেডে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। কৃষকদের মধ্যে ন্যায্যমূল্যে ও সঠিক সময়ে চাহিদামাফিক সার সরবরাহ করা হচ্ছে এবং সারের যে কোন সংকট মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাফার গোডাউন নির্মাণ করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রেখে খাবারে ভেজাল প্রতিরোধের জন্য বিএসটিআইয়ের ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এ সমস্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে ভিশন ও মিশন বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু ও শিল্প মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙ্গালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৬ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে শিল্পসমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বাংলাদেশের শিল্পায়নের রূপকার বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্নের উপর ভিত্তি করেই শিল্প মন্ত্রণালয় ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরনের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে।

১৯৫৬ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো

মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও নীতি নির্ধারণে মাননীয় মন্ত্রী নেতৃত্ব প্রদান করেন। রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ অনুসারে সরকারের সচিব মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান ও প্রধান হিসাবদানকারী কর্মকর্তা [Principal Accounting Officer] হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম ছয়টি অনুবিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সরকারের অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সচিবকে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে সহায়তা করেন এবং অনুবিভাগসমূহে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের কাজের সমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, গতিশীলতা এবং সুষ্ঠু সমন্বয়ের লক্ষ্যে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোভূক্ত অনুবিভাগ ও অধিশাখাসমূহ পুন:র্বিন্যাস করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব/কার্যবন্টন এবং তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নিয়োজিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপীল কর্তৃপক্ষ ও তথ্য কমিশনারদের নাম, পদবী ও ঠিকানা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট www.moind.gov.bd. প্রদান করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের জনবল

পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা
সচিব	০১	০১
অতিরিক্ত সচিব	০১	০৩
যুগ্মসচিব	০৪	১৩
যুগ্মপ্রধান	০১	০১
উপসচিব	১১	১৭
সহকারী/সিনিয়র সহকারী সচিব	২৯	১৪
উপপ্রধান	০১	০১
সহকারী/সিনিয়র সহকারী প্রধান	০৬	০৫
সিস্টেম এনালিস্ট	০১	০১
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০০
সহকারী প্রোগামার	০১	০১
সহকারী লাইব্রেরিয়ান	০১	০০
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩২	২৭
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২০	১৪
কম্পিউটার অপারেটর	০২	০২
সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	২৯	২৬
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৩	৫
হিসাব রক্ষক	০১	০০
সহকারী হিসাব রক্ষক	০১	০১
ক্যাশিয়ার	০১	০০
ক্যাশ সরকার	০১	০১
জি.ও.	০১	০১
অফিস সহায়ক	৫৬	৫২

মন্ত্রণালয়ের অর্পিত দায়িত্ব

সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ Allocation of Business অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পণ করা হয়েছে। শিল্প খাতের সার্বিক উন্নয়নে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রধানতঃ নীতিগত সহায়তা প্রদান করে থাকে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা ও দপ্তর সমূহের কাজে গতিশীলতা আনয়নে মন্ত্রণালয় সমন্বয় ও দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যক্তিখাতের অবদান ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধির ফলে মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি ও কৌশলে বিগত বছরসমূহে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে।

Allocation of Business অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিম্নরূপ

1. Preparation of schemes relating to the public sector industries.
2. Administration of industrial policy.
3. Promotion and protection of investment through international investment agreements.
4. Dealings and agreements with other countries and international organisations for technical assistance, aid *etc*,. in the field of industry.
5. National agencies and institutions for —
   (a) promoting industrial productivity, and
   (b) testing industrial products.
6. Standards and quality control.
7. Explosive (excluding the Administration of Explosive Substance Act and Rules).
8. Prescription and review of criteria for assessment of spare parts and raw materials for industries.
9. Production, supply and distribution of processed foodstuff.
10. Industrial monopolies, combines and trusts.
11. Factories and Boilers and Administration of Boilers Act.

12. Industrial research.
13. Standardization of weights and measures.
14. Matters relating to Patent, Design and Trade Marks Department.
15. Testing and quality control of industrial and commercial products.
16. Industrial exhibitions and demonstrations.
17. Omitted.
18. Matters relating to National Productivity Organisation.
19. Industrial credit, State aid to industries.
20. Development of salt industry including manufacture and trade in salt, control of price and development of salt cottage industry.
21. Matters relating to micro, cottage industries and SMEs.*
22. Industrial managemen
23. Co-operation in the industrial sector.
24. Assistance to all industries other than those dealt with by any other Ministry/Division.
25. Co-ordination of the development work of small scale industries.
26. Co-ordination of matters relating to rural industrialisation.
27. Co-ordination of matters of general policy of non-financial undertakings.
28. Formulation of policies and examination of problems common to nationalised industrial corporations.
29. Calling for and submission to the Minister, appropriate papers and documents containing information about performance of the industries under this Ministry.
30. Communicating to the Corporation Government's social, economic and development policies and obtaining for the Minister any general information that may be required to prepare industrial policy.
31. Pricing policy of the products of nationalised industries.
32. Analysing the half-yearly financial reports of the corporations and advising the Minister of any deviation in performance from budget and suggesting to the Minister for corrective actions.
33. Ensuring adherence to the financial rules and practices.
34. Submission of annual performance reports including balance-sheets of sector corporations to the Cabinet.
35. Secretariat administration including financial matters.
36. Administration and control of subordinate offices and organisations under this Ministry.
37. Liaison with International Organisations and matters relating to protocols and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Ministry.
38. All laws on subject allotted to this Ministry.
39. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Ministry.
40. Fees in respect of any of the subject allotted to this Ministry except fees taken in courts.
41. Matters relating to ship building, breaking and recycling.**

[*এসআরও নং ২৪৬-আইন/২০১৩, ১০ জুলাই-২০১৩; **এসআরও নং ২৮-আইন/২০১২, ২২ জানুয়ারি-২০১২।]

মন্ত্রণালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

০১. আইন, নীতি ও বিধিমালা প্রণয়ন

১.১ ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন ২০১৩

বাংলাদেশ ০১ জানুয়ারি ১৯৯৫ তারিখে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অন্তর্গত TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। উক্ত চুক্তির ২২ নং আর্টিক্যাল অনুযায়ী বাংলাদেশ ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন ও সুরক্ষার বিধানকল্পে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন ২০১৩ প্রণয়ন করা হয় । বিভিন্ন

ভৌগোলিক অঞ্চলে উৎপাদিত এ ধরণের পণ্য চিহ্নিতকরণ, নিবন্ধন ও পণ্যের অনুমোদিত ব্যবহারকারীর স্বার্থ সুরক্ষা করাই এ আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য। এই আইন প্রবর্তনের ফলে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য জি আই পণ্যসমূহ যেমন-ঢাকাই জামদানী শাড়ী, পদ্মার ইলিশ, ফরিদপুরের নকশী-কাঁথা, রাজশাহীর ফজলি আম, টাংগাইলের তাঁতের শাড়ী, পোড়া বাড়ীর চমচম, নাটোরের কাঁচাগোল্লা, সিলেটের শীতলপাটি ইত্যাদিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জি আই পণ্যসমূহকে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে নকল ও অবৈধ বাণিজ্যিক ব্যবহার থেকে সুরক্ষা প্রদান করা যাবে। ফলশ্রুতিতে এসকল দেশীয় জি আই পণ্যের উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট বৈধ উৎপাদনকারী ব্যক্তিবর্গ ও সংস্থা সরকার প্রদত্ত বাণিজ্যিক সুবিধাগুলোকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে।

১.২ ভোজ্যতেলে ভিটামিন -এ সমৃদ্ধকরণ আইন ২০১৩

অপুষ্টি এবং অনুপুষ্টিজনিত সমস্যা বাংলাদেশের একটি অন্যতম সমস্যা। এ অনুপুষ্টির মধ্যে ভিটামিন-এ, আয়রন, জিংক, আয়োডিন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে ভিটামিন-এ স্বল্পতা জনস্বাস্থ্যের জন্য অন্যতম সমস্যা এবং একই সাথে এটি শিশুর প্রতিরোধযোগ্য অন্ধত্ব, শিশুরোগ এবং শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদ মোতাবেক জনসাধারণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব। এ জন্য ভিটামিন- এ এর অভাবজনিত সমস্যা প্রতিরোধের উদ্দ্যেশ্যে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ভোজ্যতেল বিক্রয়, সরবরাহ বা বিপণনে বাধ্য করাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়ন অত্যাবশ্যক মনে করে শিল্প মন্ত্রণালয় ‘‘ভোজ্যতেলে ভিটামিন ’এ’ সমদ্ধকরণ আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করে। ‘‘ভোজ্যতেলে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩’’ এর আওতায় ভোজ্যতেলের বাধ্যতামূলক সমৃদ্ধকরণ, ভোজ্যতেলের আমদানি নিয়ন্ত্রণ, ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ভোজ্যতেলের বোতল, প্যাকেট, টিন কিংবা অন্যান্য আধারের গায়ে প্রতীক সম্বলিত মোড়ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ভোজ্যতেলের খুচরা ও পাইকারি বিক্রেতা ও হোটেল, রেস্তোঁরাসহ বাণিজ্যিকভাবে খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। ভোজ্যতেলের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ ও উহা তদারকির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আইনটিতে শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম এবং সমীক্ষা ও বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নের বিষয়ও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও এ আইনে বিভিন্ন পর্যায়ে অপরাধ ও দন্ড নির্ধারণ করা হয়েছে । সুতরাং এ আইনটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এদেশের কোটি কোটি মানুষের বিশেষ করে শিশুর অন্ধত্ব, শিশুরোগ এবং শিশু মৃত্যু ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে।

১.৩ ‘রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী ২০১৩

উন্নয়নশীল দেশে দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতির একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন। অর্থনীতির আধুনিকায়ন ও কাঠামোগত রূপান্তর, অর্থনৈতিক ভিত্তির বৈচিত্রায়ন, ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতা অর্জন, বাহ্যিক ব্যয় সংকোচন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, ত্বরিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদি হচ্ছে শিল্প উন্নয়নের সর্বজনস্বীকৃত নির্ণায়ক। জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান, প্রণোদনা সৃষ্টি এবং সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিবছর শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদানের জন্য ‘‘রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী ২০১৩’’ প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০ এ বর্ণিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র, কুটির, মাইক্রো ও হাইটেক মোট ছয় ক্যাটাগরির শিল্পের প্রতিটিতে তিন জন করে মোট ১৮ জন শিল্প উদ্যোক্তা/শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবছর এ পুরস্কার প্রদান করা হবে। শিল্প উদ্যোক্তা বিবেচনার ক্ষেত্রে শিল্প খাতে তাঁর সামগ্রিক অবদানকে বিবেচনা করা হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বার্ষিক টার্নওভার, আমদানি হ্রাস, আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন, স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার, কর্মসংস্থান, সামাজিক দায়িত্ব পালন, পরিবেশ সংরক্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রের অবদান বিবেচনা করা হবে। এর

ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাতে প্রণোদনা সৃষ্টি হবে, সৃজনশীলতা উৎসাহিত হবে এবং সার্বিকভাবে শিল্পের উন্নয়ন সূচিত হবে।

০২. জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি

শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ২৩৭১ জনকে বিভিন্ন পদে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং ৬৩৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ২০১৩-২০১৪ সালে নিয়োগকৃত জনবলের তথ্য

দপ্তর/সংস্থার নাম	নিয়োগের শ্রেণি				মোট
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	
শিল্প মন্ত্রণালয়	০১	০	০	০	০১
বিসিআইসি	১৫	২০৬	২৫	৫৫	৩০১
বিএসএফআইসি	০	০	১২৬	২৫০	৩৭৬
বিসিক	১০	৩২	১১০	৪৩	১৯৫
বিএসইসি	২৪	০	০	০	২৪
বিএসটিআই	০	০	০	০	০
বিআইএম	১০	০১	০৪	০৮	২৩
ডিপিডিটি	০৬	০	০	০	০৬
বিটাক	০	০	০	০	০
বিএবি	০	০	০	০	০
এনপিও	০১	০	০৪	০	০৫
বয়লার	০১	০	০	০৪	০৫
মোট=	৬২০	৪২৪	৪৯৬	৮৩১	২৩৭১

শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ২০১৩-২০১৪ সালে পদোন্নতিপ্রাপ্ত জনবলের তথ্য

দপ্তর/সংস্থার নাম	নিয়োগের শ্রেণি			মোট
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	
শিল্প মন্ত্রণালয়	০	০	০	০
বিসিআইসি	১৪৪	২৬	০	১৭০
বিএসএফআইসি	১০৯	০	৮১	১৯০
বিসিক	১০৬	৭২	৫২	২৩০
বিএসইসি	২০	০২	০	২২
বিএসটিআই	০৭	০৪	০১	১২
বিআইএম	০	০	০২	০২
ডিপিডিটি	০	০	০	০
বিটাক	০	০	০	০
বিএবি	০	০	০	০
এনপিও	০৪	০	০	০৪
বয়লার	০৩	০	০	০৩
মোট=	৩৯৩	১০৪	১৩৬	৬৩৩

০৩. মানব সম্পদ উন্নয়ন

বিগত ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ৩৫৫টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ৫২৬৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে এবং ১০৮টি বৈদেশিক কর্মসূচিতে ১৬১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

তাছাড়া, ৫৬টি স্থানীয় সেমিনার/ওয়ার্কশপে ১৫৪৪ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং ১৭৪টি বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপে ২৫৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ২০১৩-২০১৪ সালে প্রশিক্ষণ/সেমিনার সংক্রান্ত তথ্য

সংস্থার নাম	স্থানীয় প্রশিক্ষন		বৈদেশিক প্রশিক্ষন		সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংখ্যা		সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	
	কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণ কারীর সংখ্যা	দেশে	বিদেশে	দেশে	বিদেশে
শিল্প মন্ত্রণালয়	০	০	২৬	৪২	০	৮১	০	১৩০
বিসিআইসি	৯৩	৭৪৪	০৮	১০	০৬	০	৪৯৪	০
বিএসএফআইসি	২৪	৫২৩	০৮	১৫	০৬	০	৪১	০
বিসিক	১৯	১২০	-	-	০৩	০২	০৪	০২
বিএসইসি	২৮	৩৬	০৪	০৫	০৯	০	১৩	০
বিএসটিআই	১৫	৫৮	৩৩	৫০	১৫	৩৩	৫৮	৫০
বিআইএম	১১২	২৪৫০	০৭	০৯	০২	০	০২	০
ডিপিডিটি	০৫	৩৪	০৫	০৬	০৪	১০	৬০০	১১
বিটাক	০৬	০৮	০১	০২	০	০	০	০
বিএবি	২০	৩৬৫	০২	১১	০৪	১০	১৪৪	১৯
এনপিও	৩১	৯২৫	১৩	১০	০৭	৩৮	১৮৮	৪৩
বয়লার	০২	০২	০১	০১	০	০	০	০
মোট=	৩৫৫	৫২৬৫	১০৮	১৬১	৫৬	১৭৪	১৫৪৪	২৫৫

০৪. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও চুক্তি

৪.১ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় টহরঃবফ ঘধঃরড়হং ঈড়হভবৎবহপব ড়হ এঃৎধফব ধহফ উবাবষড়ঢ়সবহঃ (টঘঈএঅউ) সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশের বিনিয়োগ নীতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন উপস্থাপন' শীর্ষক কর্মসূচিতে শিল্পমন্ত্রীর অংশগ্রহণ

বাংলাদেশের বিনিয়োগ নীতি পর্যালোচনা উপস্থাপন অনুষ্ঠানে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী

গত ২৮ এপ্রিল ২০১৪ - ০২ মে ২০১৪ সময়ে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় টঘঈএঅউ সদর দপ্তরে ওহাবংঃসবহঃ, ঊহঃবৎঢ়ৎরংব ধহফ উবাবষড়ঢ়সবহঃ ঈড়সসরংংরড়হ সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় টঘঈএঅউ প্রণীত বাংলাদেশের বিনিয়োগ নীতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন ওহাবংঃসবহঃ চড়ষরপু জবারবি, ইধহমষধফবংয উপস্থাপিত হয়। এই প্রতিবেদন উপস্থাপনা অনুষ্ঠানে

সরকারি কর্মকর্তা ও বাংলাদেশের বিনিয়োগকারীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। টঘঈঞঅউ এর বিশেষ আমন্ত্রণে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ সরকার ইতোঃপূর্বে টঘঈঞঅউ-কে বাংলাদেশের বিনিয়োগ নীতি পর্যালোচনা করার জন্য অনুরোধ জানায়। ২০১২ ও ২০১৩ সালে টঘঈঞঅউ এর এ সংক্রান্ত মিশন তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ সফর করে এবং সম্প্রতি টঘঈঞঅউ বাংলাদেশের বিনিয়োগ নীতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন ওহাবংঃসবহঃ চড়ষরপু জবারবি, ইধহমষধফবংয চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করে। উক্ত অনুষ্ঠানে জেনেভাস্থ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও মিশনের স্থায়ী প্রতিনিধিগণ ছাড়াও বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগকারী ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর বক্তব্য, প্রতিবেদনের উপর বাংলাদেশের অবস্থানপত্র ছাড়াও বাংলাদেশে বিনিয়োগ সম্ভাবনার উপর বিনিয়োগ বোর্ডের উপস্থাপনা উক্ত অনুষ্ঠানে প্রশংসিত হয়েছে। সার্বিক অনুষ্ঠানটিতে প্রতিভাত হয় যে, বিশ্বমানের বিনিয়োগ নীতি প্রণয়নের পাশাপাশি বিনিয়োগবান্ধব আইন ও ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটিয়ে বাংলাদেশ দ্রুত এশিয়া অঞ্চলে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্টকারী দেশের তালিকার শীর্ষে উঠে আসতে পারে।

৪.২ অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় ‘‘টঘওউঙ ঋড়ৎঁস ড়হ ঝঃৎধঃবমরবং ধহফ ওহংঃৎঁসবহঃং ভড়ৎ ওহপষঁংরাব ধহফ ঝাঁংঃধরহধনষব ওহফঁংঃৎরধষ উবাবষড়ঢ়সবহ্ণ শীর্ষক সভায় শিল্পমন্ত্রীর অংশগ্রহণ

টহরঃবফ ঘধঃরড়হং ওহফঁংঃৎরধষ উবাবষড়ঢ়সবহঃ ঙৎমধহব্রধঃরড়হ (টঘওউঙ)’র মহাপরিচালকের আমন্ত্রণে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু এমপি এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ২৩-২৪ জুন ২০১৪ তারিখে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা শহরে জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (টঘওউঙ) কর্তৃক আয়োজিত ঝঃৎধঃবমরবং ধহফ ওহংঃৎঁসবহঃং ভড়ৎ ওহপষঁংরাব ধহফ ঝাঁংঃধরহধনষব ওহফঁংঃৎরধষ উবাবষড়ঢ়সবহঃ শীর্ষক ১ম সভায় অংশগ্রহণ করেন। ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে পেরুর রাজধানী লিমা-তে অনুষ্ঠিত টঘওউঙ এর সাধারণ সভায় সদস্য দেশসমূহ কর্তৃক শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে ওহপষঁংরাব ধহফ ঝাঁংঃধরহধনষব ওহফঁংঃৎরধষ উবাবষড়ঢ়সবহঃ (ওঝওউ) সংক্রান্ত ধারণা (পড়হপবঢ়ঃ) গৃহীত হয়। উক্ত ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে এই ফোরামটি আয়োজন করা হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল সদস্য দেশ ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে কার্যকর আলোচনার মাধ্যমে ওঝওউ কর্মসূচি বাস্তবায়নের সফল কৌশল ও সুপারিশমালা প্রণয়ন করা। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী টঘওউঙ ফোরাম এর প্রথম অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন এবং তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ও সাফল্যের বিষয়সমূহ প্রতিফলিত হয়।

মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর উপর্যুক্ত সফরে সামগ্রিকভাবে নিম্নলিখিত ইতিবাচক বিষয়সমূহ প্রতিভাত হয়েছেঃ

ক) মাননীয় মন্ত্রীর টঘওউঙ ফোরামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে, বিশেষ করে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের বিবেচনাপ্রসূত উদ্যোগের ফলে যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তা বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

খ) যেখানে শিল্পোন্নয়নকে সকলের অংশগ্রহণে টেকসই করতে অনেক দেশই পিছিয়ে আছে, সেখানে বাংলাদেশের শিল্পনীতি এবং প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধি যুগোপযোগীকরণ এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রম ওঝওউ কর্মসূচির সাথে অনেকাংশে অভিন্ন হওয়ার বিষয়টি প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশ অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের জন্য অনুকরণীয় অভিজ্ঞতা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

গ) টঘওউঙ এর মহাপরিচালক বাংলাদেশের শিল্পায়ন বিষয়ে অধিকতর আগ্রহশীল হয়ে ওঝওউ এর আওতায় বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নকে আরও বেগবান করার জন্য টঘওউঙ এর পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

৪.৩ বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়া সরকারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ উন্নয়ন ও পারস্পরিক সুরক্ষা চুক্তি সংক্রান্ত

বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ উন্নয়ন ও পারস্পরিক সুরক্ষা চুক্তিটি গত ১৬-১৮ জুন ২০১৪ সময়ে কম্বোডিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশে সফরের সময় গত ১৭ জুন ২০১৪ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। কম্বোডিয়া সরকারের পক্ষে সে'দেশের ঐ.উ. গৎ. ঝঙক ঈযবহফধ ঝড়ঢ়যবধ, গরহরংঃবৎ ধঃঃধপযবফ ঃড় চৎরসব গরহরংঃবৎ ধহফ ঝবপৎবঃধৎু-এবহবৎধষ ড়ভ ঈধসনড়ফরধহ ঈড়ঁহপরষ ভড়ৎ উবাবষড়ঢ়সবহঃ এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু এমপি, চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। বাংলাদেশের সাথে এখন পর্যন্ত ৩০টি দেশের দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে এরূপ চুক্তি স্বাক্ষরকারী উভয় দেশের মধ্যে বিনিয়োগ ও শিল্প ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় কম্বোডিয়া বাংলাদেশের সাথে অনুরূপ একটি চুক্তি সম্পাদন করতে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গত ০৬/০১/২০১১ তারিখে কম্বোডিয়া সরকার একটি দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি-বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ চুক্তির খসড়া প্রেরণ করে। উভয়পক্ষের মধ্যে নেগোসিয়েশনস্ এর মাধ্যমে খসড়া চুক্তিটি চূড়ান্ত হয়।

বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়া সরকারের মধ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও সুরক্ষা চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে উভয় দেশের দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সম্পর্ক নতুন মাত্রায় উন্নীত হবে এবং দু'দেশের মধ্যে বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম, কর্মসংস্থানের সুযোগ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে মর্মে আশা করা যায়।

৪.৪ রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ চুক্তির চলমান নেগোসিয়েশন

বাংলাদেশের সাথে বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগ সংক্রান্ত পারস্পরিক সম্পর্ক ও শিল্প সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ উন্নয়ন ও পারস্পরিক সুরক্ষা চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সাথে এখন পর্যন্ত ৩০টি দেশের দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে এরূপ চুক্তি স্বাক্ষরকারী উভয় দেশের মধ্যে বিনিয়োগ ও শিল্প ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় রাশিয়া সরকারের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ ও রাশিয়া সরকারের মধ্যে সম্পাদিতব্য দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তির চূড়ান্ত নেগোসিয়েশন সম্পন্ন করার জন্য বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ০৩-০৫ মার্চ ২০১৪ তারিখে রাশিয়ার মস্কোতে রাশিয়া সরকারের সাথে সভায় মিলিত হন। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সাথে রাশিয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আলোচনার প্রেক্ষিতে ৪টি বিষয় ব্যতীত সকল বিষয়ে ঐকমত্য স্থাপিত হয়। ৪টি বিষয়ের মধ্যে ২টি বিষয়ে রাশিয়ার প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ হতে পুনরায় সংশোধিত খসড়া রাশিয়ায় প্রেরণ করা হয় যা রাশিয়ায় পরীক্ষাধীন আছে। আশা করা যায় দ্রুত খসড়াটি চূড়ান্ত হবে এবং উভয়দেশের মন্ত্রী পর্যায়ে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হবে। বাংলাদেশ ও রাশিয়া সরকারের মধ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও সুরক্ষা চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হলে উভয় দেশের দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সম্পর্ক নতুন মাত্রায় উন্নীত হবে। এ চুক্তি সম্পাদিত হলে দু'দেশের মধ্যে বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম, কর্মসংস্থানের সুযোগ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে মর্মে আশা করা যায়।

বাংলাদেশের সাথে রাশিয়ার দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি সংক্রান্ত সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।

০৫. সিআইপি (শিল্প)

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে শিল্প খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ বেসরকারি খাতে প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশী নাগরিকদের মধ্য থেকে সরকার প্রতি বছর বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) নির্বাচন করে থাকে। সে লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সিআইপি (শিল্প) নির্বাচন নীতিমালা প্রণয়ন করে। নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি বছর বিভিন্ন সেক্টরে সর্বোচ্চ ৬৫ (পঁয়ষট্টি) জনকে সিআইপি (শিল্প) হিসেবে ঘোষণা করার সুযোগ রয়েছে। এর মধ্যে পদাধিকারবলে জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (এনসিআইডি) এর নির্ধারিত ১৫ জন সদস্যকে এবং উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ৬ ক্যাটাগরির ৫০ (পঞ্চাশ) জনকে নির্বাচন করা হয়। ১৯৯৬ সাল থেকে শিল্প মন্ত্রণালয়ে সিআইপি (শিল্প) কার্ড প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। সিআইপি (শিল্প) ব্যক্তিবর্গকে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদিতে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিদেশ ভ্রমনের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করার বিশেষ সুযোগ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নকে আরও বেগবান করা এবং অর্জিত অগ্রগতিকে ধরে রাখা ভবিষ্যতের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এ জন্য শিল্প সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির সাথে সাথে প্রণোদনামূলক কার্যক্রমকে গুরুত্ব প্রদান আবশ্যক। মুক্ত বাজার অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের শিল্প উদ্যোক্তাগণ যাতে সার্থক হন সে বিষয়টি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে সরকার এ উদ্যোগ নিয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ৫ বছরে সিআইপি (শিল্প) হিসাবে ৭ ক্যাটাগরিতে মোট- ১৭০ জনকে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি-শিল্প) ঘোষণাক্রমে সিআইপি (শিল্প) কার্ড হস্তান্তর করা হয়েছে।

৫.১ গত ৫ বছরে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি-শিল্প) কার্ড হস্তান্তর সংক্রান্ত তথ্য

সন	জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের সদস্য (পদাধিকারবলে)	বৃহৎ শিল্প	মাঝারি শিল্প	ক্ষুদ্র শিল্প	মাইক্রো শিল্প	কুটির শিল্প	সেবা শিল্প	মোট
২০০৯	৭	২২	৯	১	-	-	-	৩৯
২০১০	১০	১৮	৯	৫	-	-	-	৪২
২০১১	মনোনয়ন দেয়া হয়নি							
২০১২	৮	১৩	৬	৩	২	-	৩	৩৫
২০১৩	১১	২১	১০	৫	১	১	৫	৫৪
সর্বমোট	৩৬	৭৪	৩৪	১৪	০৩	০১	০৮	১৭০

০৬. জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প (ঝযরঢ় জবপুপষরহম ওহফঁংঃু)

সরকার ২১ মার্চ ২০১১ তারিখে জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ-ভাঙ্গা ও জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মকান্ডকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করে। পরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২২ জানুয়ারি ২০১২ তারিখের প্রজ্ঞাপনমূলে জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ-ভাঙ্গা, জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ সর্ম্পকিত বিষয়াদিকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনের নিমিত্ত ১২ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে The Ship Breaking and Ship Recycling Rules-2011 প্রকাশ করা হয়। বর্তমানে উক্ত বিধিমালার আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত কার্যাদি যেমন- পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে আমদানিতব্য জাহাজের অনুকূলে অনাপত্তি সনদ (এনওসি) ইস্যু, পরিদর্শন অনুমতি এবং সৈকতায়ন (Beaching) ও বিভাজন (ঈঁঃঃরহম) অনুমতি প্রদান করা হচ্ছে। এ শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন, পরিচালনা ও বিকাশের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন, ২০১৪ প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। উক্ত আইনটি কার্যকর হওয়ার পর 'বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বোর্ড' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

বিশ্বের জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে সম্পৃক্ত প্রথম পাঁচটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এ শিল্প দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। দেশের লৌহ ও লৌহজাত সামগ্রীর (বিশেষত নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত লোহা) সিংহভাগ কাঁচামাল এ শিল্প থেকে সরবরাহ করা হয়। এ ছাড়া এ শিল্পে বিপুল সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত সর্বমোট ৫৮৫টি জাহাজের অনুকূলে আমদানির জন্য অনাপত্তি সনদ এবং ৫১৮ টি জাহাজের অনুকূলে বিভাজন অনুমতি প্রদান করা হয়। বর্ণিত সময়কালে উক্ত জাহাজসমূহের অনুকূলে বিভিন্ন ফি বাবদ সর্বমোট প্রায় ৬.৮ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।

পরিবেশ সুরক্ষা এবং এ শিল্পে কর্মরত শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। এ শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে ওহঃবৎহধঃরড়হধষ গধৎরঃরসব ঙৎমধহরুধঃরড়হ (ওগঙ)'র সহায়তায় 'ঝধভব ধহফ ঊহারৎড়হসবহঃধষষু ংড়ঁহফ ঝযরঢ় জবপুপষরহম রহ ইধহমষধফবংষ্ব শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। অচিরেই এ প্রকল্পের কাজ শুরু হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। ঐড়হম কড়হম ওহঃবৎহধঃরড়হধষ ঈড়হাবহঃরড়হ ড়হ ঃযব ঝধভব ধহফ ঊহারৎড়হসবহঃধষষু ংড়ঁহফ জবপুপষরহম ড়ভ ঝযরঢ়ং, ২০০৯ এর শর্তসমূহ প্রতিপালন করার ক্ষেত্রে তথা এ শিল্পকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে এ প্রকল্প সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের (চযধংব-ও) মেয়াদ হবে ১৮ (আঠার) মাস এবং এ পর্যায়ে মোট প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫,১৬,২৭৫ (পনের লক্ষ ষোল হাজার দুই শত পঁচাত্তর) মার্কিন ডলার। ঘড়ৎবিমরধহ অমবহপু ভড়ৎ উবাবষড়ঢ়সবহঃ ঈড়ড়ঢ়বৎধঃরড়হ (ঘঙজঅউ) এবং ঝবপৎবঃধৎরধঃ ড়ভ ঃযব ইধংবষ, জড়ঃঃবৎফধস ধহফ ঝঃড়পশযড়ষস ঈড়হাবহঃরড়হং (ইজঝ) এ প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। প্রকল্পের সমুদয় অর্থ অনুদান হিসেবে প্রদান করা হবে।

জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ-ভাঙ্গা ও জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মকান্ড

০৭. আইসিটি ও ই- গভর্ন্যান্স কার্যক্রম

শিল্প মন্ত্রণালয় নাগরিক সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে এবং সহজলভ্য করতে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ইন্টারনেটের গতি ৩ এমবিপিএস হতে ৬ এমবিপিএস ব্যান্ড উইথড্রে উন্নীত করা হয়েছে। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে উক্ত অর্থ বছরে ১৫ জন কর্মকর্তাসহ মোট ৬৫ জন কর্মকর্তাকে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে। সকল কর্মকর্তার দাপ্তরিক ই-মেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের তথ্যবহুল ডায়নামিক ওয়েবসাইট www.moind.gov.bd নিয়মিত আপডেট করা হয়। উক্ত ওয়েবসাইটে মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় তথ্যের পাশাপাশি দপ্তর/সংস্থার তথ্য সংযোজন করে সেবার মান বৃদ্ধি করা হয়েছে। দৈনন্দিন সার মজুদ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয় এবং বিসিআইসি্থর ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হচ্ছে। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, বিভিন্ন সেবা সংক্রান্ত আবেদন ফরম, প্রশিক্ষণ কোর্স কারিকুলাম, পরীক্ষা, ভর্তি ও ফলাফল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের ই-গভঃ ও আইসিটি অধিশাখা কর্তৃক বিভিন্ন কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার উন্নয়নে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

০৮. শিল্প মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও বাজেট প্রক্ষেপণ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)

(অংকসমুহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	২০১৩-১৪ বাজেট (সংশোধিত)	২০১৪-১৫ বাজেট	প্রক্ষেপণ	
			২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
অনুন্নয়ন	১২৬,৩৬,৯১	১৭৩,৫৯,০০	১৭৫,৩২,৬৯	১৭৭,০৭,৯০
উন্নয়ন	২৫২৭,৬২,০০	১৫৬১,৩৫,০০	১৩৪৫,৭০,৩১	১৪৩৫,২১,১১
অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত ব্যয়সীমা	২৬৫৩,৯৮,৯১	১৭৩৪,৯৪,০০	**১৫২১,০৩,০০**	**১৬১২,২৯,০১**

৮.১ মিশন স্টেটমেন্ট

দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান, আমদানি পণ্য নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিতকরণ।

৮.২ প্রধান কার্যাবলি

১) শিল্প সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও যুগোপযোগীকরণ;

২) রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প কারখানাগুলোর চাহিদা নিরূপণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রণোদনামুলক কার্যক্রম

গ্রহণসহ সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৩) ক্ষুদ্র , মাঝারি ও কুটির শিল্প বিকাশে সহায়তা করা;

৪) উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং শিল্প ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি জ্ঞান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শ্রম শক্তির উন্নয়ন সাধন;

৫) শিল্প পণ্যের মান উন্নয়নে প্রমিতকরণ (Standardization), প্রত্যয়ন ও পরীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৬) শিল্প পণ্যের পেটেন্ট, ডিজাইন এবং ট্রেডমার্কস সম্পর্কিত সেবা প্রদান ও ইনটেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটস্ সংক্রান্ত কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণ ও আধুনিকায়ন;

৭) শিল্প বর্জ্যের পরিশোধন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;

৮) বয়লার আইনসহ শিল্প সংশ্লিষ্ট আইনসমুহের সংশোধন ও প্রয়োগ।

৮.৩ দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য

(অংক সমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট	বাজেট	প্রক্ষেপণ	
	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
দারিদ্র্য নিরসন	১৩৯৯,৬৯,২০	৯৩১,৩৭,৩১	৭৩৬,৬৩,০১	৮০০,৪৪,৭৮
নারী উন্নয়ন	৭৯৪,৯৫,১৬	৪৬২,১৬,৩৩	৩৯১,৬০,৬১	৪১৬,৩২,০১

৮.৪ অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচিসমূহ (Priority Spending Areas/Programmes):

অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচি	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য
রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের বন্ধ কলকারখানা চালু করা এবং চাহিদা ও সম্ভাবনানুযায়ী শিল্প স্থাপন দ্রুত শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজন দেশের সম্ভাবনা ও চাহিদাকে কাজে লাগিয়ে শিল্প বিকাশের গতিকে ত্বরান্বিত করা। জাহাজ নির্মাণ শিল্প, প্লাষ্টিক মুদ্রণ, মৌ-চাষ শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পের রয়েছে অফুরন্ত সম্ভাবনা। অন্যদিকে দেশের গ্যাস, কয়লা, খনিজ এবং কৃষিজ কাঁচামাল ব্যবহার করে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে আত্ম-নির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ার পাশাপাশি বি.এম.আর.আই. এর মাধ্যমে বন্ধ কারখানা চালুকরণ ও লাভজনক করার মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হবে বিধায় এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	• শিল্পের দ্রুত বিকাশ এবং উন্নয়ন • কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি • রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প কারখানাগুলোকে লাভজনক করা
বিসিকের শিল্প নগর/অর্থনৈতিক জোন কর্মসূচিকে শক্তিশালীকরণ ও সম্প্রসারণ শিল্প নগর প্রতিষ্ঠা কর্মসূচি সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত অঞ্চলসমূহে শিল্প অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিল্প বিকাশের গতিকে ত্বরান্বিত করা এবং ঔষধ শিল্প পার্ক স্থাপনের মাধ্যমে কাঁচামালের যোগান নিশ্চিত করে ঔষধ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও ঔষধ রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	• পণ্যের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণ। • উচ্চ অগ্রাধিকার খাতের শিল্পের বিকাশ • শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি ও দক্ষ শ্রম শক্তি গড়ে তোলা • কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি
কৃষি নিরাপত্তার স্বার্থে সার উৎপাদনে স্বয়ংসম্পুর্ণতা অর্জন দেশে সারের চাহিদা মেটানোর মাধ্যমে কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য সিরাজগঞ্জ ও সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে দুটি নতুন সার কারখানা স্থাপন করার লক্ষ্যে এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	• উচ্চ অগ্রাধিকার খাতের শিল্পের বিকাশ
দূষণমুক্ত শিল্প উৎপাদন নিশ্চিত করা ঢাকা নগরীর দূষণ হ্রাসের জন্য বর্জ্য পরিশোধের লক্ষ্যে ট্যানারি,গার্মেন্টস ও ফার্মাসিউটিক্যালস শিল্পসমুহকে অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিশ্চিত পূর্বক নগরীর বাইরে	• পরিবেশ বান্ধব শিল্প উন্নয়ন।

অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচি	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য
স্থানান্তর করা এবং শিল্প পার্কসমূহে ''**Common Effluent Treatment Plant(C.E.T.P.)"** বাস্তবায়ন করা দূষণমুক্ত পরিবেশের জন্য অপরিহার্য বিধায় এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	
শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদান বিসিক এর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে বিধায় এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।।	• শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি ও দক্ষ শ্রম শক্তি গড়ে তোলা

৮.৫ মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (Key performance indicators)

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	২০১৩-১৪		২০১৪-১৫	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা	
			লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
১	২	৩	৬	৭	৯	১০	১১
১. জি.ডি.পি তে শিল্পের অবদান	১.৭	%	২০	১৮	২০	২১	২২
২. শিল্প উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি							
ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	২,৪,৫,৭	%	১১	১১	১১	১২	১৩
খ) ক্ষুদ্র শিল্প			১০	৮	১২	১৪	১৬
৩. রাসায়নিক সারের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের হার	৪,৬	%	৫১	৩৩	৫৯	৬৯	৭২
৪. চিনির অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে রাষ্ট্রায়ত্ব অংশ	৪	%	১০.৫০	১০	১১	১২	১৫

৯.০ মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক অর্জন

(ক) দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অগ্রগতির দ্রুত উন্নয়নের জন্য ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন, প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। এ লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় দেশে শিল্প স্থাপন ও প্রসারে নীতি নির্ধারণ এবং কৌশল প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ও সহায়তা প্রদান করে আসছে । বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে শিল্প খাতের ভূমিকা অত্যন্ত অপরিসীম। দেশজ উৎপাদনে (জি.ডি.পি.) অর্থনীতির এ গুরুত্বপূর্ণ খাতের অবদান ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদনে বৃহৎ খাতসমূহের মধ্যে শিল্প খাতের অবদান ছিল যেখানে ১৭.৩১ শতাংশ, ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এ খাতের অবদান দাঁড়ায় ৩১.৯৮ শতাংশ।

(খ) ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা: ২০১১-২০১৬ এবং Outline perspective plan of Bangladesh (2010-2012): Making Vision 2021 A reality এর আলোকে একটি সমৃদ্ধ ও আধুনিক শিল্পখাত গড়ে তোলার মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণসহ স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচির মাধ্যমে বেকারত্ব, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য পীড়িত জনগোষ্ঠির সংখ্যা দ্রুত কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে। শিল্পায়নের মাধ্যমে জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে সফল উন্নয়নের সমন্বিত কৌশলপত্র, উৎপাদন, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বন্টন প্রণালীসমূহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান মালিকানা ব্যবস্থা প্রতিফলনসহ বেসরকারি উদ্যোগ বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

(গ) ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে দারিদ্র্য বিমোচন ও অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি পরিবারে অন্তত: একজনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এবং শ্রমঘন শিল্পের পরিকল্পিত ও ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নকে শিল্পায়নের চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করে এ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। শহর অঞ্চলে জনসংখ্যার চাপ ক্রমান্বয়ে হ্রাসের লক্ষ্যে এবং সর্বোপরি স্থানীয় ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে স্থানীয় ও গ্রামীণ পর্যায়ে সমতাভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

(ঘ) কেন্দ্রীকৃত কর্মসংস্থানকে বিকেন্দ্রীকরণ ও অধিক সংখ্যক শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে শিল্পখাতের এস.এম.ই.খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ খাতে প্রচলিত ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সঞ্চয়ভিত্তিক অর্থায়নের পাশাপাশি ব্যাংক ঋণ সুবিধা নিয়ে এগিয়ে আসছে। পুন:অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের জন্য ২২টি ব্যাংক, ২৪টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে অংশগ্রহণ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে এবং ২১টি ব্যাংক ও ২২টি অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে পুন:অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করছে।

(ঙ) শিল্প মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে বৈদেশিক পুঁজি আনয়নে বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ চুক্তি সম্পাদনে তৎপর রয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ৩১টি দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।

১০. মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে নারী উন্নয়নে ব্যয়

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১৪-১৫			বাজেট ২০১৩-১৪			বাজেট ২০১২-১৩		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা		নারী	শতকরা		নারী	শতকরা
মোট বাজেট	-	-	-	২৪৯১,২২,	৬১৫৭৫,	২৭৬৮.	১৩৩৪,৮৯,	৫৪৩০৪,	২৮৬৮.
মন্ত্রণালয়ের বাজেট	১৩৬৭	৭৩৯	৩৪.২৫	২২৮৭,	৭৯৫	৩৪৭৬.	১৮৩৯,	৭৪২	৪০৩৫.
উন্নয়ন বাজেট	১১৮৩	৪৫০	৩৮.২৫	২১১৭,	৭৮১	৩৬৮৯.	১৫৫৮,	৫৫৩	৩৫৪৯.
অনুন্নয়ন বাজেট	১৮৫	১৭	৯.২৫	১৭০	১৪	৮২৪.	২৮১	১৮৯	৬৭২৬.

১১. নারীর অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাফল্যের চিত্র

নারীর ক্ষমতায়ন ভিন্ন টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর নয় । নারীদেরকে অর্থনৈতিক মূলধারায় অধিকহারে সম্পৃক্তকরণের উদ্দেশ্যে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সহজশর্তে আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করতে মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি নিম্নরূপঃ

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের সমুদয় অর্থের ন্যুনতম ১৫% মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে এসএমই ঋণের সুদের হার হ্রাসকৃত রেটে, ১০% (ব্যাংক রেট + ৫%), নির্ধারণের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

(খ) প্রতিটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিকভাবে স্বতন্ত্র ‘‘Women Entrepreneur’s Dedicated Desk ’’ স্থাপন ও তাতে প্রয়োজনীয় উপযুক্ত জনবল নিয়োগ করে তাঁদেরকে এসএমই খাতে অর্থায়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে । সম্ভব হলে উক্ত ‘ Dedicated Desk’- এ একজন নারী কর্মকর্তা নিয়োগ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে ।

(গ) ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত '' Women Entrepreneur's Dedicated Desk '' কর্তৃক নারী উদ্যোক্তাদের প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও ঋণ আবেদন প্রক্রিয়াসহ ব্যাংকিং সম্পর্কিত সম্যক জ্ঞান/কৌশল বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদানের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

(ঘ) ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের বিপরীতে ঋণ গ্রহীতা 'নারী শিল্প উদ্যোক্তা' হলে বা ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় কমপক্ষে ৫১% শেয়ার মালিক নারী হলে সে সকল প্রতিষ্ঠান/উদ্যোক্তাকে তাদের Enterprise/Venture সংশ্লিষ্ট সম্পদ (যন্ত্রপাতি বা ব্যবসায়ে সংরক্ষিত দ্রব্যাদি/কাঁচামাল) ও শুধুমাত্র ব্যক্তিগত গ্যারান্টির বিপরীতে সর্বোচ্চ ২৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানত বিহীন ঋণ সুবিধা প্রদান করতে পারে।

(ঙ) মাইক্রো নারী উদ্যোক্তা কর্তৃক এসএমই ঋণ গ্রহণের সুবিধার্থে গ্রুপভিত্তিক ৫০ হাজার টাকা ও তদুর্ধ্ব ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়েছে। যার সুফল পল্লী অঞ্চলের মাইক্রো নারী উদ্যোক্তারা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছেন।

(চ) এসএমই খাতে পুন:অর্থায়নে সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের এস.এম.ই. এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগের ব্যবস্থাপনায় চারটি তহবিল পরিচালিত হচ্ছে। ৩১ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত এই চারটি তহবিল হতে সর্বমোট ৩৩,১৯৬টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ২,৭৯২.৬০ কোটি টাকা পুন:অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

(ছ) প্রতিটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ও শাখা পর্যায়ে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আবিশ্যকভাবে "উইমেন এন্ট্রিপ্রেনিয়র ডেডিকেটেড ডেস্ক" খোলা হয়েছে।

(জ) কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা কর্তৃক এস.এম.ই. ঋণ প্রাপ্তির সুবিধার্থে নারী উদ্যোক্তাদের গ্রুপ এস.এম.ই. ঋণ প্রদানের নীতিমালা জারী করা হয়েছে।

(ঝ) কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা কর্তৃক এস.এম.ই. ঋণ প্রাপ্তির সুবিধার্থে নারী উদ্যোক্তাদের গ্রুপ এস.এম.ই. ঋণ প্রদানের নীতিমালা জারী করা হয়েছে।

(ঞ) সারাদেশে নারী উদ্যোক্তাদের দ্বারা পরিচালিত ক্লাস্টার চিহ্নিত করে সে সব ক্লাস্টারে অর্থায়ন ও উন্নয়নের জন্য বিভাগের পক্ষ থেকে সরেজমিনে গমন করে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরুপ : জামালপুরের নকশীকাঁথা, মনিপুরী তাঁত, সিরাজগঞ্জের তাঁত, রাঙ্গামাটির তাঁত, মুন্সীগঞ্জের বাঁশবেত প্রভৃতি ক্লাস্টার উল্লেখযোগ্য। মহিলাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে অর্থায়িত ব্যাংকের মাধ্যমে ওয়েব মার্কেটিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

(ট) বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বেনারশী পল্লী উন্নয়ন, রংপুর" প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৬০০ জনকে বেনারশী শাড়ি তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদানের সংস্থান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৫৬৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩০০ জনই নারী। এ সকল প্রশিক্ষিত নারীগণের মধ্য হতে এ পর্যন্ত ৩০ জন-কে সহজ শর্তে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের জন্য প্রতি জনে ৫০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। তাঁরা এখন শাড়ি উৎপাদন ও বিক্রির মাধ্যমে মুনাফা করছে।

(ঠ) বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "শতরঞ্জি শিল্পের উন্নয়ন (নিশবেতগঞ্জ ও রাধাকৃষ্ণপুর), রংপুর" প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৬৬০ জনকে শতরঞ্জি তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদানের সংস্থান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৩৩০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ২০০ জনই নারী। এ সকল প্রশিক্ষিত নারীগণের মধ্য হতে এ পর্যন্ত ৫০ জন-কে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের জন্য প্রতি জনকে ৫০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। তাঁরা এখন শতরঞ্জি উৎপাদন ও বিক্রির মাধ্যমে মুনাফা করছে।

(ড) "হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণপূর্বক আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ চালু করা হয়। প্রকল্পটি ২০০৯ এর আগষ্টে আরম্ভ হয়। প্রকল্পের অধীনে মেয়েদের জন্য ৩ মাস মেয়াদি ৯টি ট্রেড (লাইট মেশিনারিজ, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স, অটোক্যাড, ওয়েল্ডিং, হাইজ হোল্ড এ্যাপপ্লায়েন্স মেইনটেন্যার্স, কার্পেন্ট্রি, প্লাষ্টিক প্রসেসিং কাষ্টমাইজ) বছরে ৪টি কোর্সের আয়োজন করা হয়। আগষ্ট ২০০৯ হতে এপ্রিল ২০১৩ পর্যন্ত মোট ৮০৪৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, এর মধ্যে ৩২৭২ জন নারী।

আবর্তক ক্ষুদ্র ঋণ/এনডাওমেন্ট/সিড মানি কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদনাধীন কাল: ২০১৩-১৪

তহবিলের নাম ও ধরণ : এনডাওমেন্ট ফান্ড, এসএমই কর্তৃক পরিচালিত।

(কোটি টাকায়)

তহবিলের নাম ও ধরণ (ক্ষুদ্র ঋণ/এনডাওমেন্ট সিডমানি/ বিনিয়োগ)	আইনগত ভিত্তি (আইন/ একনেক/ নির্বাহী সিদ্ধান্ত/ অন্যান্য: সালসহ)	অর্থবরাদ্দের বছর	বরাদ্দকৃত তহবিলের পরিমান							বর্তমান স্থিতি (জুন ২০১৪)	সুবিধাভোগী	
			অনুন্নয়ন			উন্নয়ন			সর্ব মোট		পুরুষ	মহিলা
			জিওবি	দাতা সংস্থা	মোট	জিওবি	দাতা সংস্থা	মোট				
এসএমই ফাউন্ডেশন												
এসএমই ফাউন্ডেশনের "এন্ডাওমেন্ট ফান্ড"	নির্বাহী আদেশ	২০০৭-০৮	১০০	-	১০০	-	-	-	১০০	১০০		
		২০০৮-০৯	১০০	-	১০০	-	-	-	১০০	১০০		
		২০০৯-১০ (ক্রমপুঞ্জিত)	২০০		২০০				২০০	২০০	১১৪	২৪৭
		২০০১-১১ (ক্রমপুঞ্জিত)	২০০		২০০				২০০	২০০		
		২০১২-১৩ (ক্রমপুঞ্জিত)	২০০		২০০				২০০	২০০		
		২০১৩-১৪ (ক্রমপুঞ্জিত)	২০০		২০০				২০০	২০০	১৫৪	৫৫

❖ **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এসএমই ফাউন্ডেশনকে কার্যকর এবং এর উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে** ২০০৭ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত **২০০ (দুই শত) কোটি টাকা প্রদান করে। রেজুলিউশন অনুযায়ী উক্ত তহবিল ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট হিসাবে রেখে অর্জিত মুনাফা/সুদ ফাউন্ডেশনের মূলধনী ও মুনাফা জাতীয় ব্যয় তথা আবর্তক ব্যয় ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যয় করে। ফাউন্ডেশন সাধারনত দেশের এসএমই সেক্টর উন্নয়ন, এসএমই ক্লাস্টার উন্নয়ন, ক্রেডিট হোলসেলিং, টেকনোলজি ও আইসিটি সাপোর্ট, পলিসি এডভোকেসি, বিজনেস সাপোর্ট সার্ভিস, গবেষণামূলক ও নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে কাজ করে থাকে। এখানে উল্লেখ্য ফাউন্ডেশন এনডাওমেন্ট ফান্ড হতে অর্জিত সুদের একটি অংশ পার্টনার ব্যাংক ও নন ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ফাউন্ডেশন কর্তৃক চিহ্নিত সুনির্দিষ্ট ক্লাস্টার/সেক্টরের এসএমই উদ্যোক্তাদের স্বল্পসুদে (৯%) জামানতবিহীন ঋণ হিসেবে প্রদান করে থাকে। ঋণসীমা সর্বনিম্ন ৫০ হাজার সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা যা শুধুমাত্র উদ্যোক্তার প্রতিষ্ঠানের নামে ২-৪ বছর মেয়াদের জন্য বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এনডাউমেন্ট ফান্ডের ২০০ (দুই শত) কোটি টাকা বিভিন্ন ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসেবে সঞ্চিত রয়েছে।**

১২. শিল্প মন্ত্রণালয়ের ক্ষুদ্র ও মাঝরি শিল্প (এসএমই) কার্যক্রম

শিল্প মন্ত্রণালয়ের এসএমই সেল এর মূল লক্ষ্য দেশের এসএমই'র উন্নয়নের জন্য সেলকে সেন্টার অব এক্সিলেন্সে পরিণত করা। এসএমই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণে সহায়তা, দেশে এসএমই বান্ধব পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা, বিদ্যমান ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পসমূহ ও এসএমই সংক্রান্ত সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয় সহ এসএমই সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা। দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (এসএমই) উন্নয়ন ও সুষ্ঠু বিকাশ

খুবই জরুরি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার প্রতি নীতিনির্ধারক ও পর্যবেক্ষকগণের আকর্ষণের প্রেক্ষিতে এ খাতের বিকাশ ও সম্প্রসারণের নিমিত্ত অর্থায়নের ক্ষেত্রে নানাবিধ উদ্যোগের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাও ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে বর্তমান সরকারের 'রূপকল্প ভিশন-২০২১' বাস্তবায়নে এসএমই'র কোন বিকল্প নেই। দেশে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিষয়টিকে সমধিক প্রাধান্য দিয়ে বর্তমান সরকার জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০ এ শ্রমঘন ক্ষুদ্র ও মাঝারি (এসএমই) শিল্পের পরিকল্পিত ও ভারসাম্য উন্নয়নকে শিল্পায়নের চালিকাশক্তি হিসেবে এ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গ্রহণ করেছে। ফলে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, তথ্য ও যোগাযোগের সহজলভ্যকরণ, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও বহুমুখীতা অর্জন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, স্বল্প ব্যয়ে শিল্প স্থাপন ও পরিচালনা খরচ কমানো, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনসহ দারিদ্র্যতা হ্রাস পাবে।

Integrated Support to Poverty and Inequality Reduction through Enterprise Development (INSPIRED) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন :

এসএমই সেলের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে INSPIRED প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে অন্যতম। দেশের দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে INSPIRED [Integrated Support to Poverty and Inequality Reduction through Enterprise Development] শীর্ষক প্রকল্পটি মন্ত্রণালয়ের এসএমই সেল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রায় ২০০ কোটি টাকার এই প্রকল্পে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন প্রায় ১৯৩ কোটি টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করছে। অবশিষ্ট প্রায় ৭ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকারের অনুদান। গত ১০ জুলাই, ২০১২ তারিখ মাননীয় শিল্পমন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় যা ২০১৮ সাল পর্যন্ত চলবে। নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে তিনটি কম্পোনেন্টের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কম্পোনেন্ট-১: এসএমই সেল ও এসএমই ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এসএমই'র সেক্টর ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য এসএমই কৌশলপত্র প্রণয়ন ;

কম্পোনেন্ট-২: ব্যবসায়িক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের (BIOs) মাধ্যমে এসএমইসমূহের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং

কম্পোনেন্ট-৩: বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি এবং বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) এর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এসএমই'র উপযোগী এবং সহনীয় অর্থায়ন প্রক্রিয়া প্রবর্তন ।

কম্পোনেন্ট-১ এর আওতায় এসএমই সেল ও এসএমই ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৫টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া আরো প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়টি পরিকল্পনাধীন রয়েছে। এসএমই কৌশলপত্র প্রণয়ন করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি একাধিক সভায় মিলিত হয়েছে। এছাড়াও দেশের এসএমই ও ব্যবসায় মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। অধিকন্তু নিম্নোক্ত ওয়ার্কিং পেপারগুলো তৈরি করা হয়েছে:

- বেষ্ট প্র্যাকটিস রিসার্চ এন্ড পেপার
- বেষ্ট প্র্যাকটিস ইন এসএমই ডেভেলপমেন্ট
- বিজনেস এনভায়রনমেন্ট ইন বাংলাদেশ ফর এসএমই
- বিজনেস এডভাইজরি সার্ভিসেস ইন বাংলাদেশ ফর এসএমই
- একসেস টু ফিন্যান্স ফর বাংলাদেশ এসএমই
- প্রোপার্টি এন্ড ল্যান্ড এভেইলেবিলিটি ফর বাংলাদেশ এসএমই

কম্পোনেন্ট-২ এর আওতায় ব্যবসায়িক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে ১১টি প্রতিষ্ঠানের ১৪টি প্রকল্প মনোনীত করা হয়েছে। কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, চামড়া, আসবাবপত্র ও বস্ত্রখাতের এসকল প্রতিষ্ঠানকে

প্রায় ২১.৯৩ কোটি টাকা প্রথম কিস্তি হিসেবে ইতোমধ্যে ছাড় করা হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হলে বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ দেশে নতুন কর্মসংস্থান তৈরিতে ও দারিদ্র্য দূরীকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে মর্মে আশা করা যায়।
কম্পোনেন্ট-৩ এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী [বিবিটিএ], বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট [বিআইবিএম] এ প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। দেশে এসএমই-সহনীয় অর্থায়ন প্রক্রিয়া প্রবর্তনের লক্ষ্যে দেশের সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাসহ বিবিটিএ/বিআইবিএম এর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

১৩. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন)

শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ভূমিকা ঐতিহাসিকভাবেই সমাদৃত। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটেও স্বল্প পুঁজিনির্ভর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সুষ্ঠু শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের কোন বিকল্প নেই। এসএমই ফাউন্ডেশন শিল্পায়নে সকল শ্রেণীর এসএমই উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত, উদ্বুদ্ধ এবং জাতীয় পর্যায়ে সুসংগঠিতকরণসহ এসএমই উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। তৃণমূল, স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় এগিয়ে নেয়া এই ফাউন্ডেশনের অন্যতম লক্ষ্য।

ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার আইনগত ভিত্তি : শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ২৮ ধারার বিধান অনুসারে একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্স এবং যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিকরণসহ ''এসএমই ফাউন্ডেশন'' (Small and Medium Enterprise Foundation) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ভিশন (Vision) : ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং সর্বোপরি দারিদ্র্য বিমোচন।

মিশন (Mission) : মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে জাতীয় অর্থনীতিতে বিরাজমান ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও বিকাশে বহুমুখী কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে সহায়তা প্রদান।

উদ্দেশ্য (Objectives) : এসএমই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হল :

১. সরকার প্রণীত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) উন্নয়ন নীতি কৌশল বাস্তবায়ন।
২. এসএমই খাতের উন্নয়নে পলিসি এডভোকেসী কার্যক্রম পরিচালনা।
৩. এসএমই উদ্যোক্তাদের ব্যবসা পরিচালনার জন্য বিজনেস সাপোর্ট সার্ভিস প্রদান।
৪. নতুন এসএমই প্রতিষ্ঠা বা সফলভাবে ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত ও সহায়তা প্রদান।
৫. গবেষণা/ সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে এসএমই উদ্যোক্তা/ স্টেকহোল্ডারদের হালনাগাদ তথ্য ও উপাত্তের প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং একটি সমৃদ্ধ তথ্য ভান্ডার গঠন ।
৬. ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে ঋণদান কার্যক্রম পরিচালনা।
৭. এসএমই উদ্যোক্তাদের চাহিদা ও উপযোগিতার ভিত্তিতে মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা।
৮. প্রযুক্তি উন্নয়ন, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, আমদানিকৃত প্রযুক্তি বাংলাদেশের অনুকূলে খাপ খাওয়ানো, রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কমপ্লায়েন্স ও সার্টিফিকেশনের মাধ্যমে এসএমইদের সক্ষমতা উন্নয়নে বাস্তবমূখী কার্যক্রম পরিচালনা।

৯. এসএমই উদ্যোক্তাদের তৈরীকৃত পণ্যের প্রসার, প্রচার এবং বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান।
১০. উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে আসা এবং অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়নে তাদের সার্বিক সহায়তা প্রদান।
১১. এসএমই খাতের উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান।
১২. উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন এবং লাভজনকভাবে ব্যবসা পরিচালনার জন্য এসএমই উদ্যোক্তাদের আইসিটি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সহায়তা প্রদান।

ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা কাঠামো

সাধারণ পর্ষদঃ এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য একটি সাধারণ পরিষদ রয়েছে। সাধারণ পরিষদের নির্ধারিত সদস্য সংখ্যা ৬০ (ষাট) জন। ফাউন্ডেশনের আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশনে বর্ণিত নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে যেমন- মন্ত্রণালয়, সরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ, এসএমই সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন, সাধারণ ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়, পেশাজীবী ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট/প্রধান নির্বাহীগণ সাধারণ পরিষদের সম্মানিত সদস্য হিসেবে থাকবেন।

পরিচালক পর্ষদঃ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৬ (ষোল) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালক পর্ষদের বিধান রয়েছে। ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমে নীতিগত সিদ্ধান্ত ও দিকনির্দেশনা প্রদান পরিচালক পর্ষদের অন্যতম দায়িত্ব। ফাউন্ডেশনের আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশনের বিধানমতে সরকার কর্তৃক চেয়ারপার্সন নিয়োগ করা হয়। এছাড়া সরকার পরিচালক পর্ষদের ৪ জন পরিচালকও মনোনয়ন দিয়ে থাকেন। উল্লেখ্য, পরিচালক পর্ষদে বেসরকারী খাত, গবেষণা ও পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান/ এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

ফাউন্ডেশনের সাংগঠনিক কাঠামো ও ব্যবস্থাপনাঃ ফাউন্ডেশনের সাংগঠনিক কাঠামোতে ০১ জন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ০১ জন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ০৩ জন মহাব্যবস্থাপকসহ সর্বমোট ১০৭ জন জনবল নিয়োগের বিধান রয়েছে।

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনায় বিভিন্ন বিভাগ

১. গবেষণা ও পলিসি এ্যাডভোকেসী
২. ফাইন্যান্স এবং ক্রেডিট সার্ভিসেস
৩. মানবসম্পদ উন্নয়ন/ক্যাপাসিটি বিল্ডিং
৪. নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা
৫. প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং আইসিটি
৬. বিজনেস সাপোর্ট সার্ভিসেস
৭. পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
৮. প্রশাসন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যক্রম সমূহ

সরকার গৃহীত এসএমই নীতিকৌশল বাস্তবায়নে সহায়তাঃ সরকার কর্তৃক গৃহীত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) উন্নয়ন নীতিকৌশল বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা এসএমই ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। নীতিকৌশলে উল্লেখিত মৌলিক বিষয়াদি যেমনঃ রাজস্ব ও আর্থিক বিষয়াদির উপর পরামর্শ, এসএমই পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে সহায়তা, দক্ষতা উন্নয়ন কৌশলে সহায়তা, টেকনো-এন্ট্রাপ্রেনারশীপ উন্নয়ন বিষয়ক সহায়তা, এসএমই ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে তথ্য সহায়তা, আন্তর্জাতিক

পর্যায়ে প্রযুক্তি বিনিময় কর্মসূচিতে সহায়তা, ভার্চুয়াল এসএমই অফিস প্রতিষ্ঠাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনায় সরকারকে নিয়মিতভাবে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

গবেষণা ও পলিসি এ্যাডভোকেসীঃ গবেষণা ও পলিসি এ্যাডভোকেসী কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে এসএমই বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করা। দেশে বিদ্যমান রেগুলেটরী প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার লক্ষ্যে এসএমই সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও কর্মকৌশল প্রণয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন হালনাগাদ তথ্য ও উপাত্তসহ সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রণয়ন করে থাকে। ফাউন্ডেশন এসএমই উন্নয়নে সল্পমেয়াদী, দীর্ঘমেয়াদী এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য গবেষণা এবং কেইস স্টাডি পরিচালনা করে থাকে।

ফাইন্যান্স এন্ড ক্রেডিট সার্ভিসেস : ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট এন্ড ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসেস উইং হতে ক্রেডিট হোলসেলিং প্রোগ্রামের আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সম্ভাবনাময় এসএমই সেক্টর/ক্লাষ্টার/ক্লায়েন্টেল গ্রুপকে সিঙ্গেল ডিজিট সুদে (৯%) জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা হয়। মূলতঃ নির্বাচিত ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে পার্টনাশীপের মাধ্যমে এই সকল ঋণ প্রদান করা হয়। এছাড়া এসএমই খাতে অর্থায়ন বৃদ্ধিকল্পে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিভাগ/জেলা শহরে নিয়মিতভাবে এসএমই ঋণ মেলা (ফাইনান্সিং ফেয়ার), ব্যাংকার-উদ্যোক্তা সম্মেলন, সেমিনার, ঋণ সম্পর্কিত ম্যাচমেকিং, ব্যাংকারদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কর্মসূচি আয়োজন করা হয়।

ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ও দক্ষতা উন্নয়ন : এসএমই উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা ফাউন্ডেশনের একটি অন্যতম কার্যক্রম। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট অথবা এসএমই সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে এসএমই ফাউন্ডেশন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করে থাকে। ফাউন্ডেশন যেসব প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আয়োজন করে সেগুলো হলো- উদ্যোক্তা উন্নয়ন, এসএমই ক্লাস্টার ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন, টেকনোলজি বেইজড এবং আইসিটি বেইজড প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ , উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের মান উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, বাজার ব্যবস্থাপনা ও অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি। এছাড়াও, এ কার্যক্রমের আওতায় এসএমই ট্রেডবডিজ/এসোসিয়েশনসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করে থাকে।

প্রযুক্তি উন্নয়ন ও ব্যবহার : এসএমইদের সক্ষমতা উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রযুক্তি উন্নয়ন, আমদানিকৃত প্রযুক্তি গ্রহণ, রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রোডাক্ট কমপ্লায়েন্স ও সার্টিফিকেশনের মাধ্যমে এই খাতের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে।

একসেস টু ইনফরমেশন : এসএমই ফাউন্ডেশন এর নিজস্ব ওয়েব পোর্টাল www.smef.org.bd এর মাধ্যমে এসএমই এবং এসএমই সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে হালনাগাদ তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপন করে থাকে। এই সেক্টরের প্রসারের লক্ষ্যে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এসএমই সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত, টেকনোলজী ইত্যাদি বিষয়ক একটি তথ্যভান্ডার প্রতিষ্ঠার কাজ এসএমই ফাউন্ডেশন নিয়মিত করে যাচ্ছে।

নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন : উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে আসা এবং তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রধান কাজ। এ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলোঃ উইম্যান চেম্বার/ট্রেডবডিসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, নারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে ব্যাংকার উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি, নারী উদ্যোক্তা বিষয়ক ষ্টাডি পরিচালনা, নারী উদ্যোক্তা সম্মেলন আয়োজন, জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার প্রতিযোগিতা আয়োজন, নারী উদ্যোক্তা পণ্য মেলা আয়োজন প্রভৃতি।

বিজনেস সাপোর্ট সার্ভিসেস : এসএমই ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নে ব্যবসা সহায়ক বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করে থাকে। যেমনঃ- এসএমই পণ্যের প্রচার, প্রসার ও বাজার সম্প্রসারণ; ভোক্তা ও উদ্যোক্তাদের মাঝে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন; এ্যাডভাইজারী সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে নতুন ব্যবসা সৃষ্টি ও পরিচালনার বিষয়ে দিক নির্দেশনা, বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহায়তা প্রদান; ব্যবসায়িক তথ্যাবলীর সহায়িকা/ম্যানুয়াল প্রকাশ ও বিতরণ, এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন প্রভৃতি।

পণ্যের মান উন্নয়ন এবং কোয়ালিটি সার্টিফিকেশনে সহায়তা : প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে পণ্যের মান পর্যায়ক্রমে বিশ্বমানে উন্নীতকরণে সহায়তা এবং কোয়ালিটি সার্টিফিকেশন, উন্নত ও মানসমৃদ্ধ ডিজাইন এবং উন্নত প্যাকেজিং ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশন পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

১৪. এসএমই ফাউন্ডেশনের উল্লেখযোগ্য অর্জণ সমূহ

- স্বল্প সুদে এসএমই ঋণ প্রদানঃ এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং কার্যক্রমের আওতায় ৭টি পার্টনার ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্লাস্টারে ১৮২ টি এসএমই প্রতিষ্ঠানকে ৯% সুদে জামানতবিহীন এসএমই ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- এসএমই ব্যাংকার ও উদ্যোক্তা সম্মেলন আয়োজনঃ ব্যাংক কর্মকর্তাগণের মধ্যে এসএমই ঋণ প্রদানের প্রবনতা তৈরী ও উদ্যোক্তা ব্যাংকার যোগসূত্র স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় ফাউন্ডেশন রাজশাহী ও ময়মনসিংহে দুটি ব্যাংকার-উদ্যোক্তা সম্মেলন আয়োজন করে। সম্মেলনসমূহে প্রায় ১৫০০ উদ্যোক্তা ও ব্যাংকার অংশগ্রহণ করেন।
- টেকশই এসএমই ব্যাংকিং মডেল উপস্থাপনঃ ''এসএমই ব্যাংকিং'' কার্যক্রম একটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ''টেকশই এসএমই ব্যাংকিং মডেল'' শিরোনামে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, মিরপুরে একটি জাতীয় সেমিনার আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে প্রায় ৭০টি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অংশগ্রহণ করেন।
- মানব সম্পদ উন্নয়নঃ এসএমই খাতে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন বিভিন্ন বাণিজ্য সংগঠনের মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপি ৪৩ টি বিষয়ে নারী উদ্যোক্তাগণকে প্রাধান্য দিয়ে প্রায় ১,১৫০ জন এসএমই উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।
- এসএমই ক্লাস্টার উন্নয়ন কার্যক্রমঃ ক্লাস্টার ভিত্তিক এসএমই উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন দেশব্যাপী জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে ১৭৭টি এসএমই ক্লাস্টার চিহ্নিত করেছে। চিহ্নিত ক্লাস্টারসমূহের মধ্যে প্রায় ১৫টি ক্লাস্টারের বিস্তারিত উন্নয়ন চাহিদা ও ৩টি ক্লাস্টারের অর্থায়ণ চাহিদা নিরূপন করা হয়েছে।
- তৃতীয় বারের মত ''জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা - ২০১৩'' আয়োজনঃ এসএমই খাতে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী দেশী ও বিদেশী ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের সাথে পরিচিত করে দেওয়া ও ক্রেতা বিক্রেতার মিলনমেলা হিসেবে ঢাকায় ''জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা - ২০১৩'' আয়োজন করা হয়। এতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ১১০টি এসএমই প্রতিষ্ঠান স্টল স্থাপন করে তাদের পণ্য প্রর্দশন, বিক্রয় ও ক্রয়াদেশ গ্রহণ করে।
- ''আন্তর্জাতিক বাজার বিশ্লেষণ পদ্ধতি'' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানঃ যেসকল এসএমই প্রতিষ্ঠান বিদেশে পণ্য রপ্তাণি করছে বা রপ্তাণি বাজারে প্রবেশে আগ্রহী, তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন এসএমই পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার বিশ্লেষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। উক্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে ২০ জন উদ্যোক্তাকে ''আন্তর্জাতিক বাজার বিশ্লেষণ পদ্ধতি'' বিষয়ে ইন্টারন্যশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি)-এর ট্রেড ম্যাপ, মার্কেট এক্সেস ম্যাপ ইত্যাদি ট্যুল ব্যবহার করে কোন একটি পণ্যের বাজার বিশ্লেষণ করার প্রাথমিক ধারণা প্রদান করা হয়।

- নতুন নারী উদ্যোক্তাগণের জন্য ক্রেতা-বিক্রেতা ম্যাচমেকিং অনুষ্ঠান আয়োজনঃ নতুন নারী উদ্যোক্তাগণকে সম্ভাব্য ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের সাথে পরিচয় করে দেয়ার লক্ষ্যে বাজার সংযোগ বিষয়ে ২টি ম্যাচমেকিং অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় ১৫০টি নতুন/পুরাতন নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।
- এসএমই অর্থায়ন মেলা আয়োজনঃ এসএমই ঋণ প্রাপ্তি সহজীকরণ ও ব্যাংকার উদ্যোক্তা সেতুবন্ধন রচনা করার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন ঢাকায় জাতীয় এসএমই অর্থায়ন মেলা আয়োজন করেছে। উক্ত মেলায় ৬০টি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের এসএমই ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে উদ্যোক্তাগণকে অবহিত করেছে। এছাড়াও বিভাগীয়/জেলা শহরেও এসএমই অর্থায়ন মেলা আয়োজন করা হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক মান সনদ অর্জণে সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদানঃ বিভিন্ন এসএমই শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত খাদ্যের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যদ্রব্য রপ্তাণি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে ফুড সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এফএসএমএস) বাস্তবায়নের মাধ্যমে ''আইএসও ২২০০:২০০৫'' সনদ অর্জনে ফাউন্ডেশন বিভিন্ন এসএমই প্রতিষ্ঠান সমূহকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। এছাড়া প্রায় ৭০জন অংশগ্রহণকারীকে উক্ত বিষয়ে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।
- ''কাইজেন'' বাস্তবায়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি বিষয়ক কর্মশালা আয়োজনঃ কম উৎপাদনশীলতা বাংলাদেশের এসএমই খাতের একটি বড় সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জাপানী উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কৌশল ''কাইজেন'' বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসএমই'র উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করেছে। উক্ত কর্মশালায় প্রায় ১০০ এসএমই প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।
- প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়নঃ খাত ভিত্তিক চাহিদা সম্পন্ন দক্ষ জনবল তৈরী ও উৎপাদিত পণ্যের আন্তর্জাতিক মাণ যাচাইয়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর সহায়তায় ''বাংলাদেশ প্লাস্টিক প্রকৌশল ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট'' এবং ''বাংলাদেশ ইলেক্ট্রিক্যাল টেস্টিং ল্যাবরেটরি'' - স্থাপনের জন্য দুটি প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- এসএমই বান্ধব বাজেট প্রস্তাবনা প্রণয়ন ও উপস্থাপনঃ বাংলাদেশে স্থানীয় এসএমই বিকাশ ও আমদানী নির্ভরশীলতা কাটিয়ে দেশীয় শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন বিভিন্ন এসএমই উপখাতের উদ্যোক্তাগণের সাথে আলোচনা এবং দেশী বিদেশী গবেষণালব্ধ সুপারিশমালার আলোকে এসএমই বান্ধব বাজেট প্রস্তাবনা প্রণয়ন করে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে উপস্থাপন করেছে।
- ই-কমার্স আত্মীকরণে এসএমইদের প্রস্তুতি শীর্ষক কর্মশালা আয়োজনঃ ই-কমার্স/ই-বিজনেস সমগ্র বিশ্বের মত বাংলাদেশেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এর মাধ্যমে সহজেই পৃথিবীর যেকোন স্থানে ক্রেতার নিকট পণ্য বিক্রয় করাসহ ক্রেতার মতামত যাচাই করা যায়। বাংলাদেশের এসএমই উদ্যোক্তাগণকে ই-কমার্স গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করার লক্ষ্যে ৫০ জন উদ্যোক্তার অংশগ্রহণে উক্ত কর্মশালা আয়োজন করা হয়।
- এসএমই এসোসিয়েশন সমূহের আইসিটি দক্ষতা বৃদ্ধিঃ এসএমই প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি তাদের প্রতিনিধিত্বকারী ট্রেডবডি / এসোসিয়েশন সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ৬টি এসএমই এসোসিয়েশনের ওয়েবসাইট তৈরী, আইটি সামগ্রী ব্যবহার ও আইসিটি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এসোসিয়েশন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- ''ইন্টারন্যাশনাল জার্ণাল অব এসএমই ডেভেলপমেন্ট'' প্রকাশঃ এসএমই ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে প্রথমবারের মত একটি আন্তর্জাতিক মাণের এসএমই জার্ণাল প্রকাশ করেছে। যার মাধ্যমে দেশী / বিদেশী গবেষকগণের গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে বাংলাদেশের এসএমই উদ্যোক্তাগণ অবহিত হতে পারবে- যা এসএমই গবেষণা প্রকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।
- ''এসএমই ফোকাল পয়েন্ট'' এবং ''এসএমই নারী সহায়তা ডেস্ক'' স্থাপনের জন্য এডভোকেসী পরিচালনাঃ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে এসএমই উদ্যোক্তাগণের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ''এসএমই ফোকাল পয়েন্ট'' এবং ''এসএমই নারী উদ্যোক্তা ডেস্ক'' স্থাপনের জন্য এডভোকেসী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

- ট্যাক্স-ভ্যাট প্রদান পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানঃ ট্যাক্স-ভ্যাট প্রদানের বিভিন্ন নিয়মাবলী সম্পর্কে এসএমই উদ্যোক্তাগণকে অবহিতকরণ এবং এতদসংক্রান্ত সরকারি সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মসূচীতে ২৫টি এসএমই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।
- চারটি এসএমই পণ্যের আঞ্চলিক (সার্ক) ভ্যালুচেইনের উপর গবেষণা পরিচালনাঃ সার্ক দেশ সমূহের এসএমই উদ্যোক্তাগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সার্ক টিপিএন (ট্রেড প্রমোশন নেটওয়ার্ক)-এর আয়োজনে চারটি এসএমই পণ্যের আঞ্চলিক ভ্যালুচেইন গবেষনায় এসএমই ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অংশের কার্যক্রম সম্পাদন করেছে।

১৫. প্রকল্প ও প্রকল্প বাস্তবায়ন

- শিল্প সেক্টরের উন্নয়ন সাধনে আলোচ্য ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ২৪৫৫.৫৩ কোটি টাকায় বাস্তবায়নাধীন মোট ৩২টি উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে ০৪টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা হয়েছে। জুন ২০১৪ পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পসমূহের সামগ্রিক আর্থিক অগ্রগতির হার ৮৯.৭৮% (২২৪৫.৫৩ কোটি টাকা)। এবং ২৪টি প্রকল্প বিভিন্ন পর্যায়ে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- বিসিআইসির বিএমআরই অব কেপিএম লিঃ, বিসিকের শতরঞ্চি শিল্পের উন্নয়ন (নিশবেতগঞ্জ ও রাঁধাকৃষ্ণপুর), রংপুর, বিএসটিআইয়ের Modernization of BSTI through procurement and infrastructure development এবং Establishment of the Office for South Asian Regional Standards Organization (SARSO) in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পসমূহ সমাপ্ত হয়েছে।
- বৃহত্তর পাবনা ও তদসংলগ্ন অঞ্চলের শিল্প উদ্যোক্তাদের চাহিদাপূরণের লক্ষ্যে ৮০টি এস এম ই শিল্প ইউনিট স্থাপনের জন্য ১০০ টি শিল্প প্লটের অবকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ এর উদ্দেশ্যে ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় এবং জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়িতব্য ''পাবনা বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ''-শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরিকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে বিএসটিআইকে শক্তিশালীকরণ এর উদ্দেশ্যে ''Establishment of Chemical Metrology Laboratory (CML) at NML in BSTI'' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ২২২৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত মেয়াদকালে বাস্তবায়ন করা হবে।
- ভোজ্যতেলে ভিটামিন-এ মিশ্রণের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের ভিটামিন-এ ঘাটতি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ''Fortification of Edible Oil in Bangladesh (Phase-II)''- প্রকল্পটি ১৭৫৭.৯২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জুলাই ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত মেয়াদকালে বাস্তবায়ন করা হবে।
- বিএবি'র আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির লক্ষ্যে এশিয়া প্যাসিফিক ল্যাবরেটরি এ্যাক্রেডিটেশন কো-অপারেশন (APLAC)/ ইন্টারন্যাশনাল ল্যাবরেটরি এ্যাক্রেডিটেশন কো-অপারেশন (ILAC) ও প্যাসিফিক এ্যাক্রেডিটেশন কো-অপারেশন (PAC)/ ইন্টারন্যাশনাল এ্যাক্রেডিটেশন ফোরাম (IAF) পূর্ণ সদস্যপদ অর্জন ও পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তি স্বাক্ষর এবং বিএবি'র কর্মকর্তাদের এ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক আন্তর্জাতিক মান এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান-এর উদ্দেশ্যে ''Strengthening of Bangladesh Accreditation Board (BAB)''-শীর্ষক প্রকল্পটি ১০৪২.৯৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জানুয়ারি ২০১৩ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত মেয়াদকালে বাস্তবায়ন করা হবে।
- ৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনপূর্বক ২ মেগাওয়াট নিজস্ব ব্যবহারের পর ৪ মেগাওয়াট জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা এবং র-সুগার হতে বার্ষিক ৪০ হাজার মে. টন হোয়াইট সুগার উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ''নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন''-শীর্ষক প্রকল্পটি ৭৩৪৬.৮১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত মেয়াদকালে বাস্তবায়ন করা হবে।

- 'প্রসেস লস' হ্রাসের লক্ষ্যে মাড়াই ও প্রসেস যন্ত্রপাতি আধুনিকায়নের মাধ্যমে বর্তমান মাড়াই ও উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ''ঠাকুরগাঁও চিনিকলে পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং বিট সুগার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন''-শীর্ষক প্রকল্পটি ১০১৫৩.৫৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত মেয়াদকালে বাস্তবায়ন করা হবে।
- ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিদ্যমান সার কারখানাসমূহে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদন এবং সরবরাহ কার্যক্রমের পাশাপাশি ৫.৮০ লক্ষ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নতুন শাহজালাল ফার্টিলাইজার সার কারখানা স্থাপনের কাজ চলছে। এছাড়াও চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স পুনঃচালুকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিস্থাপন কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।
- চামড়া শিল্প নগরী প্রকল্পটি বাস্তবায়ন এবং ঢাকা মহানগরী ও বুড়িগঙ্গা নদীর পরিবেশ দূষণ রোধে রাজধানীর হাজরীবাগসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ট্যানারি শিল্পসমূহকে সাভারে পরিবেশবান্ধব স্থানে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ প্রকল্পে সাভারে ২০৫ একর জমিতে উন্নত প্লট তৈরির মাধ্যমে একটি পরিবেশবান্ধব স্থানে ট্যানারি শিল্পসমূহ স্থানান্তরের লক্ষ্যে ১৫৫টি শিল্প ইউনিট/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এখানে একটি কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণের কাজ চলছে। মুন্সিগঞ্জে অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) নামে ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের লক্ষ্যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক স্থাপনের কাজ চলছে। উক্ত প্রকল্পটি মুন্সিগঞ্জ জেলাধীন গজারিয়া উপজেলায় ২০০ একর জমিতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ৪২ টি উন্নত প্লট তৈরির মাধ্যমে ৪২টি শিল্প-কারখানা স্থাপিত হবে এবং ২৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। গজ্জাচড়ায় বেনারশী পল্লী, কুমারখালিতে বিশেষ শিল্প এলাকা, গোপালগঞ্জ, কুমিল্লা, মিরসরাই, সিরাজগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, ভৈরব, পাবনা এবং বরগুনায় নতুন শিল্প নগরী স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মৌচাষের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য ''আধুনিক প্রযুক্তির মৌচাষ উন্নয়ন''-শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- জেলা শহরসমূহে বিএসটিআই'র কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে ৫টি জেলায় (ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, রংপুর এবং কক্সবাজার) বিএসটিআই'র অফিস স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ফরিদপুর ও রংপুরে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্পভুক্ত অন্যান্য জেলায় ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আর্থিক এবং ইউনিডো-এর কারিগরি সহযোগিতায় ''Better Work and Standards Programme (BEST)''-শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ Programme এর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের উৎপাদিত পণ্য, উপকরণ বা যন্ত্রপাতির গুণগতমান ও গ্রাহক সেবা আন্তর্জাতিক মানে উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি। এ প্রোগ্রামের আওতায় বাংলাদেশি পণ্যের আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিকল্পে National Quality Policy প্রণয়ন করা হবে। ইতোমধ্যে খসড়া National Quality Policy প্রণয়ন করা হয়েছে, যার বাংলা অনুবাদের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় BSTI'র National Metrology Laboratory (NML)' কে Equipped করা হচ্ছে এবং এসকল যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ফলে BSTI 'র সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ও আন্তর্জাতিক মান অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে।
- এ ছাড়াও বাংলাদেশ সরকার ও ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ''Integrated Support to poverty and Inequality Reduction through Enterprise Development (INSPIRED)'' শীর্ষক প্রকল্পটি

বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পটির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে- এসএমই'র উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূরীকরণ। সে লক্ষ্যে তিনটি কম্পোনেন্টের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কম্পোনেন্ট-১ এর আওতায় এসএমই সেল ও এসএমই ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৫টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কম্পোনেন্ট-২ এর আওতায় দেশে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ব্যবসায়িক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুদান প্রদানের জন্য প্রতিযোগিতামূলকভাবে ১১টি প্রতিষ্ঠানের ১৪টি প্রকল্প মনোনীত করা হয়েছে। কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, চামড়া, আসবাবপত্র ও বস্ত্রখাতের এসকল প্রতিষ্ঠানকে প্রায় ২১.৯৩ কোটি টাকা প্রথম কিস্তি হিসেবে ইতোমধ্যে ছাড় করা হয়েছে। কম্পোনেন্ট-৩ এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী [বিবিটিএ], বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট [বিআইবিএম] এ প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

- বিটাক কর্তৃক হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে জুন ২০১৪ পর্যন্ত সর্বমোট ১২১৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে এ পর্যন্ত ২৪৯৬ জন পুরুষ এবং ২৩২৮ জন মহিলাসহ সর্বমোট ৪৮২৪ জন বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত আছেন। আরও অতিরিক্ত ৫০৪০ জন যুবক-যুবতীর প্রশিক্ষণের সংস্থান রেখে প্রকল্পটির ২য় সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২০১৩-১৪ বছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা

সংস্থার নাম	ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের উদ্দেশ্য
বিসিআইসি	১	বিএমআরই অব কেপিএম লিঃ (১/০১/২০০৮-৩০/০৬/২০১৪)	১৮১৫৬.৯০	• কেপিএম এর প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ৩০,০০০ মে: টন এ পুন: উন্নীতকরণ। • উৎপাদিত কাগজের ব্রাইটনেস ৭৮ ISO থেকে বাড়িয়ে ৮৫ ISO তে উন্নীত করে কগজের গুনগতমান বৃদ্ধি করা।
বিসিক	২	শতরঞ্চি শিল্পের উন্নয়ন, নিশবেতগঞ্জ-রাঁধাকৃষ্ণপুর, রংপুর (০১/০৯/২০১০- ৩০/০৬/২০১৪)	৩৮৭.৩০	আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিশবেতগঞ্জ ও রাঁধাকৃষ্ণপুর, রংপুর-এ শতরঞ্চি শিল্পের দক্ষতা উন্নয়ন।
বিএসটিআই	৩	মর্ডানাইজেশন অব বিএসটিআই থ্রো প্রোকিউরমেন্ট অব সফিস্টিকেটেড ইকুইপমেন্ট এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অব ল্যাবরেটরিজ ফর এক্রিডিটেশন (১ম সংশোধিত (০১/০১/২০০৯-৩০/০৬/২০১৪)	২২২৫.০০	• Accreditation এর লক্ষ্যে ল্যাবরেটরি নির্মাণ ও Refurbish করা; • বাংলাদেশ হতে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের Accreditation নিশ্চিত করা।
	৪	Establishment of the Office for South Asian Regional Standards Organization (SARSO) in Bangladesh (সংশোধিত) (০১/০৭/২০১১- ৩/০৬/২০১৪)	২২০৭.৪৮	• **সার্ক দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্যের কারিগরি বাধা দূরীকরণ এবং এ অঞ্চলে পণ্য ও সেবার প্রবাহ বাড়ানোর লক্ষ্যে সার্ক দেশসমূহের** National Standards **এ** Harmonization **আনয়ন করা এবং সার্ক দেশসমূহের মধ্যে তথ্য ও** Expertise **আদান প্রদান করার লক্ষ্যে ঢাকায়** South Asian Regional Standards Organization (SARSO) **প্রতিষ্ঠা করা।**

১৬. মন্ত্রণালয়ের অডিট কার্যক্রম

অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য **(কোটি টাকায়)**

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম	২০১২-১৩ সালের আডিট আপত্তির জের		ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	২০১৩-১৪ সালে নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		২০১৩-১৪ সালের শেষে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		msL¨v	RwoZ UvKvi cwigvY		msL¨v	RwoZ UvKvi cwigvY	msL¨v	RwoZ UvKvi cwigvY
১	বিসিআইসি	১৮১৪	৪৩৩৫.৩৯	৩৯৯	৫০৩	৯২৯.২৭	১৭৫০	৬০৯২.৭৫
২	বিএসএফআইসি	১০৩৮	৫৭১.৬৮	০	৩০২	৮৯৫.৭৩	১০৭৯	১৭৮০.৮৩
৩	বিএসইসি	৮৬০	৯২০.৬৫	১৪৯	৮০	১৪১.২৬	৮৫৯	৮২২.৪২
৪	বিসিক	১৫০৬	৩৭৮.৫৬	১২৪	১০০	৪৭.৮২	১৫৬৩	৪৪১.৬৩
৫	বিএসটিআই	২৯৯	২৪.০৭	৭	১৬	০.৭২	২৯৪	২৯.১১
৬	বিটাক	১৬	১.৯২	২৯	১৪	০.৫৩	১৮	৪.৭৬
৭	বিআইএম	৭৯	২.৬	১৮	১৩	০.৬৯	৭৫	২.৭৫
৮	এনপিও	১৪	০.৯১	০	০	০	১৪	০.৯১
৯	বিএবি	০	০	৪	০	০	৪	০.৪৬
১০	ডিপিডিটি	১৩	১৬.৫৭	১৩	০	০	১৩	১৬.৫৭
১১	প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	০	০	০	০	০	০	০
	সর্বমোট	**৫৬৩৯**	**৬২৫২.৩৫**	**৭৪৩**	**১০২৮**	**২০১৬.০২**	**৫৬৬৯**	**৯১৯২.১৯**

১৭. মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কার্যক্রম

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শিল্প মন্ত্রণালয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তাঁর ৩৮তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৮ আগষ্ট, ২০১৩ তারিখে এক আলোচনা সভা, বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। উক্ত স্মরণ সভায় তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া প্রধান অতিথি এবং শিল্প প্রতিমন্ত্রী জনাব ওমর ফারুক চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। শিল্প সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব শামসুজ্জামান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৪ উদযাপন

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিসিআইসি মিলনায়তনে গত ২০ মার্চ ২০১৪ তারিখে "সুখী, সমদ্ধ, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বজনীন ব্যবহার" শীর্ষক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিল্প সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি এবং জনাব সুনীল কান্তি বোস, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৪ উদযাপন

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা/দপ্তর সমূহ :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি)

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)

বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেষ্টিং ইনষ্টিটিউশন (বিএসটিআই)

বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কর্পোরেশন/সংস্থাগুলির মধ্যে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন বাংলাদেশের পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশন গুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এ সংস্থার অধীনে ১৩টি কারখানা আছে। কারখানাগুলোর মধ্যে ৮টি সার কারখানা, ১টি কাগজ কারখানা, ১টি সিমেন্ট কারখানা, ১টি গ্লাসশীট কারখানা, ১টি হার্ডবোর্ড মিল ও ১টি ইন্স্যুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়্যার কারখানা রয়েছে। সার কারখানা গুলোতে ২০১৩-২০১৪ বছরে ৮,৩৮,৬২৮ মেঃ টন ইউরিয়া সার, ৮৬,৪৩২ মেঃ টন টিএসপি ও ৪৮,৩৩৪ মেঃ টন ডিএপি সার উৎপাদন হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সরকারি সিদ্ধান্তক্রমে গত ১৫-০৩-১৪ হতে সিইউএফএল, ১৭-০৩-১৪ হতে এএফসিসিএল, ১৬-০৩-১৪ হতে ইউএফএফএল ও পিইউএফএফএল সহ চারটি ইউরিয়া সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় ইউরিয়া সার উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। আলোচ্য অর্থ বছরে ১৩,০৯৯ মেঃ টন কাগজ, ৬৫,৪৩৫ মেঃ টন সিমেন্ট, ২০.১০ লক্ষ বর্গ মিটার গ্লাসশীট, ১,১২৬ মেঃ টন স্যানিটারীওয়্যার সামগ্রী ও ১,৪০৬ মেঃ টন ইন্স্যুলেটর এবং ৩৬৬ মেঃ টন রিফ্র্যাক্টরীজ উৎপাদিত হয়েছে। পে-অফ ও বন্ধ কারখানা পুনরায় চালুর কার্যক্রম চলছে। বিসিআইসি একটি আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন কারিগরিট্রেনিং ইনষ্টিটিউট পরিচালনা করছে। বিসিআইসি'র শাখা অফিস চট্টগ্রাম শহরের আগ্রাবাদে অবস্থিত। ইউরিয়া সার উৎপাদনের পাশাপাশি বিসিআইসি আলোচ্য অর্থ বছরে ১৭.৩১ লক্ষ মেঃ টন ইউরিয়া সার আমদানি করে এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ৪৮২ টি উপ-জেলায় প্রায় ৫৪৫৬ জন ডিলারের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সার বিতরণ করেছে।

পটভূমি, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম

১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির ২৭ নম্বর অধ্যাদেশের ১৯৭৬ সনের ২৫ নম্বর সংশোধনী বলে ৩টি কর্পোরেশন যথা বাংলাদেশ সার, রসায়ন ও ভেষজ শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কাগজ ও বোর্ড কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ ট্যানারীজ কর্পোরেশন একীভূত করে ১লা জুলাই, ১৯৭৬ইং তারিখে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। একজন চেয়ারম্যান ও পাঁচজন পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স এর মাধ্যমে সংস্থাটি পরিচালিত হয়। চেয়ারম্যান এবং বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স এর পরিচালকবৃন্দ সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত। সুষ্ঠু কার্য সম্পাদনকল্পে সংস্থার পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে চেয়ারম্যান সংস্থার পরিচালক মন্ডলী, সচিব, বিভাগীয় প্রধান ও কারখানা প্রধানদেরকে ক্ষমতা প্রদান করে থাকেন। কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত প্রতিটি কারখানার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত আলাদা এন্টারপ্রাইজ বোর্ড/কোম্পানি বোর্ড রয়েছে। কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান/একজন ডাইরেক্টর উক্ত এন্টারপ্রাইজ বোর্ড/কোম্পানি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। প্রতিটি এন্টারপ্রাইজ বোর্ডে শিল্প মন্ত্রনালয়ের একজন প্রতিনিধি বোর্ডের পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত আছেন। সংশ্লিষ্ট কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ নিজ নিজ এন্টারপ্রাইজ বোর্ডের দিক নির্দেশনা ও তদারকীর মাধ্যমে দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালনা করে থাকেন।

সংস্থার অধীনস্থ কারখানাসমূহ ও চট্টগ্রামস্থ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড তত্ত্বাবধান, পর্যালোচনা ও নিয়ন্ত্রন, সরকারি খাতে সার আমদানি ও কৃষি মন্ত্রনালয়ের বার্ষিক চাহিদার প্রেক্ষিতে সুষ্ঠুভাবে সার বিতরণ সংস্থার প্রধান কার্যালয় করে থাকে। অধীনস্থ কারখানাসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, আর্থ-কারিগরি সহায়তা প্রদান, শূন্য পদে লোক নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান, কারখানাসমূহের কমন আইটেম আমদানি, বিপনণ সহায়তা প্রদান, বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও কারিগরি পরামর্শ প্রদান ও সার ব্যতীত অন্যান্য পণ্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি কার্যক্রম সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের বিশেষায়িত বিভাগসমূহ করে থাকে। তা ছাড়াও সরকারি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, কারখানাসমূহের অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ অডিট পরিচালনা করে থাকে। দেশে কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে বিসিআইসি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থ-কারিগরি সহায়তায় ঘোড়াশাল সার কারখানার প্রাঙ্গনে ১৭.০৩ একর জমির উপর ১৯৮৯ সালে একটি আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন Training Institute for Chemical Industries স্থাপন করা হয়। এখানে প্রতি বছর দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী বিভিন্ন কোর্সে বিসিআইসি'র প্রতিষ্ঠান ছাড়াও দেশের সরকারি, আধা সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের শিক্ষানবিশ ও চাকুরিরত বিভিন্ন শ্রেণির কারিগরি কর্মকর্তাদের ও শ্রমিকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানোন্নয়নে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি কলেজ হতে পাশ করা দেশে ও বিদেশে চাকুরী প্রার্থী শিক্ষিত যুবক তাদের কারিগরি জ্ঞান আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন। প্রতি বছর স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী এবং মানোন্নয়ন কোর্সে প্রায় ৬০০/৭০০ জন প্রশিক্ষনার্থী প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন।

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রনাধীন বর্তমান চালু কারখনাসমূহ

ক্রমিক নং	কারখানার নাম	অবস্থান	স্থাপনা কাল	উৎপাদিত পণ্যের নাম	একক	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা
১।	চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিঃ	রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম।	১৯৮৭	ইউরিয়া	মেঃ টন	৫,৬১,০০০
২।	যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিঃ	তারাকান্দি, জামালপুর।	১৯৯১	ইউরিয়া	মেঃ টন	৫,৬১,০০০
৩।	আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লিঃ	আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	১৯৮১	ইউরিয়া	মেঃ টন	৫,২৮,০০০
৪।	ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টারি লিঃ	ঘোড়াশাল, নরসিংদী।	১৯৭০	ইউরিয়া	মেঃ টন	৪,৭০,০০০
৫।	ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টারি লিঃ	ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।	১৯৬০	ইউরিয়া	মেঃ টন	১,০৬,০০০
				এমো.সালফেট	মেঃ টন	১২,০০০
৬।	পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টারি লিঃ	পলাশ, নরসিংদী।	১৯৮৫	ইউরিয়া	মেঃ টন	৯৫,০০০
৭।	টিএসপি কমপেক্স লিঃ	নর্থ পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।	১৯৬৫	টিএসপি	মেঃ টন	১,০০,০০০
				এসএসপি	মেঃ টন	১,২০,০০০
৮।	ডিএপি ফার্টিলাইজার কোং লিঃ	রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম।	২০০৬	ডিএপি	মেঃ টন	৫,২৮,০০০
৯।	কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিঃ	চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।	১৯৪৮	পেপার	মেঃ টন	৩০,০০০
১০।	খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস লিঃ	শহর খালিশপুর, খুলনা।	১৯৬৫	হার্ডবোর্ড	লঃবঃফুঃ	৩০০
১১।	ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিঃ	ছাতক, সুনামগঞ্জ।	১৯৩৭	সিমেন্ট	মেঃ টন	১,৯০,০০০
১২।	উসমানিয়া গ্লাস শীট ফ্যাক্টরি লিঃ	কালুরঘাট শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম।	১৯৫৯	গ্লাসশীট	লঃবঃ মিঃ	১৮.৬৭
১৩।	বাংলাদেশ ইন্স্যুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়্যার ফ্যাক্টরি লিঃ	বক্সনগর, মিরপুর, ঢাকা।	১৯৮১	স্যানিটারীওয়্যার	মেঃ টন	৩৪০০
				ইন্স্যুলেটর	মেঃ টন	১৪০০

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বিসিআইসি'র আর্থিক কর্মকান্ড

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণী	২০১৩-২০১৪
১।	কারখানার সংখ্যা	১৩
২।	উৎপাদন	১৬৬৮.৪২
৩।	বিক্রয়	১৮২৩.৯৮
৪।	লাভ/(লোকসান)	(২৫৪.৮০)*
৫।	জাতীয় কোষাগারে অর্থ প্রদান	১০৬.৭২
৬।	ডিএসএল প্রদান	২৪৫.৯৯

* টিএসপি কমপ্লেক্স ও ডিএপিএফসিএল এর জুলাই,২০১৩ হতে মে,২০১৪ পর্যন্ত দাবীকৃত ট্রেড গ্যাপ বাবদ যথাক্রমে ১৩৬.৫৬ কোটি টাকা ও ১৮৪.৬২ কোটি টাকা সরকার হতে পাওয়ায় বছরান্তে তা হিসাবভূক্ত করা হলে সার্বিক লোকসান ২৫৪.৮০ কোটি টাকার স্থলে সার্বিকভাবে সংস্থা ৬৬.৩৮ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত সিএফআর এবং এফওবি মূল্যের ভিত্তিতে সংস্থা কর্তৃক কর্ণফূলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি (কাফকো) ও বহিঃর্বিশ্ব হতে আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে আমদানিকৃত ইউরিয়া সারের পরিমান এবং সরকার হতে প্রাপ্ত ট্রেড-গ্যাপের অর্থের পরিমান (সাময়িক) নিম্নে দেয়া হলঃ

আমদানিকৃত ইউরিয়া (মেঃ টন)	বৎসর	আমদানি বাবদ মোট ব্যয় (কোটি টাকা)	আমদানিকৃত সারের বিক্রয় মূল্য (কোটি টাকা)	ট্রেড-গ্যাপের পরিমাণ (কোটি টাকা)	সরকার হতে প্রাপ্ত ট্রেড-গ্যাপের পরিমান (কোটি টাকা)
১৫৬১৬৫৭.০৬	২০১৩-২০১৪ (এপ্রিল ১৪ পর্যন্ত)	৪৭৯৭.৯৩	২১৮৬.৩২	২৬১১.৬২	২৫৯৪.৭৭

উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

বিসিআইসি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে রসায়ন শিল্প খাতের উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের গৃহীত শিল্প নীতির আলোকে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই বিসিআইসি এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে এবং উত্তরোত্তর এগিয়ে যাচ্ছে। গৃহীত কর্মপরিকল্পনার মধ্যে বর্তমানে চালু প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মেরামত ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ এবং সরকারের সরকারি নীতি/দিকনির্দেশনা অনুযায়ী নতুন নতুন প্রকল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। অধিকন্তু বিগত সময়ে যে সমস্ত কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে বর্তমান সরকারের দিক নির্দেশনানুযায়ী সেগুলো পুনঃচালুকরণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বরাদ্দবিহীনভাবে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এডিপিতে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পগুলো হলোঃ (ক) ''সার সংরক্ষণ ও বিতরন সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় নতুন ১৩ টি বাফার গোডাউন নির্মাণ প্রকল্প'', (খ) বিএমআর অব খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস্ লিঃ, (গ) বাংলাদেশ ইনস্যুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়্যার ফ্যাক্টরি লিঃ (বিআইএসএফ) বিএমআরই প্রকল্প ।

বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্তির সুবিধার্থে বরাদ্দ ব্যতিরেকে প্রতিফলিত প্রকল্প তালিকাঃ (ক) নর্থ-ওয়েষ্ট ফার্টিলাইজার প্রকল্প (এনডব্লিউএফপি), (খ) ইউরিয়া সার কারখনা লিঃ (ইউএফএফএল) এবং (গ) পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা লিঃ (পিইউএফএফএল) এর খালি জায়গায় অত্যাধুনিক, শক্তি সাশ্রয়ী উচ্চতর উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপন প্রকল্প। তাছাড়াও

নতুন প্রকল্পের মধ্যে ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিঃ (সিসিসিএল) এর বিএমআরই প্রকল্প এবং Modernization and Strengthening of Training Institute for Chemical Industries (TICI) উল্লেখযোগ্য।

নতুন কারখানা স্থাপন

শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প (এসএফপি)

চীন সরকারের ঈড়হপবংংরড়হধষ খড়ধহ ১.৬০ নরষষরড়হ জগই ণঁধহ এর সমপরিমাণ-২৩৫ সরষষরড়হ টঝঃ, চীনা এক্সিম ব্যাংকের চৎবভবৎবহঃরধষ হুঁবঞ্চং ঈৎবফরঃ ৩২৫ সরষষরড়হ টঝঃ এবং এঙই ১৫১.৪২ কোটি টাকার সমপরিমাণ ২০.১৯ সরষষরড়হ টঝঃ সর্বমোট ৫৮০.১৯ সরষষরড়হ টঝঃ খঁসঢ় ঝঁস ঞঁৎহ কবু (খঝঞক) মূল্যসহ মোট ৫৪০৯৮৪.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ব্যয় সম্বলিত বার্ষিক ৫,৮০,৮০০ মেঃ টন গ্রানুলার ইউরিয়া সার উৎপাদন সম্পন্ন (এ্যামোনিয়া দৈনিক ১০০০ মেঃ টন এবং গ্রানুলার ইউরিয়া সার দৈনিক ১৭৬০ মেঃ টন) শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প (এসএফপি) বাস্তবায়নের জন্য গত ২১-০১-২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে প্রকল্প ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ২৪ মার্চ, ২০১২ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শাহজালাল সার কারখানার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি/ইকুইপম্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। জুন, ২০১৪ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৮৬.২১% ও প্রকল্পের শুরু থেকে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ৩,৯২৮.৩৯ কোটি টাকা (প্রকল্প সাহায্য ৩৫৭৬.৬০ কোটি টাকা ও জিওবি ৩৫১.৭৯ কোটি টাকা)। শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে কৃষি খাতে বার্ষিক ৫,৮০,৮০০ মেঃ টন গ্রানুলার ইউরিয়া সার সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে। সার আমদানি হ্রাস হওয়ার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। নতুন শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়াসহ জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

পে -অফকৃত বন্ধকারখানা পুনঃ চালুকরণ

বিসিআইসি'র অধীনস্থ যেসব কারখানা গত ২০০২ সালে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে ৩টি কারখানা পর্যায়ক্রমে পুনরায় চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সরকার কর্তৃক নির্দেশনা রয়েছে।

চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি) পুনঃচালুকরণ প্রকল্প

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের (বিসিআইসি) নিয়ন্ত্রনাধীন চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি) গত ২০০২ সালে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। ২০১০ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনার ভিত্তিতে কারখানাটি পুনঃচালুকরণের প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২৪-০২-২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বমোট ১১৪৮৮.০০ লক্ষ টাকায় চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লিঃ পুনঃচালুকরণের জন্য গ/ঝ. ডঁযধহ অহুধহম ঝপরবহপব ধহফ ঞবপযহড়ষড়মু ঈড়. খঃফ., ঈযরহধ এর সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। গত ০৪-১০-২০১৩ তারিখে চুক্তিটি কার্যকর হয়। সাধারণ ঠিকাদারের সাথে গত ২১-০৮-২০১৩ তারিখ হতে ২৫-০৮-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত কিক অফ মিটিং হয়। কিক অফ মিটিং এর সিদ্ধান্তক্রমে পরবর্তী বাস্তবায়ন কর্মসূচি শুরু হয়েছে। ৩০ জুন'১৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ২০% কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। কারখানাটি পুনঃচালুর বাস্তবায়নের কাজ ডিসেম্বর, ২০১৪ সালে সমাপ্ত হবে এবং জানুয়ারি, ২০১৫ সালে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়ার আশা করা যাচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে তরল/ফ্লেক্স কস্টিক সোডা দৈনিক ২০ মেঃ টন, লিকুইড ক্লোরিন দৈনিক ১৩.৫ মেঃ টন, হাইড্রো ক্লোরিক এসিড দৈনিক ৩০ মেঃ টন, ষ্টেবল ব্লিচিং পাউডার দৈনিক ১৫ মেঃ টন উৎপাদিত হবে। এ হিসেবে কারখানাটির মূল পণ্যের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা হবে ৬,৬০০ মেঃ টন কষ্টিক সোডা। পূর্ণমাত্রায় বাণিজ্যিক উৎপাদনে গেলে কারখানাটির বার্ষিক প্রায় ১০ (দশ) কোটি টাকা লাভ হবে এবং ট্যাক্স-ভ্যাটের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাবে।

চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি) লিঃ

<u>সেবামূলক কার্যক্রম</u>

বিসিআইসি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণের সাথে সাথে সেবামূলক কার্যক্রমও চালিয়ে যাচ্ছে। বিসিআইসি'র আওতাধীন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণে ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনশক্তির নৈতিকতার উৎকর্ষ সাধনের জন্য জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের উপর সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে বিসিআইসি পে-রোলে কর্মরত কর্মচারীগণের জন্য কল্যাণমূলক সুবিধাদি সম্প্রসারণ করেছে। বিসিআইসিতে কর্মরত কর্মচারীগণের সন্তান ও নির্ভরশীলদের শিক্ষা সুবিধা প্রদানের জন্য ঢাকা পৌর

এলাকা এবং নিয়ন্ত্রনাধীন কারখানাসমূহে ৬ টি কলেজ ও ১০টি স্কুল পরিচালনা করছে। প্রত্যেক বছরই এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী জাতীয় পরীক্ষাসমূহে অংশগ্রহণ করছে এবং উত্তরোত্তর ভাল ফলাফল করে আসছে।

প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম (২০১৩-২০১৪)

	কর্মকর্তা	কর্মচারী/শ্রমিক	মোট
স্থানীয় প্রশিক্ষণ	৬০০ জন	১৪৬ জন	৭৪৬ জন
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	১০ জন	-	১০ জন

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন বিদ্যমান ৬টি ইউরিয়া সার কারখানায় উৎপাদিত ইউরিয়া সার দিয়ে দেশের মোট চাহিদার একটি বড় অংশ পূরণ করা সম্ভব হয়। ইউরিয়া সারের জাতীয় চাহিদা যা কৃষি মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করে তা বৃদ্ধি পাওয়ায় চাহিদা মোকাবেলার জন্য দেশে উৎপাদন যথেষ্ট না হওয়ায় আমদানির মাধ্যমে চাহিদা মোকাবেলা করা হয়। ইউরিয়া সার উৎপাদন, আমদানি ও বিতরণ কার্যক্রম বিসিআইসি ১৯৯৬-৯৭ সাল থেকে আস্থার সাথে এককভাবে পালন করছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিসিআইসি'র ৬টি ইউরিয়া সার কারখানা ও ২৪টি বাফার গুদাম থেকে ৫৪৫৬ জন সার ডিলারের মাধ্যমে ২৪.৬১ লক্ষ মেঃ টন ইউরিয়া সার সারা দেশের কৃষক পর্যায়ে সুষ্ঠভাবে বিতরণ নিশ্চিত করা হয়েছে। সার বিতরণের দায়িত্ব বিসিআইসি'র উপর ন্যস্ত হওয়ার পর থেকে এ যাবৎ বিসিআইসি'র কার্যক্রম সকল মহলেই প্রসংশিত হচ্ছে।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সুষ্ঠুভাবে ইউরিয়া সার বিতরণে উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

- বছরের শুরুতে সন্তোষজনক মজুদ নিয়ে কার্যক্রম শুরু করা।
- অর্থবছর শুরুর তিন মাস পূর্বে বহির্বিশ্ব থেকে সার আমদানির টেন্ডার কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- চট্রগ্রাম বন্দরের পাশাপাশি মংলা বন্দর দিয়ে সার আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে উত্তর এবং দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমুহে দ্রুত সার সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে।
- চাহিদার বিপরীতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ইউরিয়া সারের নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ অব্যাহত রাখার স্বার্থে বেসরকারি সরবরাহকারীগণের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় কাতার, সংযুক্ত আরব-আমীরাত ও সৌদিআরব থেকে আমদানির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বিসিআইসি কর্তৃপক্ষ সার উৎপাদন, আমদানি, পরিবহণ ও বিতরণের ক্ষেত্রে জেলা/ উপজেলা প্রশাসনের সাথে নিবিড় মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

সার উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রনাধীন ৬টি ইউরিয়া সার কারখানায় ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ১০,১২,৫০০ মেঃ টন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৮,৩৮,৬২৮ মেঃ টন ইউরিয়া সার উৎপাদিত হয়েছে। সংস্থাধীন ৪টি সারকারখানা যথাঃ সিইউএফএল, ইউএফএফএল, পিইউএফএফএল ও এএফসিসিএল এ দীর্ঘদিন গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় উৎপাদন ঘাটতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আলোচ্য অর্থ বছরের শুরুতে ৬.৭৩ লক্ষ মেঃ টন প্রারম্ভিক মজুদ এবং সংস্থার ৬টি ইউরিয়া সার কারখানায় উৎপাদিত ৮,৩৮,৬২৮ মেঃ টন, কাফকো থেকে ৩,৫১,৪৯২ মেঃ টন ও বহির্বিশ্ব থেকে ১৩,৭৯,৪৮৩ মেঃ টন আমদানিকৃত ইউরিয়া সার সহ মোট ৩২,৪২,৬০৩ মেঃ টন ইউরিয়া সারের বিপরীতে মোট ২৪,৬১,৬৮১ মেঃ টন ইউরিয়া সার বিতরণ করা হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত চাহিদার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মাসের জেলা ও উপজেলাওয়ারী বরাদ্দপত্র বিসিআইসি কর্তৃক পূর্ববর্তী মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে জেলা প্রশাসকদের বরাবরে প্রেরণ করে, যাতে বরাদ্দকৃত ইউরিয়া সার মাসের শুরু থেকে সার সরবরাহ

দেয়া সম্ভব হয়। জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলার বরাদ্দকৃত সার দ্রুত উত্তোলনের জন্য ডিলারদেরকে উপ-বরাদ্দ প্রদান করে। পরবর্তীতে ডিলারগণ তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কারখানা/বাফার গুদাম থেকে সার উত্তোলন ও পরিবহন করে উপজেলা/ইউনিয়নে সার পৌঁছানোর পর জেলা/উপজেলা প্রশাসনকে উত্তোলিত সারের আগমনী বার্তা সংশ্লিষ্ট ডিলারকে দাখিল করার বিধান রয়েছে। জেলা এবং উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি এবং স্থানীয় প্রশাসন সার বিতরণ কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারকি করেন।

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ৬টি ইউরিয়া সার কারখানা এবং দেশের উত্তরাঞ্চলে ১৪টি, দক্ষিনাঞ্চলে ৮টি এবং দেশের মধ্যাঞ্চলে ২টি মোট ২৪টি বাফার গুদাম থেকে ডিলারদের অনুকুলে বরাদ্দকৃত সার সরবরাহ করা হয়। ৬৪টি জেলাকে ৬টি ইউরিয়া সার কারখানার মধ্যে কমান্ডভুক্ত করে কমান্ডাধীন জেলায় সার কারখানা ও বাফার গুদাম থেকে সরবরাহ করা হয়। বিসিআইসি দেশব্যাপী ইউরিয়া সার বিতরণের সার্বিক দায়িত্ব পালন করে।

কাগজ উৎপাদন ও বিপণন

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিঃ এ ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ২২,০০০ মেঃ টন উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বিভিন্ন গ্রেডের ১৩,০৯৯ মেঃ টন কাগজ উৎপাদিত হয়েছে। কর্ণফুলী পেপার মিলের উৎপাদিত কাগজ নিয়োজিত ২০৪৬ জন ডিলারের মাধ্যমে মাসিক বরাদ্দের ভিত্তিতে বিপণন করা হয়। তাছাড়া সরকারি পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস (বিএসও), নির্বাচন কমিশন (ইসি), সকল শিক্ষা বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান কেপিএম লিঃ থেকে সরাসরি কাগজ ক্রয় করে।

সিমেন্ট উৎপাদন ও বিপণন

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিঃ এ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ১,০০,০০০ মেঃ টন উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৬৫,৪৩৫ মেঃ টন সিমেন্ট উৎপাদিত হয়েছে। ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর উৎপাদিত পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট, প্রতিরক্ষা বাহিনী সরাসরি নির্ধারিত দরে বিসিআইসি'র অনুমতিক্রমে কারখানা থেকে ক্রয় করে। এছাড়াও নিয়োজিত ৩৭ জন ডিস্ট্রিবিউটর ও ৪০০ জন ডিলারের মাধ্যমে উৎপাদিত ডায়মন্ড ব্যান্ড পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট কারখানা-নির্ধারিত দরে বিক্রয়/বিতরণ করা হয়।

উৎপাদনের সংক্ষিপ্ত সার (২০১৩-২০১৪)

পণ্যের নাম	একক	(২০১৩-২০১৪)	
		বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন
ইউরিয়া	মেঃ টন	১০,১২,৫০০	৮,৩৮,৬২৮
টিএসপি	মেঃ টন	১,০০,০০০	৮৬,৪৩২
ডিএপি	মেঃ টন	৬০,০০০	৪৮,৩৩৪
কাগজ	মেঃ টন	২২,০০০	১৩,০৯৯
সিমেন্ট	মেঃ টন	১,০০,০০০	৬৫,৪৩৫
হার্ডবোর্ড	লক্ষ বর্গফুট	১০০	১৯.৯৫
গ্লাসশীট	লক্ষ বর্গমিটার	২১.১৯	২০.১০
স্যানিটারীওয়ার	মেঃ টন	২,১০০	১,১২৬
ইন্স্যুলেটর	মেঃ টন	১,২০০	১,৪০৬
রিফ্র্যাক্টরীজ	মেঃ টন	৫০০	৩৬৬

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি)

১৯৭২ সনে রাষ্ট্রপতির ২৭ নম্বর আদেশ বলে গঠিত বাংলাদেশ সুগার মিল্‌স কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ ফুড অ্যান্ড এ্যালাইড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন একীভূত করে সরকারি আদেশে ১ জুলাই ১৯৭৬ সনে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation, BSFIC) গঠন করা হয়। সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ১ জন চেয়ারম্যান এবং ৫ জন পরিচালকের সমন্বয়ে পরিচালক পর্ষদের নিয়ন্ত্রণে কর্পোরেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমানে বিএসএফআইসি'র নিয়ন্ত্রণে ১৫টি চিনিকল ও ১টি সহায়ক ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাসহ মোট ১৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড চিনিকলের সাথে একটি ডিস্টিলারি ইউনিট রয়েছে। বর্তমানে কর্পোরেশনের সদর দপ্তরে ৩০৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুমোদিত ১৭২৬৩ পদের বিপরীতে মোট ১৬০২৪ জন কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

উদ্দেশ্য

নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন গঠিত হয় :

- মিলজোনে উন্নত জাতের ইক্ষুচাষ সম্প্রসারণ করা ,
- স্থাপিত ক্ষমতার সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা ,
- সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের মাধ্যমে চিনির বাজার দর স্থিতিশীল রাখা ,
- পর্যায়ক্রমে মিলসমূহের বিএমআরই/বিএমআর ও সুগার রিফাইনারী স্থাপনের মাধ্যমে চিনিতে দেশকে স্বনির্ভর করা, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা ইত্যাদি।

উৎপাদন ক্ষমতা

- ১৫টি চিনিকলের দৈনিক আখ মাড়াই ক্ষমতা ২১,০৪৪ মে: টন। বছরে ১২৫ আখ মাড়াই দিবসে প্রায় ২৬.০০ লক্ষ মেঃ টন আখ প্রয়োজন হয়। উক্ত পরিমাণ আখ হতে ৮% চিনি আহরণ হারে চিনিকলসমূহের বার্ষিক চিনি উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২.১০ লক্ষ মেঃ টন।
- রেনউইক অ্যান্ড যজ্ঞেশ্বর ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১১৪১ মে.টন কাস্টিং ও মেশিনিং।
- কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড চিনিকলে অবস্থিত ডিস্টিলারি ইউনিটের বার্ষিক স্পিরিট ও এলকোহল উৎপাদন ক্ষমতা ১৩৫.০০ লক্ষ প্রুফ লিটার।

২০১৩-২০১৪ সনের কর্মকান্ড

- ২০১৩-২০১৪ মাড়াই মৌসুমে ১৫টি চিনিকলে ১৮,৬০,০০০ মে.টন ইক্ষু মাড়াই করে গড়ে ৭.৪৩% চিনি আহরণ হারে ১৩৮১৫০ মে.টন চিনি উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৮,১৮,৮৬২ মে.টন ইক্ষু মাড়াই করে ৭.০৬% চিনি আহরণ হারে ১২৮২৬৮.০০ মে.টন চিনি উৎপাদিত হয়েছে এবং ৭০০৮১.০০ মে.টন মোলাসেস উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৬৮৮৩৯.০০ মে.টন মোলাসেস উৎপাদিত হয়েছে।

- কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেডের ডিস্টিলারীতে ৫১.০০ লক্ষ প্রুফ লিটার স্পিরিট ও এলকোহল উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪৬.৮৬ লক্ষ প্রুফ লিটার স্পিরিট ও এলকোহল এবং ফরেন লিকার ৯.১১ লক্ষ প্রুফ লিটার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯.১১ লক্ষ প্রুফ লিটার উৎপাদিত হয়েছে।
- রেণউইক, যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং (বিডি) লিমিটেডে ১৩০০ মে.টন ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০৪৩.০১ মে.টন উৎপাদিত হয়েছে।

উন্নয়ণমূলক কর্মকান্ড

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন কর্তৃক দু'টি চলমান প্রকল্প এবং নতুন অনুমোদিত দু'টি প্রকল্পসহ মোট চারটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। প্রকল্পসমূহের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৬৫১৯.৯৯ লক্ষ টাকা। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এডিপিতে ১৭৩৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ১৭৩৪.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত ও ব্যয় হয় যা বরাদ্দের ৯৯.৮৮%। প্রকল্পসমূহের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়ন মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৩-২০১৪ এডিপি			
			বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	অগ্রগতি(%)
১।	বিভিন্ন চিনিকলের পাওয়ার টারবাইন, ডিজেল জেনারেটর এবং বয়লার প্রতিস্থাপন বাস্তবায়ন মেয়াদ : আরম্ভ : ০১-০৭-২০১০ সমাপ্ত : ৩০-০৬-২০১৫	৪৩৬২.১৭	৭১৪.০০	৭১৪.০০	৭১৪.০০	১০০%
২।	বিএমআর অব কেরু এ্যান্ড কোং (বিডি) লিমিটেড বাস্তবায়ন মেয়াদ : আরম্ভ : ০১-০৭-২০১২ সমাপ্ত : ৩০-০৬-২০১৫	৪৬৫৭.৪৭	৭০০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	১০০%
৩।	ঠাকুরগাও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং বিট সুগার উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতি সংযোজন বাস্তবায়ন মেয়াদ : আরম্ভ : ০১-০৭-২০১৩ সমাপ্ত : ৩০-০৬-২০১৬	১০১৫৩.৫৪	৩২০.০০	৩২০.০০	৩২০.০০	১০০%
৪।	নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সুগার রিফাইনারি স্থাপন বাস্তবায়ন মেয়াদ : আরম্ভ : ফেব্রুয়ারি-২০১৪ সমাপ্ত : ডিসেম্বর-২০১৬	৭৩৪৬.৮১	*২.০০	একনেক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপির প্রশাসনিক অনুমোদন ও প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের পর সময় না থাকায় অর্থ অবমুক্ত ও ব্যয় করা সম্ভব হয় নাই।		
সর্বমোট:		**২৬৫১৯.৯৯**	**১৭৩৬.০০**	**১৭৩৪.০০**	**১৭৩৪.০০**	**৯৯.৮৮%**

সেবামূলক কার্যক্রম

- ২০১৩-২০১৪ রোপণ মৌসুমে ইক্ষু আবাদের জন্য ইক্ষু চাষিদের মধ্যে প্রায় ৭৫ কোটি টাকা বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ এবং নগদ ঋণ হিসাবে বিতরণ করা হয়।
- ২০১৩-২০১৪ মাড়াই মৌসুমে আখ উৎপাদনের জন্য আখচাষিদের মাঝে ঋণ বাবদ ৮৫.৬৯ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছিল, যা মিলে আখ সরবরাহের মাধ্যমে ৯৯.৯৪% আদায় করা হয়েছে।
- ২০১৩-২০১৪ মাড়াই মৌসুমে ইক্ষু মূল্য বাবদ প্রায় ৩৮০.৫৪ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়। প্রাপ্ত টাকা নিভৃত পল্লী এলাকার চাষিদের নগদ প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হয়।
- ইক্ষু রোপণ, পরিচর্যা, কর্তন ও পরিবহন খাতে ২০(বিশ) লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

- সুগার সেস ফান্ডের মাধ্যমে বছরে প্রায় ৫.০০ কোটি টাকার পল্লী সড়ক, ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ এবং মেরামত করা হয়। এ ছাড়া, শিক্ষা সেস ফান্ডের মাধ্যমে আখচাষিদের দরিদ্র ও মেধাবী সন্তানদের বছরে প্রায় ৩.০০ কোটি টাকার বৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে।
- ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে (মে,২০১৪ পর্যন্ত) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন দেশের রাষ্ট্রীয় কোষাগারে কর ও শুল্ক, লভ্যাংশ, আয়কর ইত্যাদি বাবদ ৬৯.০৭ কোটি টাকা জমা প্রদান করেছে।

প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে কর্পোরেশনের সদর দপ্তর ও অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কর্পোরেশনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অব্যাহত থাকে। আলোচ্য সময়ে মোট ৫৩৫ (পাঁচশত পঁয়ত্রিশ) জন কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বিভিন্ন চিনিকলের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে, দেশের বিভিন্ন খ্যাতনামা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যার পরিসংখ্যান নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ

(ক) চিনিকলের ট্রেনিং কমপ্লেক্স ও সদর দপ্তরে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ - ৪১৬ জন
(খ) দেশের বিভিন্ন খ্যাতনামা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ - ১০৭ জন

(২) বিদেশে প্রশিক্ষণ : - ১২ জন

সর্বমোট- **৫৩৫ জন**

ইলেক্ট্রনিক পুর্জি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

২০১০-২০১১ আখ মাড়াই মৌসুম হতে সকল চিনিকলের আখচাষিকে মিল হতে পুর্জি ইস্যু হওয়ার সাথে সাথে এ সংক্রান্ত বার্তা তার নিজস্ব বা অনুরোধযোগ্য মোবাইল ফোনে এসএমএস করে প্রেরণ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২০১১-২০১২ আখ মাড়াই মৌসুম হতে মিল থেকে পুর্জি এসএমএস প্রাপ্তির পর আখচাষিগণ নিকটস্থ ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র বা ইন্টারনেট সুবিধা সংবলিত কম্পিউটার থেকে অন লাইনে পুর্জি সংগ্রহ করতে পারছেন। মিলগুলোতে ই- পুর্জি কার্যক্রম চালু হওয়ায় আখ ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে।

ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম

- বিএসএফআইসির ওয়েবসাইট (www.bsfic.gov.bd.) নিয়মিত হালনাগাদ ও মনিটরিং করা হচ্ছে। এটি ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় রুপান্তরের কাজ চলছে। ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় সেবামূলক বিষয়বস্তু প্রদান করা হচ্ছে।
- বিএসএফআইসির সদর দপ্তরে DOS ভিত্তিক Foxpro programming এর মাধ্যমে একাউন্টিং, পে-রোল, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং সুগার ডিলারস ডাটা-বেইজ চলমান আছে। এগুলোর আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলছে। এরই ধারাবাহিকতায় আউট সোর্সিং সফটওয়্যার ফার্মের মাধ্যমে Integrated Accounting Software Package (Tally) ক্রয় করা হয়েছে। বর্ণিত সফটওয়্যার প্যাকেজে একাউন্টিং , প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং সুগার ডিলারস ডাটাবেইজে ডাটা এন্ট্রির কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে পে-রোল ডাটা এন্ট্রির কাজ চলছে।
- বিএসএফআইসি'র আওতাধীন কেরু এ্যান্ড কোম্পানির উৎপাদিত পণ্যের বিশেষ করে ফরেন লিকারের বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সংগে সার্বক্ষণিক অনলাইন যোগাযোগ রক্ষার্থে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় সেবামূলক বিষয়বস্তু তৈরি করা হয়েছে ।
- বিএসএফআইসির সদর দপ্তরে Local Area Network স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় Optical Fiber Backbone সংবলিত উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন Broad Band Internet সংযোগ চালূ করা হয়েছে। এতে প্রাথমিক

পর্যায়ে ২৪টি কম্পিউটারে সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট চালু করা হয়েছে। ল্যান এর আওতায় যাবতীয় সুযোগ সুবিধা থাকায় কাজের গতিশীলতা বহুলাংশে বেড়ে গেছে।

- সংস্থার অধীনস্থ কয়েকটি মিল/প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে প্রধান কার্যালয় হতে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কারিগরি ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সংস্থার অধীনস্থ রাজশাহী চিনিকল ও জয়পুরহাট চিনিকল ব্যবস্থাপনা পরিচালকদ্বয়ের সাথে সংস্থার চেয়ারম্যান ও পরিচালকবৃন্দ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে, নাটোর চিনিকল, ঠাকুরগাঁও চিনিকল ও কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লিঃ এর জেলা সদরে নেটওয়ার্ক ব্যাকবোন থাকায় উক্ত মিলগুলিতে নেটওয়ার্ক ব্যাকবোন স্থাপনের চেষ্টা চলছে। ১/২ মাসের মধ্যে নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন কাজ হলে সংস্থার সদর দপ্তর হতে মিলগুলোতে ভিডিও কনফারেন্সিং করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য ভিডিও কনফারেন্স করার জন্য ইন্টারনেট সুবিধা না থাকায় অবশিষ্ট ১০টি মিলের সাথে ভিডিও কনফারেন্স করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে উল্লিখিত ৫টি মিলে ইন্টারনেট সুবিধার মাধ্যমে অবশিষ্ট ১০টি মিলের সাথে ভিডিও কনফারেন্স করা সম্ভব হবে।
- বিএসএফআইস্থির ওয়েবসাইটে বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের ছবিসহ সকল বিভাগীয় প্রধানগণের দাপ্তরিক ই-মেইল অ্যাড্রেস খোলা হয়েছে এবং বিভিন্ন ধরণের চিঠিপত্র, প্রতিবেদন ই-মেইলের মাধ্যমে বিএসএফআইসির আওতাধীন ১৭টি প্রতিষ্ঠানে আদান প্রদান করা হচ্ছে।

সম্পদ পরিস্থিতি

- সংস্থার মিলগুলোর চলতি মূলধনের ঘাটতি রয়েছে। তবে বিপুল অংকের স্থায়ী সম্পদ বিদ্যমান রয়েছে। যদিও ঐ সম্পদের বুক ভ্যালু নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র ১৯০৬১.১৯ একর জমির বুক ভ্যালু ১২০০.২৭ লক্ষ টাকা থাকলেও বর্তমান বাজার দরে তার মূল্য ১০৯২১০৪.৪৭ লক্ষ টাকা। নিম্নে মিলওয়ারী জমির বিবরণ উপস্থাপন করা হলো।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মিলের নাম	জমি ক্রয়ের বছর	জমির পরিমাণ (একর)	বুকভ্যালু (লক্ষ টাকায়)	বর্তমান বাজার মূল্য(লক্ষ টাকায়)
১	পঞ্চগড় চিনিকল লি.	১৯৬৫	২২৭.৩০	৪১.৮৫	৪৪৮৭.৪০
২	ঠাকুরগাঁও চিনিকল লি.	১৯৫৬	২৮৮৭.০২	২৫.৮৪	৬৫৮৫৮.৮০
৩	সেতাবগঞ্জ চিনিকল লি.	১৯৩৩	৩৮৬০.৫০	৮.৭৬	৭৪৭৫৭.৯৪
৪	রংপুর চিনিকল লি.	১৯৫৭	১৯২৫.৩৫	১৫.৭১	৯৭১৩১.৬৫
৫	শ্যামপুর চিনিকল লি.	১৯৬৫	১১১.৪৫	৩৬৪.১৯	১১২৮১.০০
৬	জয়পুরহাট চিনিকল লি.	১৯৬০	২১৭.২২	২৫.৪৭	৭৫৩৬৭.০০
৭	রাজশাহী চিনিকল লি.	১৯৬২	২২৯.৫৮	৩০.৫৫	৪৮২২৪.০০
৮	নাটোর চিনিকল লি.	১৯৮২	৯৭.৭১	১৯.৮১	৮০৪৬.২০
৯	নর্থবেংগল চিনিকল লি.	১৯৩০	৪৯৬২.৯৪	১৪.৬১	৩৬৫৯৬১.০৮
১০	পাবনা চিনিকল লি.	১৯৯২	৬০.০০	১৫৮.২৫	১২০০০.০০
১১	কুষ্টিয়া চিনিকল লি.	১৯৬১	২২০.০৫	১৮.৯৫	২৪০৬৬.০০
১২	কেরু এ্যান্ড কোং (বিডি) লি.	১৯৩৮	৩৫৩৫.৫৬	৬.৮৪	৯৮৬১৩.০০
১৩	মোবারকগঞ্জ চিনিকল লি.	১৯৬৫	২০৭.৭২	১৯.৯৭	৭৭৩৩১.০০
১৪	ফরিদপুর চিনিকল লি.	১৯৬৮	১২৯.৯৪	২৯.৯১	৭২০০০.০০
১৫	জিল বাংলা চিনিকল লি.	১৯৫৭	৩৫১.৪৮	১৪১.০৮	১৯৬১২.৭০
১৬	রেণউইক যজ্ঞেশ্বর এন্ড কোং	১৮৮১	৩৭.৩৭	২৭৮.৪৮	৩৭৩৬৬.৭০
	মোট :		**১৯০৬১.১৯**	**১২০০.২৭**	**১০৯২১০৪.৪৭**

বাণিজ্যিক খামার

- বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ৫টি সুগার মিলে বাণিজ্যিক খামার রয়েছে।
- ৫টি সুগার মিলের বাণিজ্যিক খামারের মোট জমির পরিমাণ ১৫,৭৯২ একর।
- বর্ণিত খামারে মোট ইক্ষুর আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ১২,০১৩ একর।
- ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ১,৭১৮ একর জমিতে লীজে আখের চাষ করা হয়েছে।

মিলওয়ারী বাণিজ্যিক খামারের বিবরণ নিম্নরূপ

ক্রমিক নং	মিলের নাম	জমির পরিমাণ (একর)	আখ আবাদযোগ্য জমি (একর)	২০১৩-২০১৪ মৌসুমে আখ আবাদ (একর)		
				নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়	লীজে	মোট
১	ঠাকুরগাঁও	২৪৯৭.০০	১৮০২.০০	৪৮০.০০	৫৭০.০০	১০৫০.০০
২	সেতাবগঞ্জ	৩৭০৩.০০	২৪৭৩.০০	৬২২.৮৪	৬০৩.০০	১২২৫.৮৪
৩	রংপুর	১৮৩২.০০	১৪৬০.০০	০.০০	৫১৭.০০	৫১৭.০০
৪	নর্থবেঙ্গল	৪৭০৫.০০	৩৯৩৮.০০	২১৩৫.০০	০.০০	২১৩৫.০০
৫	কেরু	৩০৫৫.০০	২৩৪০.০০	১১৭৭.০০	২৮.১৫	১২০৫.১৫
	মোট:	**১৫,৭৯২.০০**	১২০১৩.০০	৪৪১৪.৮৪	১৭১৮.০০	৬১৩২.৯৯

দেশে চিনির চাহিদা ও উৎপাদন ক্ষমতা

(ক) চিনির বাৎসরিক চাহিদা (আনুমানিক) : ১৪.০০ লক্ষ মে.টন
(খ) চিনিকলসমূহের বার্ষিক চিনি উৎপাদন ক্ষমতা : ২,১০,৪৪০ মে.টন

২০১৩-২০১৪ মাড়াই মৌসুমে ইক্ষু চাষ,মাড়াই ও চিনি উৎপাদন পরিস্থিতি

বিবরণ	২০১৩-২০১৪ মৌসুম	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
ইক্ষু আবাদ (একর)	২,০৬,৫০০	১,৫৪,৯৫০
আখ মাড়াই(মে.টন)	১৮,৬০,০০০	১৮,১৮,৮৫৭
চিনি উৎপাদন (মে. টন)	১,৩৮,১৫০	১,২৮,২৬৮ .২০
রিকভারী%	৭.৪৩	৭.০৬
মোলাসেস(মে.টন)	৭০,০৮১	৬৮,৮৩৯
স্পিরিট ও এ্যালকোহল উৎপাদন (প্রুফ লিটার)	৫১,০০,০০০	৪৬,৮৬,০০০
ফরেন লিকার উৎপাদন(প্রুফ লিটার)	৯,১১,০০০	৯,১১,০০০

কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর উৎপাদিত ডিস্টিলারী পণ্য

কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেডের ডিস্টিলারীতে বিভিন্ন ব্রান্ড ও সাইজের ৯ (নয়) প্রকার ফরেন লিকার এবং ৩ (তিন) প্রকার স্পিরিট উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত পণ্য কেরুর বিভিন্ন বিক্রয় কেন্দ্র এবং ওয়ার হাউজের মাধ্যমে কর্পোরেশন বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত দরে সরকারের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে তাদের ইস্যুকৃত লাইসেন্সিদের অনুকূলে বিক্রয় করা হয়ে থাকে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের (মে,২০১৪ পর্যন্ত) কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড ২৩.২৭ কোটি টাকা সম্ভাব্য মুনাফা অর্জন করেছে এবং মাদকদ্রব্য শুল্ক বাবদ ৫৭.৮৪ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছে।

(ক) উৎপাদিত পণ্য

উৎপাদিত পণ্য	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের	বাৎসরিক চাহিদা

		উৎপাদন (লক্ষ প্রুফ লিটার)	(লক্ষ প্রুফ লিটার)
	১। দেশি মদ	৩৫.৩৫	৪০.০০-৪৫.০০
	২। রেকটিফাইড স্পিরিট	৭.৭৯	১২.০০-১৫.০০
	৩। ডিনেচার্ড স্পিরিট	৩.২৮	১০.০০-১৫.০০
	৪। ই এন এ	০.৪৪	১.০০-১.০০
	মোট=	৪৬.৮৬	৬৩.০০-৭৬.০০

কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড দর্শনা চুয়াডাঙ্গা প্রেসমাড থেকে জৈবসার প্রস্তুতকরণ প্রকল্প পরিদর্শন

উৎপাদিত ফরেন লিকার

প্রধান কাঁচামাল : ডিস্টিলারীতে উৎপাদিত রেকটিফাইড স্পিরিট, ইএনএ ও কান্ট্রি স্পিরিট
উৎপাদন ক্ষমতা : ৭.০০ লক্ষ প্রুফ লিটার।

ব্রান্ড এর নাম

জিআরজিন	জরিনা ভদকা
মলটেড হুইস্কি	রোজা রাম
ফাইন ব্রান্ডি	ওল্ড রাম
ইমপেরিয়াল হুইস্কি	চেরী ব্রান্ডি
	অরেঞ্জ ক্রারাক্যাও

জনবল

কর্পোরেশনের সদর দপ্তর ও তার অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের জনবলের বিবরণ:

শ্রেণি	অনুমোদিত পদ	কর্মরত জনবল	শূন্যপদ	মন্তব্য
প্রথম	৮২৬	৬৬৬	১৬০	
দ্বিতীয়	২১০	১৮৮	২২	
তৃতীয়	৫৯৭৬	৫৫১৬	৪৬০	

চতুর্থ (শ্রমিকসহ)	১০২৫১	৯৬৫৪	৫৯৭	
মোট=	১৭২৬৩	১৬০২৪	১২৩৯	

আর্থিক ব্যবস্থাপনা (লাভ ও লোকসান)

- ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে (মে,২০১৪ পর্যন্ত) কর্পোরেশনের আওতাধীন কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড এবং রেণউইক, যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং(বিডি) লিঃ যথাক্রমে ২৩.২৭ কোটি ও ০.৯৯ কোটি টাকা সম্ভাব্য মুনাফা অর্জন করেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান দুটি ঐ সময়ে যথাক্রমে ৫৭.৮৪ কোটি ও ০.১৫ কোটি টাকা রাজস্ব প্রদান করেছে। বিএসএফআইসি'র ১৫টি চিনিকলে চিনি উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা সরকার কর্তৃক চিনির বিক্রয় মূল্য কম নির্ধারিত থাকায় ২০১৩-২০১৪ মাড়াই মৌসুমে লোকসান অব্যাহত আছে।

- ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে (মে,২০১৪ পর্যন্ত) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ৬৯.০৭ কোটি টাকা শুল্ক ও কর বাবদ সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে চিনিশিল্পের গুরুত্ব ও অবদান

- চিনিশিল্প দেশের চিনির চাহিদা পূরণে মূখ্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্থের যোগানসহ দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করে।
- ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে (মে,২০১৪ পর্যন্ত) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন দেশের রাষ্ট্রীয় কোষাগারে কর ও শুল্ক, লভ্যাংশ, আয়কর, ইত্যাদি বাবদ ৬৯.০৭ কোটি টাকা জমা প্রদান করেছে।
- ৫ লাখ ইক্ষুচাষি ও ১৫ হাজারের উর্দ্ধে কর্মরত জনবল এবং তাদের আয়ের উপর নির্ভরশীল ৩০ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ এবং চিনিশিল্পের সাথে জড়িত ডিস্টিলারি ইউনিট, পরিবহন ব্যবসা, ইক্ষু রোপণ ও কর্তন কাজে নিয়োজিত শ্রমিকসহ আরো ২০ লক্ষ লোক পরোক্ষভাবে অর্থাৎ মোট ৫০ লক্ষ লোক চিনিশিল্পের উপর নির্ভরশীল।
- মিলে সরবরাহকৃত আখের মূল্য মিলস্ গেটে প্রতি কুইন্টাল ২৫০(দুইশত পঞ্চাশ)টাকা এবং বহিঃকেন্দ্রে প্রতি কুইন্টাল ২৪৪ (দুইশত চুয়াল্লিশ) টাকা হিসেবে চাষিদেরকে প্রদান করা হয়।
- চিনিকলসমূহের ট্রেনিং কমপ্লেক্সে ইক্ষুচাষিগণকে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণদানসহ তাদেরকে তদারকি ঋণের আওতায় সার, উন্নত জাতের ইক্ষুবীজ, কীটনাশক ও নগদ অর্থ (কৃষিঋণ) এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয়।
- দেশের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বৃহত্তর দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর ও যশোর জেলার উঁচু এবং মাঝারি উঁচু জমিতে ইক্ষুই প্রধান অর্থকরী ও লাভজনক ফসল। এ সব এলাকায় ভারী ও শ্রমঘন কৃষিভিত্তিক শিল্প হিসেবে চিনিকলগুলো স্থাপিত হয়েছে।
- প্রতি বছর ইক্ষু ক্রয় বাবদ প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা, কৃষি ঋণ বাবদ প্রায় ১২০-১৫০ কোটি টাকা, অগ্রিম শস্যঋণ বাবদ প্রায় ২ কোটি টাকা ইক্ষুচাষিদের মাঝে বিতরণ করা ছাড়াও সরকারের ভর্তুকি কার্যক্রমের আওতায় আখচাষ খাতে প্রায় ৫-৬ কোটি টাকা চাষিদের ভর্তুকি প্রদান করা হয় ।
- এ ভাবে চিনিকলসমূহ আঞ্চলিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং আমদানি বিকল্প শিল্প হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)

ভূমিকা

বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ ১৯৭৬ মোতাবেক ১লা জুলাই ১৯৭৬ তারিখে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও জাহাজ নির্মাণ কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ স্টীল মিলস কর্পোরেশন একীভূত করে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন গঠিত হয়। বিভিন্ন সময়ে বি-রাষ্ট্রীয়করণ, বিলুপ্ত ও অন্যান্য কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরের পর বর্তমানে ১৩টি প্রতিষ্ঠান বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন আছে। তন্মধ্যে ৯ (নয়)টি প্রতিষ্ঠান চালু ও ৪টি প্রতিষ্ঠান বন্ধ আছে। নয়টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩ (তিন)টি প্রতিষ্ঠানের ৪৯% শেয়ার জনসাধারণ এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের নিকট ইস্যু করা হয়েছে।

কার্যবন্টন

কর্পোরেশনের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সরকার কর্তৃক নিয়োজিত পরিচালক পর্ষদের উপর ন্যস্ত। চেয়ারম্যান ও চারজন পরিচালক সমন্বয়ে কর্পোরেশনের পরিচালক পর্ষদ গঠিত। পরিচালক পর্ষদের চেয়ারম্যান কর্পোরেশনের মুখ্য নির্বাহী এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দ কার্যকরী পরিচালক হিসেবে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের দায়িত্ব পালন করেন। অন্যদিকে দক্ষ ও কার্য্যকরভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করা আছে। সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। বিএসইসি'র চেয়ারম্যান অথবা একজন পরিচালক প্রতিষ্ঠানগুলোর পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

জনবল

প্রধান কার্যালয়সহ ৯টি প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কর্মরত জনবলের তথ্য নিম্নরূপঃ

	কর্মকর্তা	কর্মচারী	শ্রমিক	দৈনিক ভিত্তিক	মোট
প্রধান কার্যালয়	৬১ জন	১০৪ জন	-	২৭ জন	২৯২ জন
নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ	৩৯৬ জন	৫৫৮ জন	১২৭৮ জন	৪০ জন	২২৭২ জন
মোট	৪৫৭ জন	৬৬২ জন	১২৭৮ জন	৬৭ জন	২৪৮৪ জন

উৎপাদিত পণ্যসমূহ

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রধানতঃ বৈদ্যুতিক কেবলস, ট্রান্সফরমার, কপার ওয়্যার, ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইট, সিএফএল বাল্ব, বাস, ট্রাক, জীপ, মোটর সাইকেল, মিশুক (ত্রি-চক্রযান), জিআই/এমএস/এপিআই পাইপ, সেফটি রেজর ব্লেড ইত্যাদি পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরের কর্মকান্ড (সাময়িক হিসাব)

উৎপাদন

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার %
১।	**ইস্টার্ণ কেবলস লিঃ** (ডমেষ্টিক ও পাওয়ার কেবলস)	৩৫০০ মেঃ টন	৩০১৮ মেঃ টন	৮৬%
২।	**ইস্টার্ণ টিউবস লিঃ** (ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইট ও সিএফএল বাল্ব)	৮.৫০ লক্ষ পিস	৩.৬১ লক্ষ পিস	২৪%
৩।	**এটলাস বাংলাদেশ লিঃ** (মোটরসাইকেল)	১৪০০০ টি	১৩৩৬৮ টি	৯৫%
৪।	**গাজী ওয়্যারস লিঃ** (এসইসি ওয়্যারস)	৩৬০ মেঃ টন	৪৬৭ মেঃ টন	১৩০%
৫।	**চিটাগাং ড্রাইডক লিঃ** (জাহাজ মেরামত ও ইস্পাত সেতু নির্মাণ)	৩,৫০০.০০ লক্ষ টাকা	৩৫২৪.৬০ লক্ষ টাকা	১০১%
৬।	**জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুঃ কোং লিঃ** (ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম)	৫,৫০০.০০ লক্ষ টাকা	৫৫৭৬.১৩ লক্ষ টাকা	১০১%
৭।	**ন্যাশনাল টিউবস লিঃ** (এমএস/জিআই/এপিআই পাইপ)	৬৫০০ মেঃ টন	৫০৬৭ মেঃ টন	৭৮%
৮।	**প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ** (জীপ, ট্রাক, বাস, এ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদি)	৯০০ টি	৮২০ টি	৯১%
৯।	**বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরি লিঃ** (সেফটি রেজর ব্লেড)	৬০০.০০ লক্ষ পিস	৫৪১.৫২ লক্ষ পিস	৯০%
	মোট=	৭৯৯৮৬.৭৭ লক্ষ টাকা	৭৪২২৫.৬৬ লক্ষ টাকা	৯৩%

বিক্রয়

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত বিক্রয় (স্টোরে রক্ষিত উৎপাদিত পণ্যসহ)	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার %
১।	**ইস্টার্ণ কেবলস লিঃ** (ডমেষ্টিক ও পাওয়ার কেবলস)	৩৫০০ মেঃ টন	২৫৩২ মেঃ টন	৭২%
২।	**ইস্টার্ণ টিউবস লিঃ** (ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইট ও সিএফএল বাল্ব)	৮.৫০ লক্ষ পিস	৪.০৩ লক্ষ পিস	৪৭%
৩।	**এটলাস বাংলাদেশ লিঃ** (মোটরসাইকেল)	১৪০০০ টি	১৭১৫৬ টি	১২৩%
৪।	**গাজী ওয়্যারস লিঃ** (এসইসি ওয়্যারস)	৩৭৫.০০ মেঃ টন	৪৫৪ মেঃ টন	১২১%
৫।	**চিটাগাং ড্রাইডক লিঃ** (জাহাজ মেরামত ও ইস্পাত সেতু নির্মাণ)	৩,৫০০.০০ লক্ষ টাকা	৩৪৮৭.৯৩ লক্ষ টাকা	৯৯%
৬।	**জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুঃ কোং লিঃ** (ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম)	৬০০০.০০ লক্ষ টাকা	৬৫৭৩.৮০ লক্ষ টাকা	১১০%
৭।	**ন্যাশনাল টিউবস লিঃ** (এমএস/জিআই/এপিআই পাইপ)	৭০০০ মেঃ টন	৬৭২১ মেঃ টন	৯৫%
৮।	**প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ** (জীপ, ট্রাক, বাস, এ্যাম্বুলেন্স	৯০০ টি	৮৯৫ টি	৯৯%

	ইত্যাদি)			
৯।	**বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরি লিঃ** (সেফটি রেজর **ব্লেড**)	৬০০.০০ লক্ষ পিস	৪৬২.৫৩ লক্ষ পিস	৭৭%
	মোট=	৯৫২৮৯.০৩ লক্ষ টাকা	৯৩৪৫৭.২৪ লক্ষ টাকা	৯৮%

লাভ/(লোকসান)

লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত লাভ/(লোকসান) (সাময়িক)	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার (%)
১।	ইস্টার্ণ কেবলস লিঃ	৭৫৩.২৪	১১৪১.৩১	১৫২%
২।	ইস্টার্ণ টিউবস লিঃ	(৬৬.০৩)	(১৯০.০০)	-
৩।	এটলাস বাংলাদেশ লিঃ	৩৮৯.৭৬	৬৩৯.৮৫	১৬৪%
৪।	গাজী ওয়্যারস লিঃ	৭১৭.১৭	১২২৪.৭৬	১৭১%
৫।	চিটাগাং ড্রাইডক লিঃ	২৬৮.৩০	১৪.৬৭	৫%
৬।	জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুঃ কোং লিঃ	(৬১৭.০৯)	(৬৯৬.৫২)	-
৭।	ন্যাশনাল টিউবস লিঃ	৭৩৬.০২	১০৫০.২০	১৪৩%
৮।	প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	৪৫৪৮.০৭	৫৭৮৩.০৫	১২৭%
৯।	বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরি লিঃ	(৩০.৪২)	(৪০.৫০)	-
	মোট=	**৬৬৯৯.০২**	**৮৯২৬.৮২**	**১২৯%**

রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা

লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত (সাময়িক)	লক্ষ্যমাত্রা অর্জানের হার %
১।	ইস্টার্ণ কেবলস লিঃ	৩১১৮.৩০	২৮২৯.২৬	৯১%
২।	ইস্টার্ণ টিউবস লিঃ	২১৪.২৭	৭৩.৬৩	৩৪%
৩।	এটলাস বাংলাদেশ লিঃ	৯৩৬২.০৭	৭০৩৮.০৭	৭৫%
৪।	গাজী ওয়্যারস লিঃ	১৫৪৬.৮৬	১৫৮১.৭৫	১০২%
৫।	চিটাগাং ড্রাইডক লিঃ	৬৭৮.৮৪	২৭৬.৬৬	৪১%
৬।	জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুঃ কোং লিঃ	২৪৩.৭০	২১৮.৬৯	৯০%
৭।	ন্যাশনাল টিউবস লিঃ	১৫২৮.৫৪	১৩৮১.৭৬	৯০%
৮।	প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	১৭৩৭৯.৯২	১১৯৮২.২৯	৬৯%
৯।	বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরি লিঃ	১১৩.০২	৮৮.৭২	৭৮%
	মোট=	**৩৪১৮৫.৫২**	**২৫৪৭০.৮৩**	৭৫%

উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

(ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনানুযায়ী প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কর্তৃক সেডান কার তৈরির লক্ষ্যে মিৎসুবিসি মোটরস কর্পোরেশনের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাংলাদেশের উপযোগী ও জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে মডেলটির মূল্য নির্ধারণের কাজ চলছে।

(খ) বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরির পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাতে বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরি লিঃ এ উন্নতমানের ব্লেড উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

(গ) ইস্টার্ণ টিউবস লিঃ এর কারখানায় LED বাল্ব উৎপাদন প্রকল্প এবং ফ্লোরসেন্ট টিউব লাইট উৎপাদন প্রক্রিয়া আধুনিকায়নের লক্ষ্যে DPP প্রণয়ন করা হয়েছে, যার আনুমানিক ব্যয় ৪০.৪৫ কোটি টাকা। উক্ত প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশন এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের বাছাই কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

ইস্টার্ণ টিউব লি: এ উৎপাদিত সিএফএল বাল্ব এবং ফ্লোরেসেন্ট টিউব লাইটের উৎপাদন প্রক্রিয়ার একটি চিত্র ।

চিটাগাং ডাইড্রকের মেরামত কার্যক্রম

প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম (লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন)

বিএসইসি ও অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকগণকে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৪৯ জন ও ০৫ জন। এছাড়াও ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ১২৭ জন ছাত্র-ছাত্রীদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এটাচমেন্ট/বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা লাভ/লোকসান) (সাময়িক হিসাব অনুযায়ী)

বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন চালু নয়টির মধ্যে ৬ (ছয়) টি লাভজনক ও ৩ (তিন) টি লোকসানী প্রতিষ্ঠান। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে লাভজনক ৬ (ছয়) টি প্রতিষ্ঠানের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী মোট মুনাফার পরিমাণ ৯৮.৫৪ কোটি টাকা এবং ৩ (তিন) টি লোকসানী প্রতিষ্ঠানের মোট লোকসানের পরিমাণ ৯.২৭ কোটি টাকা। সার্বিকভাবে নীট মুনাফার পরিমাণ ৮৯.২৭ কোটি টাকা।

ইস্পাত ও প্রকৌশল পণ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার সংক্ষিপ্ত-সার

ক্র: নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	উৎপাদিত পণ্য ও ব্যবস্থাপনা	বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা
১)	ইস্টার্ণ কেবলস লিঃ পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।	(ক) ইলেকট্রিক কেবলস্ All Aluminum conductors All Aluminum conductors (Insulated) All Aluminum conductors Steel Reinforced. (খ) উৎপাদিত পণ্যসমূহ ব্রিটিশ ম্যাট্রিক স্ট্যান্ডার্ড, বিএস-৬০০৪, ১৯৭৫ এবং বিডিএস-৯০০:১৯৭৯, বিডিএস-১০৩৬ এবং ১০৩৭:১৯৮৩ এবং এ.এস.টি.এম-বি-২৩২-৭৪ অনুসারে গুণগত মান নিশ্চিত করা হয়। উৎপাদিত পণ্যসমূহ সরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং তালিকাভূক্ত ডিলারের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে বিপণন করা হয়। এছাড়া রপ্তানিও করা হয়।	৩০০০-৩৫০০ মেট্রিক টন
২)	ইস্টার্ণ টিউবস লিঃ ৩৭৪, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২১৫।	(ক) ৪'-৪০ ওয়াট ফ্লোরেসেন্ট টিউব লাইট (খ) ২'-২০ ওয়াট ফ্লোরেসেন্ট টিউব লাইট (গ) সিএফএল বাল্ব (ঘ) উৎপাদিত পণ্যসমূহ বিডিএস-IEC ৬০,০৮১:২০০৬ স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে প্রস্তুত করা হয় এবং ওঝঙ ৯০০১:২০০০ অনুসারে বিভিন্ন পর্যায়ে কঠোরভাবে মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। উৎপাদিত পণ্যসমূহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং তালিকাভূক্ত ডিলারের মাধ্যমে স্থানীয় বাজারে বিপণন করা হয়।	৫০০০০০-৭০০০০০ পিস
৩)	এটলাস বাংলাদেশ লিঃ ২৬৫-৬৭, টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর।	(ক) বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন হোন্ডা মটর সাইকেল (খ) মিশুক ব্রান্ডের থ্রি হুইলার (গ) হোন্ডা মটর কোম্পানি জাপান এর কারিগরি সহায়তায় আন্তর্জাতিক গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়।	৪০০০০- ৪৫০০০ টি
৪)	গাজী ওয়্যারস লিঃ ২৮, এফআইডিসি রোড, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম।	(ক) সুপার এনামেল কপার ওয়্যার (ঝডএ-১১ থেকে ৪৬ সাইজ)। (খ) উৎপাদিত পণ্যসমূহ বিএসএস-৪৫১৬, স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে বিভিন্ন সাইজের সুপার এনামেল কপার ওয়্যার এবং হার্ড্ন বেয়ার কপার ওয়্যার ও অ্যানিল্ড কপার ওয়্যার সকল পর্যায়ে আইএসও ৯০০১:২০০০ অনুসারে গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। উৎপাদিত পণ্যসমূহ সরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং তালিকাভুক্ত ডিলারের মাধ্যমে বিপণন করা হয়।	৩৫০-৪৫০ মেট্রিক টন
৫)	চিটাগাং ড্রাইডক লিঃ পোস্ট বক্স – বন্দর নং-২০০৭ পূর্ব পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।	অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক বিভিন্ন ধরণের জাহাজ মেরামত। আইএসও- এর গুণগত মানের সেবা প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক জাহাজ মেরামত কাজের লয়েডস অফ সিপিং এর মান অনুযায়ী সেবা প্রদান করা হয়।	২৫০০-৩০০০ লক্ষ টাকা
৬	জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিঃ পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।	(ক) ট্রান্সফরমার ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি প্রস্তুতকরণ। আইএসও ৯০০১:২০০০ অনুসারে গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। (খ) উৎপাদিত পণ্যসমূহ সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন ডিলারের মাধ্যমে বাজারে বিপণন করা হয়।	৪০০০.০০- ৪৫০০.০০ লক্ষ টাকার ট্রান্সফরমার ও

			বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি।
৭)	ন্যাশনাল টিউবস লিঃ ১৩১-১৪২, টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর।	(ক) এমএস/জিআই/এপিআই পাইপ (খ) উৎপাদিত পণ্য বিএস-১৩৮৭, বিডিএস-১০৩১ ও এপিআই 5L-Grade B, স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন পাইপ উৎপাদন করা হয় এবং সকল পর্যায়ে আইএসও ৯০০২:২০০০ অনুসারে গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সরাসরি এবং তালিকাভুক্ত ডিলারের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য বিপণন করা হয়।	১০০০০-১২০০০ মেট্রিক টন
৮)	প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ফিনলে হাউজ (২য় তলা) ১১, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।	(ক) বিভিন্ন ধরণের মটরযান (ট্রাক, মিনিবাস, কার, জীপ, মিৎসুবিসি পাজেরো ইত্যাদি) (খ) উৎপাদিত পণ্যসমূহ জাপানের কারিগরি সহায়তায় এবং আইএসও অনুসারে পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। উৎপাদিত পণ্যসমূহ সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন ডিলারের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে বিপণন করা হয়।	৮০০-১০০০ ইউনিট
৯)	বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরি লিঃ ২৬৫, টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর।	(ক) স্টেইনলেস স্টীল রেজর ব্লেড (সোর্ড ব্রান্ড) (খ) বৃটিশ কারিগরি সহায়তায় নির্মিত এই কারাখানায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন উইলকিন্স সোর্ড ব্লেড এর অনুরূপ মান সম্পন্ন স্টেইনলেস রেজর ব্লেড উৎপাদন করা হয়। বিডিএস-২১৯ স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে কঠোরভাবে মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। উৎপাদিত পণ্যসমূহ তালিকাভূক্ত ডিলারের মাধ্যমে স্থানীয় বাজারসহ প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বিপণন করা হয়।	৫০০ লক্ষ-৬০০ লক্ষ পিস

evsjv‡`k ¶` I KwUi wkí K‡cv‡ikb (বিসিক)

ভূমিকা

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) দেশব্যাপী বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে সরকারের মুখ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে দীর্ঘদিন যাবৎ উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন প্রকার সেবা-সহায়তা প্রদান করে আসছে। স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিসিক শিল্পায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সরকারের বিনিয়োগবান্ধব নীতিমালা এবং বিভিন্ন প্রণোদনামূলক কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বেসরকারি উদ্যোগে নতুন নতুন শিল্প কারখানা গড়ে উঠছে এবং এতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় সম্পৃক্ত করা, দারিদ্র্য দূরীকরণ সর্বোপরি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়নে বিসিক কাজ করে যাচ্ছে। গত ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (জিডিপি)- তে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে অবদানের হার ছিল ৩.৫২ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী ২০১২-১৩ অর্থ বছরের তুলনায় ০.০১ শতাংশ বেশি (২০০৫-০৬ কে ভিত্তি বছর ধরে মূল্য সমন্বয়ের পর)। এ খাত অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণসহ রপ্তানিযোগ্য পণ্য তৈরির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশের প্রয়োজনীয়তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মূল উদ্দেশ্য

- শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি ও দেশের শিল্পায়নের অবদান রাখা;
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি ;
- দারিদ্র্য দূরীকরণ;
- শিল্পায়নের মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ আঞ্চলিক উন্নয়ন;
- দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

কার্যবন্টন

বিসিক দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সেবা-সহায়তা প্রদানে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব কার্যক্রম বিসিকের (১) উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (২) প্রকল্প (৩) বিপণন (৪) প্রযুক্তি (৫) অর্থ (৬) পুরকৌশল (৭) প্রশাসন এবং (৮) এমআইএস বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় অবস্থিত ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয় এবং প্রতিটি জেলায় স্থাপিত ৬৪টি শিল্প সহায়ক কেন্দ্রের মাধ্যমে বিসিকের মূল কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। বিসিক প্রধান কার্যালয়ে অবস্থিত ১টি নকশা কেন্দ্র, দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ১৫টি নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্র এবং ১টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নেও বিসিক কাজ করছে। এর বাইরে দেশব্যাপী বিসিকের বাস্তবায়িত ৭৪টি শিল্পনগরী হয়েছে। বিসিক বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন প্রসারের লক্ষ্যে বর্তমানে মূলতঃ দু'ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তা হলো:

ক) রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক এবং নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম; এবং
খ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।

উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম

- শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন ;

- উন্নত রাস্তা-ঘাট, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি সুবিধা সম্বলিত শিল্পনগরী স্থাপনের মাধ্যমে উন্নত প্লট বরাদ্দদান ;
- নিজস্ব কর্মসূচির মাধ্যমে ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ সহায়তা প্রদান ;
- প্রকল্প প্রোফাইল প্রণয়ন ও প্রকল্প মূল্যায়ন ;
- শিল্প ইউনিট স্থাপন, পণ্যের উৎপাদন, মানোন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে কারিগরি ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান;
- লাগসই প্রযুক্তি আহরণ ও স্থানান্তরকরণ ;
- পণ্যের নকশা-নমুনা উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বিতরণ;
- শিল্প সম্প্রসারণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সমীক্ষা, জরিপ ইত্যাদি পরিচালনা ; এবং
- শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগপূর্ব ও বিনিয়োগোত্তর পরামর্শ প্রদান।

নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম

- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন প্রদান ;
- কর , শুল্ক ইত্যাদি সুবিধার বিষয়ে সুপারিশ প্রদান ;
- শিল্পের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে প্রাধিকার নির্ধারণে সুপারিশ প্রদান ।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সম্পাদিত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড ও সাফল্যের বিবরণ

শিল্পোদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ

বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে আগ্রহী সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের খুঁজে বের করা বা উদ্যোক্তা চিহ্নিত করা বিসিকের একটি অন্যতম কাজ। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বিসিক দেশব্যাপী ক্ষুদ্র শিল্পে ৪০১০ ও কুটির শিল্প খাতে ১০৫৫৫ জন সম্ভাবনাময় শিল্পোদ্যোক্তা চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছে। বিসিক উক্ত খাতে উদ্যোক্তা চিহ্নিত করে তাদেরকে শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার পরামর্শ সেবা সহায়তা প্রদান করে আসছে।

উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন

বিসিকের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কাজের মধ্যে একটি অন্যতম কাজ হচ্ছে সম্ভাবনাময় ব্যক্তিদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা এবং উদ্যোক্তা ও তাঁদের উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দক্ষতার মানোন্নয়ন। দেশব্যাপী বিভিন্ন জেলায় স্থাপিত বিসিকের ১৫টি নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্র, জেলা পর্যায়ে শিল্প সহায়ক কেন্দ্র, ঢাকায় অবস্থিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং নকশা কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৯১১৫ জন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া বিসিকের আইসিটি ল্যাবে ৩০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এসব প্রশিক্ষণ দেশের শিল্প খাতের মানবসম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়ন

প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়নের মাধ্যমে উদ্যোক্তাকে তাঁর প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্য বিনিয়োগ ব্যয়, উৎপাদন ক্ষমতা, কারিগরি, আর্থিক ও বিপণন দিক বিশ্লেষণ, প্রয়োজনীয় লোকবল এবং মুনাফা ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা দেয়া হয়ে থাকে। বিসিক ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৩৮১টি প্রোফাইল প্রণয়ন করছে। আগ্রহী উদ্যোক্তাগণ বিসিকের বিভাগীয় পর্যায়ের আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা পর্যায়ের শিল্প সহায়ক কেন্দ্রসমূহে এবং বিসিক প্রধান কার্যালয়ের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিভাগের পরামর্শ কেন্দ্রে যোগাযোগ করে এ বিষয়ে সম্ভাব্য সহযোগিতা পেয়ে থাকেন।

প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও মূল্যায়ন

বিভিন্ন অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংকের নিকট হতে বিনিয়োগ মূলধনের ক্ষেত্রে ঋণ প্রাপ্তির নিমিত্ত অথবা উদ্যোক্তাদের নিজস্ব অর্থায়নে শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করে বিসিক উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান

করে যাচ্ছে। গত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে যথাক্রমে ১৯৪৩ ও ৫০৩৭টি প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও মূল্যায়ন করা হয়েছে।

শিল্প ইউনিট/ প্রকল্প নিবন্ধিকরণ

শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। তবে বিসিকের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক ঘোষিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের জন্য প্রযোজ্য বিশেষ সুবিধা/আর্থিক রেয়াত পেতে হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বিসিকের নিকট নির্ধারিত ফি'র বিনিময়ে নিবন্ধিত হতে হয়। বিসিক কর্তৃক ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৪৭৯টি ক্ষুদ্র এবং ১১৩৪টি কুটির শিল্প ইউনিট নিবন্ধন করা হয়েছে।

ঋণ ব্যবস্থাকরণ

বিসিকের নিজস্ব ঋণ কর্মসূচি এবং বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় গত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে নতুন ও বিদ্যমান ১৭৪৭টি ক্ষুদ্র শিল্প এবং ৪৫৮৩টি কুটির শিল্প ইউনিটে দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী ঋণ ব্যবস্থাকরণে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত সময়ে বিসিকের পরামর্শ ও সহায়তায় উদ্যোক্তাগণ ৮৭৩টি ক্ষুদ্র এবং ১৬০৪টি কুটির শিল্পে নিজস্ব তহবিল হতে বিনিয়োগ করেছেন।

কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ

গত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বিসিক ৫৫টি কারিগরি তথ্য সংগ্রহ এবং ৯১০টি বিতরণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

নকশা নমুনা উন্নয়ন ও বিতরণ

বিসিক নকশা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতি বছর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে উদ্যোক্তাদের চাহিদার আলোকে নতুন নতুন নকশা উদ্ভাবন ও সংগ্রহ করে তা উদ্যোক্তাগণের মাঝে বিতরণ করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৪৭০টি নকশা উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করা হয়েছে এবং ২২৪৯টি নকশা ও নমুনা উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন

শিল্পোদ্যোক্তাগণকে শিল্প স্থাপনে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পণ্য বা পণ্যসমূহের বিপণন সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত বিপণন সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরি করা হয়ে থাকে। বিপণন সমীক্ষার আওতায় পণ্যসমূহের বিপণন সংক্রান্ত তথ্য, পণ্যের মূল্য, চাহিদা ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থাসমূহের তথ্য ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সমীক্ষার মাধ্যমে পণ্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরুপন করা সম্ভব হয়ে থাকে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বিসিক কর্তৃক ৩৩৮টি বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন করা হয়েছে।

গোলটেবিল বৈঠক, ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন, মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণ

'বিসিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ : একটি সমীক্ষা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ রূপসী বাংলা হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণ উপস্থিত থেকে বিসিকের অতীতের অভিজ্ঞতা, বর্তমান কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার উপর তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

রূপসী বাংলা হোটেলে অনুষ্ঠিত 'বিসিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ : একটি সমীক্ষা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

বিসিকের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ বিষয়ক একটি গবেষণা গ্রন্থ অচিরেই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উৎপাদকদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর পরিচিতি এবং বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৬টি ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন ও পণ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। একই সময়ে বিসিক ঢাকায় ঐতিহ্যবাহী বৈশাখী মেলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ১৫টি মেলার আয়োজন ও ০৮টি মেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

বিসিক ও বাংলা একাডেমীর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বৈশাখী মেলা ১৪২১

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

বিসিক, বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে প্রায় ৮০৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। উল্লিখিত বিনিয়োগের মাধ্যমে এ সময়ে ৪৯,০০৫ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

বিসিক শিল্পনগরীসমূহে ৩৬ হাজার ৯৭ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদন

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প খাতের উন্নয়নে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের শিল্প-কারখানা স্থাপনে অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিগত ষাটের দশক থেকে দেশব্যাপী শিল্পনগরী স্থাপন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এর ফলে উদ্যোক্তাগণ উন্নত অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রাপ্তির মাধ্যমে শিল্প-কারখানা স্থাপনের সুযোগ পাচ্ছেন। এতে করে উক্ত খাতের বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। বিসিক দেশব্যাপী এ পর্যন্ত মোট ৭৪ টি শিল্পনগরী বাস্তবায়ন করেছে। এসব শিল্পনগরীতে মোট ১০৩৩৮ টি শিল্প প্লট রয়েছে। তন্মধ্যে জুন ২০১৪ পর্যন্ত ৫৭৪৪ টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ৯৮৬৫ টি প্লট শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য উদ্যোক্তাদের মাঝে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ সব শিল্প প্লটে ইতোমধ্যে ৪৬২৭টি শিল্পকারখানা স্থাপিত হয়েছে। শিল্পনগরীগুলোতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ১৭ হাজার ৪১১ কোটি টাকা বিনিয়োগ এবং ৫ লক্ষ ০৪ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। তাছাড়া ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এসব শিল্পনগরীর শিল্প-কারখানায় মোট ৩৬ হাজার ৯৭ কোটি টাকার বিভিন্ন ধরণের পণ্য সামগ্রী উৎপাদিত হয়েছে। এর মধ্যে ২০ হাজার ৮৯০ কোটি টাকার পণ্য ছিল রপ্তানিযোগ্য। একই সময়ে শিল্পনগরীর শিল্প ইউনিটগুলো হতে আয়কর, ভ্যাট ও শুল্ক বাবদ সরকার প্রায় ২ হাজার ৩২২ কোটি টাকা রাজস্ব পেয়েছে। বর্তমানে উৎপাদনরত ৪২৭৬টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে ৮৬৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠানই সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী পণ্য উৎপাদন করছে। বিনিয়োগ উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে শিল্পনগরীসমূহের এই অবদান আগামীতে আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

শিল্পনগরীসমূহে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	চালু ইউনিট সংখ্যা	ক্রমপুঞ্জিভূত মোট বিনিয়োগ	উৎপাদন মূল্য		সরকারকে প্রদত্ত রাজস্ব	কর্মসংস্থান (লক্ষ জন)
			মোট	রপ্তানিযোগ্য		
২০১২-২০১৩	৪২৭৬	১৭৪১১	৩৬০৯৭	২০৮৯০	২৩২২	৫.০৪
২০১১-২০১২	৪০১৯	১৫৭৭১	৩২২০৩	১৮৭৬১	২৫৫৬	৪.৫৬
বৃদ্ধি	২৫৭	১৬৪০	৩৮৯৪	২১২৯	২১৮	০.৪৮

শিল্পনগরীগুলোর মধ্যে বিশেষায়িত শিল্পনগরী যেমন-জামদানি, হোসিয়ারি ও ইলেকট্রোনিক্স কমপ্লেক্স রয়েছে। তাছাড়া বর্তমানে আরও কয়েকটি শিল্পপার্ক/ শিল্পনগরী বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এবং বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে। এগুলো হলো : এপিআই শিল্প পার্ক, গোপালগঞ্জ শিল্পনগরী সম্প্রসারণ, বিসিক শিল্পনগরী মিরসরাই, বিসিক শিল্পপার্ক সিরাজগঞ্জ, কুমিল্লা শিল্পনগরী-২, বিসিক স্পেশাল ইকোনমিক জোন কুমারখালি কুষ্টিয়া, বিসিক শিল্পনগরী বরগুনা, শ্রীমঙ্গল শিল্পনগরী, ভৈরব শিল্পনগরী, বিসিক শিল্পনগরী ঝালকাঠি, গার্মেন্টস শিল্পপার্ক এবং বিসিক প্লাস্টিক এস্টেট ইত্যাদি।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংখ্যা এবং জিডিপিতে অবদান

ক্র:নং	শিল্প খাত ও অবদান	সাফল্য
১.	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা (জুন ২০১৩ **পর্যন্ত**)	১ লক্ষ ৪ হাজার
২.	কুটির শিল্পের সংখ্যা (জুন ২০১৩ **পর্যন্ত**)	৮ লক্ষ ৩০ হাজার
৩.	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত কর্মসংস্থান (জুন ২০১৩ পর্যন্ত)	৩৬ লক্ষ ১৪ হাজার জন

৪.	জিডিপিতে শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতের অবদান*	১৯.৪৫%
৫.	জিডিপিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতের অবদান*	৬.৬০%
৬.	জাতীয় অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির হার	৬.১২%

- **সূত্র : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪**

জাতীয় অর্থনীতিতে বিসিক শিল্পনগরীসমূহের অবদান

ক্র: নং	অবদানের বিষয়	সাফল্য
১.	উৎপাদনরত শিল্প ইউনিট সংখ্যা	৪২৭৬
২.	রপ্তানিমুখী শিল্প ইউনিট সংখ্যা	৮৬৫
৩.	স্থাপিত শিল্প ইউনিটসমূহে মোট বিনিয়োগ (জুন ২০১৩ পর্যন্ত)	১৭৪১১.১৩ কোটি টাকা
৪.	শিল্প ইউনিটসমূহে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য (২০১২-১৩)	৩৬০৯৭.৪০ কোটি টাকা
৫.	বার্ষিক রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন (২০১২-২০১৩)	২০৮৮৯.৮৬ কোটি টাকা
৬.	কর্মসংস্থান (জুন ২০১৩ পর্যন্ত)	৫.০৪ লক্ষ জন
৭.	সরকারকে প্রদত্ত শুল্ক, কর, ভ্যাট ইত্যাদি (২০১২-১৩)	২৩১১.৯৬ কোটি টাকা

১৭ লক্ষ ৫৩ হাজার মেট্রিক টন লবণ উৎপাদন

বিসিকের সহায়তায় ১৯৬১ সাল থেকে দেশের কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে উপকূলীয় এলাকায় সৌর পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয় । অদ্যাবধি বিসিক সরকারের একমাত্র মুখ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাঠ পর্যায়ে লবণ শিল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম এলাকায় ১২টি লবণ কেন্দ্র এবং ৪টি প্রশিক্ষণ-কাম-প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন করে লবণ উৎপাদন পরিস্থিতি সফলতার সাথে মনিটরিং ও লবণের গুণগতমান উন্নয়ন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। স্থাপিত ৪টি প্রশিক্ষণ-কাম-প্রদর্শনী কেন্দ্রের মাধ্যমে স্থানীয় এলাকার লবণ চাষিকে সাদা লবণ চাষে উন্নত প্রযুক্তি ও পদ্ধতির প্রয়োগ বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে লবণ উৎপাদন তথা লবণের গুণগতমান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। ডিসেম্বর হতে মে মাস পর্যন্ত সময়ে সৌর পদ্ধতিতে সুদীর্ঘকাল যাবৎ লবণ উৎপাদিত হয়ে আসছে। বিসিক দেশে বিকল্প লবণ উৎপাদন এলাকা তৈরির লক্ষ্যে কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের উপকূলীয় এলাকার পাশাপাশি খুলনা ও সাতক্ষীরা অঞ্চলেও লবণ উৎপাদনে কাজ করে আসছে। এর ফলে গত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে লবণ উৎপাদন মৌসুমে ১৬.০০ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে দেশে রেকর্ড পরিমাণ মোট ১৭.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে যা এ যাবৎ কালের মধ্যে সর্বোচ্চ। এ ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের হার ১১০ শতাংশ। বিসিক উদ্ভাবিত পলিথিন প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত লবণের বাজার মূল্য বেশী হওয়ায় এবং পলিথিন পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদন সনাতন পদ্ধতির চেয়ে শতকারা ৩০ ভাগ বেশি হওয়ায় প্রতি বছর পলিথিন পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদনের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহে অগ্রগতি

দেশের জাতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে বিসিক দেশের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বেশকিছু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় এসব প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। সদ্য সমাপ্ত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে বিসিকের ১৪টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ছিল ৮,৬২৩.০০ লক্ষ টাকা, যার বিপরীতে ৬২১৭.৯৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ব্যয়ের হার ৭২ শতাংশ। উল্লিখিত এডিপি বরাদ্দের মধ্যে সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৪.৫০ কোটি টাকা যার মধ্যে ৪.৪৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়ে গেছে, অর্থাৎ প্রকল্প সাহায্যের ক্ষেত্রে ব্যয়ের হার ৯৯.৩৩%।

২০১৩-১৪ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় মোট (প্রঃ সাঃ)	২০১৩-১৪ অর্থবছর				শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় মোট (প্রঃ সাঃ)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির হার %
			অর্থ সমর্পন পরবর্তী আরএডিপি বরাদ্দ মোট (প্রঃ সাঃ)	অবমুক্ত অর্থ মোট (প্রঃ সাঃ)	মোটব্যয় মোট (প্রঃ সঃ)	অগ্রগতির হার %		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা (জানুয়ারি ২০০৩ -জুন ২০১৬)	১০৭৮৭১.০০	৩৫০০.০০	৩৫০০০	১৯৫১.৭০	৫৬%	১২৮৯৪.১৯	১২%
২	এপিআই শিল্প পার্ক (জানুয়ারি ২০০৮ - ডিসেম্বর ২০১৫)	৩৩১৮৫.৭৫	৫৬০.০০	৪৪০.০০	৪৪০.০০	৭৯%	১১৩১৬.৭৭	৩৪%
৩	বিসিক শিল্পনগরী, মিরসরাই (জুলাই ২০১০- জুন ২০১৪)	২৪৯৫.০০	৩৭.০০	৩৭.০০	৩২.১৩	৮৭%	১৪১৪.১২	৫৭%
৪	গোপালগঞ্জ বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১০-জুন ২০১৪)	৭৪৩০.০০	১৩.০০	১৩.০০	১২.৭৫৪	৯৮%	৫২১৭.৩৩৪	৭০%
৫	শতরঞ্জি শিল্পের উন্নয়ন (নিশবেতগঞ্জ ও রাঁধাকৃষ্ণপুর) রংপুর, (জুলাই ২০১০- জুন ২০১৪)	৩৮৭.৩০	৯৮.০০	৯৮.০০	৯৭.০৫	৯৯%	৩৬৬.৬৭	৯৫%
৬	কুমিল্লা শিল্পনগরী -২ (জুলাই ২০১০- জুন ২০১৪)	৬৮৯০.০০	২.০০	-	-	-	১৭.৪২	০.২৫%
৭	বিসিক স্পেশাল ইকোনোমিক জোন, (টেক্সটাইল) কুমারখালী কুষ্টিয়া (জুলাই ২০১০- জুন ২০১৫)	১৩৬৪.০০	৫.০০	-	-	-	১৯.৬৪	১.৪৪%
৮	বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ (জুলাই ২০১০- জুন ২০১৫)	৪৮৯৯৬.০০	৫২.০০	৫২.০০	৪৯.২৪	৯৫%	১০১২০.৫৯	২১%
৯	সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ (জুলাই ২০১১- জুন ২০১৬)	৭১০০.০০ (২৪৯২.০০)	১২০০.০০ (৪৫০.০০)	১১৯৫.২০ (৪৪৭.২০)	১১৯৫.২০ (৪৪৭.২০)	৯৯.৬%	২৯৫৮.৬০ (১১৬২.২০)	৪২%
১০	বিসিক শিল্প নগরী, বরগুনা (জুলাই ২০১১- জুন ২০১৪)	৭০৮.০০	২.০০	-	-	-	১৪.৮৮	২%
১১	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন (জুলাই ২০১২- জুন ২০১৭)	৯৩৬.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১২৯.৭০	৯৯.৭৭%	১৯০.৭০	২০%
১২	শ্রীমঙ্গল শিল্পনগরী (জুলাই ২০১২- জুন ২০১৫)	১৯৯০.০০	৮.০০	৮.০০	৭.৪৩	৯৩%	২৪.৮৯	১.২৫%
১৩.	বিসিক শিল্পনগরী, ভৈরব (জুলাই ২০১২- জুন ২০১৬)	৫৮৪১.০০	১৬.০০	১৬.০০	১৩.৯৯	৮৭%	১৩.৯৯	০.২৪%

১৪.	পাবনা বিসিক শিল্পনগরী, সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১৩- জুন ২০১৭)	৩৯৪৩.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২২৮৮.৭৬	৭৬%	২২৮৮.৭৬	৫৮%
	সর্বমোট	***২২৯১৩৭.০৫ (২৪৯২.০০)***	***৮৬২৩.০০ (৪৫০.০০)***	***৮৪৮৯.২০*** *(৪৪৭.২০)*	***৬২১৭.৯৫৪*** *(৪৪৭.২০)*	***৭২%***	***৪৬৮৫৮.৫৫৪*** *(১১৬২.২০)*	***২০%***

পরিবেশবান্ধব চামড়া শিল্পনগরী

রাজধানীর হাজারীবাগস্থ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ট্যানারি শিল্পসমূহকে একটি পরিবেশবান্ধব স্থানে স্থানান্তরের লক্ষ্যে ঢাকার কেরানীগঞ্জ ও সাভার উপজেলাধীন কান্দিবৈলারপুর, চন্দ্রনারায়নপুর ও চর আলগী মৌজায় ধলেশ্বরী নদীর তীরে ১০৭৮৭১.০০ লক্ষ টাকা সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০০ একর জমিতে পরিবেশবান্ধব চামড়া শিল্পনগরী প্রকল্পটি বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে চামড়া শিল্পনগরীর অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন ও বিদ্যুৎ লাইন, পানি সরবরাহ লাইন, পুলিশ ফাঁড়ি, ফায়ার সার্ভিস সেড, পাম্প ড্রাইভার কোয়ার্টার ও প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ কাজসহ অবকাঠামোগত কাজ সমাপ্ত হয়েছে। তাছাড়া শিল্পনগরীর কেন্দ্রিয় পানি শোধনাগার স্থাপনের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। শিল্পনগরীতে ২০৫টি শিল্প প্লট তৈরি করা হয়েছে এবং ১৫৫টি শিল্প ইউনিট/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বরাদ্দ প্রাপ্ত ১৫৩টি ইউনিটকে বরাদ্দপত্র প্রদান করা হয়েছে। ১৪৯টি শিল্প ইউনিট লে-আউট প্ল্যান জমা দিয়েছে, ১৪৭টি প্ল্যান অনুমোদন দেয়া হয়েছে ও ২টি প্রক্রিয়াধীন আছে। শিল্পনগরীর কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) এবং ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে যার নির্মাণ কাজ এপ্রিল ২০১৫-এর মধ্যে শেষ হবে। চামড়া শিল্পনগরী প্রকল্পটি বাস্তবায়ন এবং হাজারীবাগের ট্যানারিসমূহ স্থানান্তরের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরী ও বুড়িগঙ্গা নদীর পরিবেশ দূষণ রোধে তা সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এখানে শিল্প-কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে।

এপিআই শিল্পপার্ক

ঔষধ শিল্পে কাঁচামাল উৎপাদনের লক্ষ্যে শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য পরিবেশসম্মত স্থানে আনুষঙ্গিক অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি এবং আমদানি নির্ভর ঔষধ শিল্পে কাঁচামাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় সাধনের উদ্দেশ্যে ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কের পাশে মুন্সিগঞ্জ জেলাধীন গজারিয়া উপজেলার বাউসিয়া এলাকায় ২০০ একর জমিতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত দেশের অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (এপিআই) ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক নির্মিত হচ্ছে। এটি দেশে এ ধরণের প্রথম বিশেষায়িত শিল্প পার্ক। প্রকল্পটির জমি অধিগ্রহণের পর মাটি ভরাট কাজসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ চলছে। প্রকল্পটির সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৩১৮৫.৭৫ লক্ষ টাকা। উক্ত শিল্প পার্কে ৪২টি উন্নত প্লট তৈরির মাধ্যমে ঔষধ শিল্পে কাঁচামাল উৎপাদনের ৪২ টি শিল্প-কারখানা স্থাপিত হবে এবং ২৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

বিসিক শিল্পনগরী, মিরসরাই

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তাদের শিল্প-কারখানা স্থাপনে অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে চট্টগ্রামে বিসিক শিল্পনগরী, মিরসরাই শীর্ষক প্রকল্পটি ১৫.৩২ একর জমিতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪৯৫.০০ লক্ষ টাকা। বর্তমানে ভূমি উন্নয়নসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ চলছে। উক্ত শিল্পনগরীতে উন্নত ৮৮টি শিল্প প্লটে ৮৮ ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ৫০০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

গোপালগঞ্জ শিল্পনগরী সম্প্রসারণ

শিল্পোদ্যোক্তাদের বাড়তি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক গোপালগঞ্জ শিল্পনগরী সম্প্রসারণ প্রকল্পটি মোট ৭৪৩০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুন ২০১৪ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ ডিপিপি সংশোধন প্রক্রিয়াধীন আছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের মোট ৫০ একর জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। শিল্পনগরীর মাটি ভরাট কাজসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছে। উক্ত শিল্পনগরীতে উন্নত ৩৭৭টি শিল্প প্লটে ২৫০টি ক্ষুদ্র , কুটির ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২৫০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

শতরঞ্চি শিল্পের উন্নয়ন, রংপুর

নিশবেতগঞ্জ ও রাধাকৃষ্ণপুর, রংপুর এলাকার ঐতিহ্যবাহী শতরঞ্চি শিল্প কর্মে নিয়োজিত উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উক্ত শিল্পের উন্নয়নে ৩৮৭.৩০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে শতরঞ্চি শিল্পের উন্নয়ন রংপুর শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ চলছে। প্রকল্পে আওতায় সংশ্লিষ্ট এলাকার উদ্যোক্তাদেরকে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। অন্যদিকে এ কারুশিল্পের সাথে জড়িতদের পণ্য সামগ্রির উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে উৎপাদন-কাম-প্রদর্শনী কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে । প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কোটি টাকা ঋণ বিতরণ, ৬৬০ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উৎপাদিত পণ্য বিপণনের সহায়তা প্রদানের জন্য বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন সম্ভব হবে।

কুমিল্লা শিল্পনগরী সম্প্রসারণ-২

কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার উপজেলায় কুমিল্লা শিল্প নগরী সম্প্রসারণ-২ প্রকল্পটি ৩১৬০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০ একর জমিতে শিল্পনগরীটি স্থাপিত হবে। এতে ১৬২টি শিল্প প্লটে ১০০টি ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ৫০০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। প্রকল্পের জন্য চিহ্নিত জমির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্প স্থান পরিবর্তনসহ ডিপিপি সংশোধন প্রক্রিয়াধীন আছে।

বিসিক স্পেশাল ইকোনমিক জোন কুমারখালী, কুষ্টিয়া

টেক্সটাইল খাতে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিসিক স্পেশাল ইকোনমিক জোন (টেক্সটাইল), কুমারখালি, কুষ্টিয়া প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। মোট ১০ একর জমিতে ৮২০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে উক্ত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এখানে ৬৮টি শিল্প প্লটে ৩০-৩৫ টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি টেক্সটাইল শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২০০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। বর্তমানে প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে কাজ চলছে।

বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ

দেশের শিল্পায়নের গতিকে ত্বরান্বিতকরণ এবং শিল্পায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে ৪০০ একর আয়তন বিশিষ্ট বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মোট ৪৮,৯৯৬.০০ লক্ষ টাকা সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুন ২০১৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু হলে এতে ৮০১টি শিল্প প্লট তৈরি হবে। এসব শিল্প প্লটে ৫৭০টি রপ্তানিমুখী, আমদানি বিকল্প এবং দেশজ শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। এসব শিল্পকারখানায় প্রায় ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। বর্তমানে প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে কাজ চলছে।

সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ

সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে বিসিক ১৯৮৯ সাল থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশের লবণ মিল মালিকদের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ এবং সরবরাহ নিশ্চিত করে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের আয়োডিন ঘাটতিজনিত সমস্যা দূরীকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মোট ৭১০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ প্রকল্পের (৩য় পর্যায়) বাস্তবায়ন কাজ চলছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ইউনিসেফের সহায়তায় ইতোমধ্যে দেশব্যাপী ২৬৭টি সল্ট আয়োডাইজেশন প্ল্যান্ট (এসআইপি) বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে। ১৯৯৩ সালে দেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে আয়োডিন ঘাটতিজনিত সমস্যার হার ছিল ৬৮.৯৪ শতাংশ, বর্তমানে তা ৩৩.৮০ শতাংশে নেমে এসেছে। তাছাড়া ইতোমধ্যে দেশের ৮৪ শতাংশ পরিবারকে আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ ব্যবহারের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। আগামী ২০১৬ সালের মধ্যে দেশের ৯০ শতাংশ লবণে পরিমিত পরিমাণ আয়োডিন মিশ্রণ এবং ১০০ শতাংশ পরিবারকে আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণের ব্যবহারের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

বিসিক শিল্পনগরী, বরগুনা

বরগুনা জেলা সদরে শিল্পনগরী স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৭০৮.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের জমির মূল্য বৃদ্ধির কারণে ডিপিপি সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। মোট ১০.২১ একর জমিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এতে ৬১টি শিল্প **প্লটে ক্ষুদ্র**, মাঝারি ও টেক্সটাইল শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২২০০ লোকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৌচাষ ও মধু উৎপাদনের লক্ষ্যে ৯৩৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১২-জুন ২০১৬ সময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে। জুন ২০১৪ পর্যন্ত ১৩০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১২৯.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। বিগত ডিসেম্বর ২০১২ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত ১৮২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অগ্রগতির হার ৯৯.৬ শতাংশ।

শ্রীমঙ্গল শিল্পনগরী

মৌলবীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার উত্তরশুর মৌজার ২০ একর জমিতে ১৯৯০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ১৩০টি প্লটে ৯০-১০০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৫০০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ভৈরব, শিল্পনগরী

কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলার কালিকাপ্রসাদ মৌজায় ৪০ একর জমিতে ৫৮৪১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে উন্নত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাসহ পরিবেশবান্ধব স্থানে এ শিল্পনগরী স্থাপন করা হচ্ছে। উক্ত শিল্পনগরীতে ২৫১টি প্লটে ২৫১টি ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে ৩৮০০ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকবে। প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলছে।

পাবনা বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ

পাবনা জেলা সদরে ৩৯৪৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫০ একর জমিতে এ শিল্পনগরীর বাস্তবায়ন করা হবে। উক্ত শিল্প নগরীতে ৩৭৭টি প্লটে ২৫০টি ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প-কারখানা স্থাপন করা হবে। যার মাধ্যমে ২৫০০ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলছে।

ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে বিসিকের নতুন প্রকল্প

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের বিকাশ ও উন্নয়নে বিসিক তার সারা দেশব্যাপী বিস্তৃত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে চলমান সেবা-সহায়তা কার্যক্রমকে আরও জোরদার ও গতিশীল করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তাছাড়া আগামীতে বাস্তবায়নের জন্য বেশকিছু উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি তৈরি করে সরকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়েছে। এসব প্রকল্পসমূহ হচ্ছে : ১) রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ, ২) ধামরাই শিল্পনগরী সম্প্রসারণ, ৩) বিসিক শিল্পনগরী ঝালকাঠি, ৪) তেজগাঁও-এ বিসিকের বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ, ৫) টাঙ্গাইল শিল্পপার্ক, ৬) চড়াবৎঃু জবফঁপঃরড়হ ঃযৎড়ঁমষ রহপষঁংরাব ধহফ ংঁংঃধরহধনষব সধৎশবঃ (চজওঝগ), ৭) বিসিক প্লাস্টিক এস্টেট, ৮) বিসিকের নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্রের মেরামত, রক্ষণা-বেক্ষণ ও আধুনিকায়ন, ৯) বিসিক অটোমোবাইল এস্টেট, ১০) কেমিক্যাল পল্লী, ১১) বিসিক মুদ্রণ শিল্প এস্টেট, ১২) বিসিক শিল্পনগরী চুয়াডাঙ্গা, ১৩) বিসিক শিল্পনগরী সন্দীপ, ১৪) রাউজান শিল্পনগরী, ১৫) বিসিক শিল্পনগরী মানিকগঞ্জ, ১৬) ফটিকছড়ি শিল্পনগরী, ১৭) শতরঞ্চি শিল্পের উন্নয়ন (২য় পর্যায়) এবং ১৮) বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ।

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)

প্রেক্ষাপট

১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ সরকারের জারিকৃত অধ্যাদেশ ৩৭ (The Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 37 of 1985) এর মাধ্যমে সেন্ট্রাল টেস্টিং ল্যাবরেটরি (CTL) এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস ইন্সটিটিউশন (BDSI)-কে একীভূত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (BSTI) গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ তৎকালীন কৃষি পণ্য বিপণন ও শ্রেণীবিন্যাস পরিদপ্তরটিও (Department of Agricultural Grading and Marketing) বিএসটিআই'র সঙ্গে একীভূত হয়।

বিএসটিআই'র দায়িত্ব

দেশের একমাত্র জাতীয় মান সংস্থা হিসেবে বিএসটিআই'র মূল দায়িত্ব হচ্ছেঃ

ক) দেশে উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত শিল্পপণ্য, খাদ্য ও কৃষিজাত, রসায়ন, পাট ও বস্ত্র এবং প্রকৌশল পণ্যের জাতীয় মান প্রণয়ন।

খ) প্রণীত মান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পণ্যসামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষণ/বিশ্লেষণ এবং পরিদর্শনের মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মানের সার্টিফিকেশন প্রদান।

গ) ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরিতে স্থাপিত SI (System International) Unit এর ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড রক্ষণাবেক্ষন এবং দেশের সকল ল্যাবরেটরি, শিল্প কারখানা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং হাট বাজারে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতির ধারাবাহিক সুক্ষতা (Accuracy) নিশ্চিতকরণ। এ ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতির বাস্তবায়ন তদারকিসহ ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতির ক্যালিব্রেশন ও ভেরিফিকেশন কাজ করা।

ঘ) Management System Certification কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে দেশে শিল্পের বিকাশ, মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদন এবং পণ্য মানকে বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতায় উপযোগী করে তোলা বিএসটিআই'র লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশের পণ্যের মানকে আন্তর্জাতিক বাজারের উপযোগী করে তুলতে বিএসটিআই কাজ করে যাচ্ছে।

বিএসটিআই কাউন্সিল

দি বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৫ এর আওতায় বিএসটিআই কাউন্সিল গঠিত হয়। উক্ত অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিএসটিআই'র সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক বডি হচ্ছে বিএসটিআই কাউন্সিল। বর্তমানে কাউন্সিলের মোট সদস্য সংখ্যা ৩৩। শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী উক্ত কাউন্সিল কমিটির সভাপতি ও শিল্প সচিব উক্ত কমিটির সহ-সভাপতি। বিএসটিআই'র মহাপরিচালক উক্ত কাউন্সিল কমিটির সদস্য- সচিব।

বিএসটিআই'র জনবল

বিএসটিআই'র অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোতে বর্তমানে মোট জনবল ৬০১। প্রতিষ্ঠানের বর্তমান মোট জনবলের শ্রেণী বিন্যাস নিম্নরূপঃ

জনবলের শ্রেণী বিন্যাস

অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূণ্য পদ
১ম শ্রেণী - ১৬৬ ২য় শ্রেণী - ২০০ ৩য় শ্রেণী - ১৬০ ৪র্থ শ্রেণী - ৭৫	১ম শ্রেণী - ১১৯ জন ২য় শ্রেণী - ৯৪ জন ৩য় শ্রেণী - ১০৬ জন ৪র্থ শ্রেণী - ৬৩ জন	১ম শ্রেণী- ৪৭ ২য় শ্রেণী- ১০৬ ৩য় শ্রেণী- ৫৪ ৪র্থ শ্রেণী- ১২
মোট = ৬০১	৩৮২ জন	২১৯ জন

বিগত ৫ বছরে বিএসটিআই এর রাজস্ব খাতে মোট ১৩৫ জন জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০০৯ সালে মোট ১০ জন, ২০১০ সালে মোট ৬৭ জন, ২০১১ সালে ১০ জন এবং ২০১২ সালে মোট ৪৮ জন। এছাড়া বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের সরাসরি নিয়োগযোগ্য ৮৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। উল্লেখ্য, বিএসটিআই এর মোট অনুমোদিত জনবলের মধ্যে নতুনভাবে ১১৩টি পদ সৃজন করা হয়। বিএসটিআই এর কাজের পরিধি ও গুরুত্ব বিবেচনায় দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ১৫টি এবং ৩য় পর্যায়ে বিএসটিআই এর Management System Certification Cell কে কার্যকর করে তোলার লক্ষ্যে আরও ০৮টি পদ সৃজন করা হয়।

বিএসটিআই'র বাজেট

নিয়মিত সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনার ব্যয় বিবেচনা করে কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের উপর ভিত্তি করে সংস্থার বাজেট প্রণীত হয়। প্রণীত বাজেট অনুমোদনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে বিএসটিআই'র অনুকূলে সরকারি অনুদান দেয়া হতো। বিগত ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছর থেকে কোন সরকারি অনুদান দেয়া হয় না। ফলে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের মাধ্যমেই যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে। বিবেচ্য অর্থবৎসরে প্রতিষ্ঠানের আয় ৪৭ কোটি ৬২ লক্ষ ৫৮ হাজার ৯৮ টাকা ও ব্যয় ৩১ কোটি ৯৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭০০ টাকা।

উইং ভিত্তিক কার্যক্রম

বিএসটিআই'র কার্যক্রম ৬টি উইং এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয় ছাড়া চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল ও ঢাকা বিভাগে অবস্থিত ৬টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিএসটিআই এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

মান উইং

মান উইং আন্তর্জাতিক মান সংস্থা সমূহের নির্ধারিত মান সমূহের প্রতি গুরুত্বারোপপূর্বক দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, প্রযুক্তিগত ও কারিগরি জ্ঞান এবং আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কৃষি ও খাদ্য, পাট ও বস্ত্র, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স, রসায়ন এবং পুর ও যন্ত্রকৌশল এ পাঁচটি বিভাগের মাধ্যমে পণ্যের জাতীয় মান প্রণয়ন করে থাকে। বিএসটিআই এ পর্যন্ত ৩৪৪১ টি জাতীয় মান প্রণয়ন করেছে তন্মধ্যে ISO, IEC, CODEX ইত্যাদি আন্তর্জাতিক মানও বাংলাদেশ মান হিসেবে এডপ্ট করা রয়েছে। ৬টি বিভাগীয় কমিটি এবং তাদের অধীনে ৭১ টি শাখা কমিটি/কারিগরি কমিটি জাতীয় মান প্রণয়নের কাজে

নিয়োজিত রয়েছে। শাখা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত মানের সংখ্যা- ১১১ ও বিভাগীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত মানের সংখ্যা-১১৬।

বিশ্ব মান দিবস উদযাপন

সারা বিশ্বের সাথে সংহতি রেখে প্রতি বছরের মত বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) এর উদ্যোগে গত ১৪ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখ বিশ্ব মান দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বিএসটিআই অডিটরিয়ামে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দিন আবদুল্লাহ্ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব মান দিবস-২০১৩ উদ্যাপন

পদার্থ পরীক্ষণ উইং

পদার্থ পরীক্ষণ উইং (১) পুরকৌশল, পদার্থ ও যন্ত্রকৌশল বিভাগ (২) ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবং (৩) টেক্সটাইল বিভাগ নিয়ে গঠিত। এ উইং এর অধীনে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে ৩ (তিন)টি পদার্থ পরীক্ষণ ল্যাব রয়েছে।

১) পুরকৌশল, পদার্থ ও যন্ত্রকৌশল বিভাগের অধীনে সিমেন্ট টেস্টিং ল্যাব, ব্রিক টেস্টিং ল্যাব, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব ও কনডম টেস্টিং ল্যাব রয়েছে এবং এ সকল ল্যাবে সিমেন্ট, ব্রিক, এম এস রড, এ্যাঙ্গেল, প্লেট, কাষ্ট আয়রন পাইপ, বাইসাইকেল রিম,কনডম, টাইলস, সেনিটারী ফিটিংস, পিভিসি পাইপ, সেফটি রেজার ব্লেড, বল পয়েন্ট, স্টিল ট্র্যাংক, বুট, পেপার, সিজিএস সিট, হেলমেট, কনভেয়র বেল্ট,জিপি সিট, সিরামিক টেবিল ওয়ার ইত্যাদি পণ্যের নমুনা পরীক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হয়।

২) ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধীনে ইলেকট্রিক্যাল এবং ক্যাবল টেস্টিং ল্যাব, ফ্যান টেস্টিং ল্যাব, ইলেকট্রো মেকানিক্যাল এনার্জি মিটার টেস্টিং ল্যাব, লাইটিং Products টেস্টিং ল্যাব রয়েছে এবং এ সকল ল্যাবে পিভিসি ইন্সুলেটেড ক্যাবল, ফ্লেক্সিবল কর্ড, পাওয়ার ক্যাবলস এনামেল রাউন্ড কপার ওয়ার, সুইচ, সকেট,ইউপিএস, আইপিএস, ট্রান্সফরমার, ফ্যান রেগুলেটর, ইলেকট্রো মেকানিক্যাল মিটার, টিউব লাইট, সিএফএল, ইনক্যানডেসেন্ট ল্যাম্প, ব্যালাষ্ট, এলএএস ব্যাটারী, ওয়াচ ব্যাটারী, সার্কিট ব্রেকার, মিটার বক্স ইত্যাদি পণ্যের নমুনা পরীক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হয়।

৩) টেক্সটাইল বিভাগের অধীনে টেক্সটাইল মেকানিক্যাল ল্যাব এবং টেক্সটাইল কেমিক্যাল ল্যাব রয়েছে এবং এ সকল ল্যাবে কটন সুতা, পলিয়েষ্টার সুতা, পলিয়েষ্টার ব্লেড সার্টিং, পলিয়েষ্টার ব্লেড সুটিং, কাপড়ে রং এর স্থায়ীত্ব কটন ক্যানভাস, পপলিন কাপড়, গার্মেন্টস পণ্য, বিভিন্ন প্রকার ফাইবার আমদানিকৃত বস্ত্র ইত্যাদি পণ্যের নমুনা পরীক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হয়।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরসহ বিগত পাঁচ বছরে পদার্থ পরীক্ষণ ল্যাবে সম্পাদিত পরীক্ষণ কার্যক্রমের তথ্য

ক্রঃ নং	পরীক্ষিত নমুনার বিবরণ	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪
১।	ইলেকট্রিক মিটার পরীক্ষণের সংখ্যা	**৬,৫২,৪০০**	৬,৩০,৫০০	**৯,১৫,৯৫০**	**১০১৩৭০০**	**১০৯৫৬০০**
২।	সিএম এর আওতাভূক্ত বাধ্যতামূলক পুরকৌশল, পদার্থ ও যন্ত্রকৌশল বিভাগের পণ্য, ইলেকট্রিক্যাল এবং টেক্সটাইল পণ্য	**৪৬৩২**	৭৮৩৩	**৭১৭৭**	**৬৭১৯**	**৪৫৭৬**
৩।	রাজস্ব আয় টাকা (লক্ষ টাকায়)	**২৯৭.০৭**	৩১১.৩০	**৪০৪.৪০**	**৪১৭.৭৭**	**৩৬৮.৪০**

রসায়ন পরীক্ষণ উইং

রসায়ন পরীক্ষণ উইং (১) রসায়ন বিভাগ (২) ফুড ও ব্যাকটেরিওলজী বিভাগ নিয়ে গঠিত। অত্র উইং এর অধীনে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে ৩ (তিন)টি রসায়ন পরীক্ষণ ল্যাব রয়েছে। উক্ত ল্যাবগুলোতে দেশে উৎপাদিত পণ্য ও আমদানিকৃত / রপ্তানিযোগ্য পণ্যের (জৈব / অজৈব, খাদ্য/খাদ্যজাত পণ্য) রাসায়নিক পরীক্ষণ/বিশ্লেষণ কার্য সম্পাদন করা হয়।

রসায়ন বিভাগের অধীনে যে সকল ল্যাব রয়েছে তা হলো - Cement and Building materials Lab, Organic and inorganic materials Lab, Petroleum and Petroleum products Lab, Cosmetics Products Lab, GC-MS Lab, A A S Lab, H P L C Lab ইত্যাদি। এ সকল ল্যাবের মধ্যে GC-MS, A A S, H P L C যন্ত্রের মাধ্যমে Dairy products-এর Melamine ,খাদ্য পণ্যের Trace elements, পানির Trace elements, Vitamins – Minerals এবং খাদ্য পণ্যের Colour ,Preservatives ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা করা হয।

ফুড ও ব্যাকটেরিওলজী বিভাগের অধীনে যে সকল ল্যাব রয়েছে তা হলো - Procssed Fruits Lab, Bakery Lab, Water Lab, Microbiology Lab, Oils & Fat Lab, Dairy Products Lab, Cereal-pulses Lab। এ সকল ল্যাবের মাধ্যমে Cereal and Bakery product, Fruits and Fruit products, Dairy and Dairy products, Drinking Water and Beverages, Edible Oil and Fats products, Spices and Condiments, Sugar and Sugar products ইত্যাদি পণ্যসমূহ পরীক্ষা করা হয়।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরসহ বিগত পাঁচ বছরে রসায়ন পরীক্ষণ ল্যাবে সম্পাদিত পরীক্ষণ কার্যক্রমের তথ্য নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক্রঃ নং	পরীক্ষিত নমুনার বিবরণ	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪
১।	খাদ্যপণ্য, জৈব পণ্য ও অজৈব পণ্য	**১০১১৩ টি**	১২৮০৫ টি	১২৭৬০	১৪০৯২	১৪৩১৮
২।	রাজস্ব আয় টাকা (লক্ষ টাকায়)	২৭৪.৮২	৩৮৬.৩৫	৩৯০.৪১	৫০৩.৫৭	৬৫৪.৮১৭

সার্টিফিকেশন মার্কস (সিএম) উইং

সার্টিফিকেশন মার্কস কার্যক্রমের মাধ্যমে পণ্যসামগ্রীর মান নিয়ন্ত্রণ ও গুণগত মানের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। এছাড়া উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও গুণগত মান উন্নয়নে উদ্বুদ্ধকরণ ও পরামর্শ প্রদানও এ উইংয়ের দায়িত্ব। স্বেচ্ছায় ও বাধ্যতামূলক উভয় পদ্ধতিতেই এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। জনস্বার্থে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে গেজেটের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১৫৩টি পণ্যকে (৫৯টি খাদ্য পণ্যসহ অন্যান্য পণ্য) বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেশন মার্কস এর আওতায় আনা হয়েছে। ফলে বিএসটিআই থেকে এ সকল পণ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে গুণগতমান সনদ গ্রহণ ছাড়া বাজারজাত করা আইনতঃ দন্ডনীয় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ (সিএম) কার্যক্রম

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪
১।	নতুন লাইসেন্স প্রদানের সংখ্যা	১৪৫১	১৭২৫	১৬৩৮	১৬২৯	১৭৪২
২।	লাইসেন্স নবায়নের সংখ্যা	১২৯২	১৪১৪	১৪০৪	২৫৫৩	২২০২
৩।	আবেদন (লাইসেন্সের জন্য) প্রত্যাখ্যানের সংখ্যা	৪৯০	৫০৫	৭৭৯	৭৮৯	৬০২
৪।	রাজস্ব আয় (লক্ষ টাকায়)	২০০৩.৯৪	১৯৮৮.৩৫৩২৮	১৬৬৭.৩৯	৩২১৩.০০	৩০১৯.৬৭

মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কার্যক্রম

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪
১।	মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা	১৫১৩	১২৯১	১৩০৪	১১৭৮	১০৯৬
২।	মামলা দায়েরের সংখ্যা (মোবাইল কোর্ট)	১৮২২	১৭০২	১৫৫৭	১৪৯৬	১৭৫৮
৩।	মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা (মোবাইল কোর্ট)	১৮০৭	১৬৯২	১৫৪২	১৪৯৬	১৭৫৮
৪।	জরিমানা আদায়ের পরিমান **(লক্ষ টাকায়)**	৪৪৯.১৪	৪৩৮.৭৩৫	৩৫৫.৮৭	৪৭৩.১৩	৪০৩.১০
৫।	গত ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৩০ জন, ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ৯৪ জন এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৫৮ জন এবং ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক ৩০ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে এবং ৫৬ টি প্রতিষ্ঠানকে সীলগালা করা হয়েছে।					

সার্ভিলেন্স টীম পরিচালনার কার্যক্রম

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪
১।	সার্ভিলেন্স টীম পরিচালনার সংখ্যা	৩৮৫	৫১৮	৬৬০	৯১৮	৭৪৫
১১।	মামলা দায়েরের সংখ্যা (সার্ভিল্যান্স টীম)	৩৪৭	২৬৪	২০৭	৩৯৬	২৫৯
১২।	মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা (সার্ভিল্যান্স টীম)	৩১	-	-	০৪	১৬
১৩।	জরিমানা আদায়ের পরিমান (লক্ষ টাকায়)	১৬.১৩৫	-	-	১.৯৮	১.৫২

বিএসটিআই এর উদ্যোগে এবং একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর নেতৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালতে ২টি আইসক্রীম ফ্যাক্টরিতে জব্দকৃত নিম্নমানের আইসক্রীম ধ্বংস করা হচ্ছে।

মেট্রোলজি উইং

ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরিতে স্থাপিত SI (System International) Unit এর ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড রক্ষণাবেক্ষন এবং দেশের সকল ল্যাবরেটরি, শিল্প কারখানা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং হাট বাজারে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতির ধারাবাহিক সুক্ষতা (Accuracy) নিশ্চিতকরণ এই উইং এর প্রধান কাজ। 'The Standards of Weights and Measures Ordinance, 1982' এবং 'The Standards of Weights and Measures (Amendment) Act 2001 এর মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতির বাস্তবায়ন তদারকিসহ সারাদেশে মিটার, লিটার, প্লাটফরম স্কেল, পেট্রোল পাম্পের ডিসপেনসিং ইউনিট, ট্যাংক লরী, ষ্টোরেজ ট্যাংক ওয়েব্রীজ, বাটখারা, দাড়িপাল্লা ইত্যাদি যন্ত্রপাতির ভেরিফিকেশন কাজ মেট্রোলজি উইং কর্তৃক সম্পাদন করা হয়।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরসহ বিগত পাঁচ বছরে মেট্রোলজি উইং কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের তথ্য নিম্নে দেয়া হলো:

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪
১।	**পেট্রোল পাম্পের ডিসপেনসিং ইউনিট ভেরিফিকেশন**	**৪৯৯২**	৪৬১১	**৫৫২৮**	**৬০৪৪**	**৬৪৬১**
২।	**ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার সংখ্যা**	১৪১৩	১২৫১	**১৩০৪**	**১১৭৮**	**১০৯৬**
৩।	**মামলা দায়েরের সংখ্যা (ভ্রাম্যমান আদালত)**	২৮১৫	২২৪৭	**১৭০৬**	**১৪৯৮**	**১১৩৮**
৪।	**মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা (ভ্রাম্যমান আদালত)**	২৮১৫	২২৪৭	**১৭০৬**	**১৪৯৮**	**১১৩৮**
৫।	**জরিমানা আদায় (লক্ষ টাকায়) (ভ্রাম্যমান আদালত)**	৯০.০৩ লক্ষ	৫৩.৮২	**৪.৬৫**	**৩৮.৪১**	২৯.৭১
৬।	**জরিমানা কৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা**	২৮১৫	২২৪৭	১৭০৬	১৪৯৮	১১৩৮
৭।	**পরিচালিত স্কোয়াড/বিশেষ অভিযানের সংখ্যা**	৩৮৫	৫১৮	**৬৬০**	**৯১৭**	**৭৩৩**
৮।	**মামলা দায়েরের সংখ্যা (স্কোয়াড/বিশেষ অভিযান)**	**৭২০**	৩১২	**২৮৯**	**২৫২**	**১৭১**
৯।	**মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা (স্কোয়াড/বিশেষ অভিযান)**	**৩১৪**	০২	**০৭**	**২৯**	**০২**

ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা

EU, NORAD এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় এবং UNIDO এর কারিগরি সহায়তায় বিএসটিআইতে আন্তর্জাতিক মানের National Metrology Laboratory স্থাপন করা হয়েছে। ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরি তে - (i) Mass (ii) Length & Dimension, (iii) Temperature , (iv) Volume, density & Viscosity, (v) Time, Frequency & Electrical Measurement, (vi) Force & Pressure Laboratory নামে ৬টি ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। এ ল্যাবের মাধ্যমে দেশীয়শিল্প প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান **এবং** ল্যাবরেটরি সমূহে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতির ক্যালিব্রেশন করা হচ্ছে ।

ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরি (NML) কর্তৃক বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপক **যন্ত্রপাতি** Calibration **এর বিবরণঃ**

ক্রঃ নং	যন্ত্রপাতির বিবরণ	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪
১.	মেট্রিক বাটখারা (ওয়েটস)	৬৮০	৫৭৭	৫৪৭	৬৩৮	৯১৫
২.	ওজন যন্ত্র	৫০	১২২	৩০৩	৩১৮	৩৪৫
৩.	লেংথ মেজার ক) টেপ খ) স্টীল স্কেল	 ৬৭ ৬৩	 ৫৭ ৪৮	 ৫১ ৭৮	 ৭০ ১০১	 ৫৪ ৭৭
৪.	ভলিউম মেজার	৩৯৬	৩৬১	২৪৪	২৭২	৩১৫
৫.	স্লাইড ক্যালিপার্স	৩৪	৬০	৪৯	৪২	৬১
৬.	থার্মোমিটার	৬৫	৬৫	১৯	১১৪	১২৮
৭.	মাইক্রোমিটার	২৬	৩০	৩৬	৩৩	১৮
৮.	প্রেসার গেজ	৪০	৪১	২৮	৩২	৩৫
৯.	টেম্পারেচার গেজ	৩৬	২৯	-	০৪	১৮
১০.	থিকনেস গেজ	৫৫	৩৪	৩২	১৪	৩৭
১১.	টেম্পারেচার ইন্ডিকেটর	২৫	২৯	১৯	-	০৭
১২.	হাইগ্রোমিটার	১১	৬	১২	১৫	১৮
১৩.	রাজস্ব আয় (লক্ষ টাকায়)	৯০.৪০	১০৮.৩৯	১৪২.৭২	১৪৮.১৫	১৫৩.৬১
১৪.	স্টপ ওয়াচ	-	-	০৮	১০	১১

বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস উদযাপন

সারা বিশ্বের সাথে সংহতি রেখে প্রতি বছরের মত বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) এর উদ্যোগে গত ২০ মে, ২০১৪ তারিখ বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বিএসটিআই অডিটরিয়ামে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে এবং এফবিসিসিআই এর সভাপতি জনাব কাজী আকরাম উদ্দিন আহমদ ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো: ফরহাদ উদ্দিন উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস ২০১৪ উদযাপন

আঞ্চলিক অফিস থেকে পণ্যের পরীক্ষণ ও সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন

পণ্যের গুণগত মান স্বল্প সময়ে স্থানীয়ভাবে পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট প্রদানের লক্ষ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। বিভাগীয় অফিসগুলো (চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী) থেকে যে সকল পণ্যের পূর্ণাঙ্গ (রাসায়নিক ও পদার্থিক) পরীক্ষা করা যাচ্ছে ঐ সকল পণ্যের পরীক্ষা স্থানীয়ভাবে সম্পাদন করে সেখানেই সার্টিফিকেট প্রদান ও নবায়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক বর্তমানে কার্যক্রম চলছে। ফলে এসব কাজের জন্য উৎপাদনকারী/ব্যবসায়ীদের এখন আর ঢাকায় আসার প্রয়োজন হচ্ছে না। এর ফলে সময় সাশ্রয় হচ্ছে এবং সেবা প্রদান ত্বরান্বিত হচ্ছে।

বিএসটিআই'র ল্যাবরেটরি সমূহের এ্যাক্রেডিটেশন এবং বিএসটিআই প্রদত্ত টেস্ট রিপোর্টের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে সম্পাদিত কার্যক্রম

ল্যাবরেটরি এ্যাক্রেডিটেশন

বিএসটিআই এর সিমেন্ট ল্যাব (রসায়ন ও পদার্থ), ফুড ও মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ল্যাব এবং টেক্সটাইল টেস্টিং ল্যাবসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি সংস্থাপনসহ সকল ডকুমেন্টেশন তৈরি পূর্বক গত ১৭-০৬-২০১০ তারিখে ভারতের National Accreditation Board for Testing Laboratories (NABL) কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা হয়। ভারতের NABL থেকে Lead Assessor টীম দুই দফায় বিএসটিআই এর ল্যাবরেটরিগুলি Pre-Assesment এবং Final Assesment সম্পন্ন করে NABL আনুষ্ঠানিকভাবে ১৮-০৩-২০১১ থেকে ১৭-০৩-২০১৩ পর্যন্ত দুইবছর সময়ের জন্য ল্যাবসমূহকে এ্যাক্রিডিটেশন প্রদান করে। বর্তমানে বিএসটিআই এর অবশিষ্ট ল্যাবগুলোর এ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্তির কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

NABL কর্তৃক বিএসটিআই এর এ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্ত ল্যাবগুলির কার্যক্রম সন্তোষজনক পাওয়ায় ঘঅইখ থেকে পূর্বের এ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্ত প্যারামিটারগুলির এ্যাক্রেডিটেশন বহাল রাখা হয়েছে এবং নতুনভাবে Accreditation এর জন্য আবেদিত আরও ৭১টি প্যারামিটারের জন্য Accreditation প্রদান করা হয়েছে। সম্প্রতি এ্যাক্রেডিটেশনের মেয়াদ NABL কর্তৃক ২য় পর্যায়ে আগামী ০৯-০৪-২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং নতুনভাবে আরও ০৪টি পণ্যের এ্যাক্রেডিটেশন প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে মোট এ্যাক্রেডিটেড প্যারামিটারের সংখ্যা ১৪৩। পাশাপাশি বিএসটিআই এর চট্রগাম, খুলনা ও রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসের কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি পর্যায়ক্রমে Accreditation এর আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।

Product Certification এ্যাক্রেডিটেশন

বিএসটিআই এর Product Certification System কে এ্যাক্রেডিটেড করার লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে বিএসটিআই এর Voluntary Product Certification এর আওতায় ০৫টি পণ্য যথাঃ এডিবল জেল, প্রোটিন রিচ বিস্কুট, ওয়েফার বিস্কুট, চাটনী ও ফ্রুট ড্রিংকস পণ্যের সার্টিফিকেশন পদ্ধতির Accreditation এর জন্য গত ২৪-১০-২০১০ তারিখে ভারতের National Accreditation Board for certification Body (NABCB) বরাবর আবেদন করা হয়।

NABCB কর্তৃপক্ষ বিএসটিআই এর Product Certification System এর সকল ডকুমেন্টেশন ও সামগ্রিক পারফরমেন্স পর্যালোচনা করে গত ০৯-০১-২০১২ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ৩ (তিন) বছর সময়ের জন্য Accreditation প্রদানের সিদ্ধান্ত প্রদান করে। গত ৩১-০১-২০১২ তারিখ ভারতের ঘঅইঈই এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা Mr.B.Venkataraman বিএসটিআই পরিদর্শন করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত Accreditation সার্টিফিকেট বিএসটিআই এর মহা-পরিচালককে হস্তান্তর করেন।

বিএসটিআই এর Product Certification System কে পর্যায়ক্রমে পুরাপুরি এ্যাক্রেডিটেড করার লক্ষ্যে ২য় পর্যায়ে আরও ০৬ (ছয়) টি নতুন পণ্য যথাঃ সিমেন্ট, পাস্তুরাইজড মিল্ক, ফ্লেভারড মিল্ক, সয়াবিন অয়েল, এডিবল পামঅয়েল, রিফাইনড পাম অলিন পণ্যের সার্টিফিকেশন পদ্ধতির Accreditation এর জন্য ভারতের ঘঅইঈই বরাবরে আবেদন করা হয়েছিল। NABCB এর Assessment টিম কর্তৃক উক্ত পণ্যগুলির Product Certification System এর এ্যাক্রেডিটেশনের লক্ষ্যে Assessment কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয় এবং সম্প্রতি উক্ত ৬টি পণ্যেরও Accreditation প্রদান করা হয়।

National Metrology Laboratory এ্যাক্রেডিটেশন

NML এর ৬টি ল্যাবরেটরিকে এ্যাক্রেডিটেড করার লক্ষ্যে Norwegian Accreditation অথরিটি বরাবরে আবেদন করা হয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে গত ২৯-০৪-২০১৩ হতে ০২-০৫-২০১৩ পর্যন্ত সময়ে Norwegian Accreditation এবং Bangladesh Accreditation Board (BAB) এর যৌথ এসেসর টীম ল্যাবগুলি Assessment সম্পন্ন করেছেন। গত ২৬/১১/২০১৩ তারিখে Norwegian Accreditation ও Bangladesh Accreditation Board (BAB) কর্তৃক যৌথভাবে বিএসটিআই এর National Metrology Laboratories (NML) এর ০৬টি ল্যাবকে Accreditation প্রদান করেছে। তৎসময়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি উক্ত Accreditation সনদ আনুষ্ঠানিকভাবে বিএসটিআই এর মহাপরিচালককে হস্তান্তর করেন।

বিএসটিআই এর National Metrology Laboratories (NML) এর Accreditation সনদ প্রদান

Management System Certification বাস্তবায়ন

বিএসটিআইতে Management System Certification (MSC) চালু করা হয়েছে এবং উক্ত Management System Certification (MSC) কে নরওয়েজিয়ন এ্যাক্রেডিটেশন বডি কর্তৃক ৫ বছরের জন্য এ্যাক্রেডিটেড সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে বিএসটিআই তে Management System Certification Scheme (MSCS) চালু হওয়ায় বেসরকারি সংস্থা/ফার্মগুলোকে বিএসটিআই থেকে স্বল্প ব্যয়ে কোয়ালিটি ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 9001, পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 14001 এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 22000 বিষয়ে সার্টিফিকেট দেয়া হচ্ছে। বিএসটিআই থেকে এ পর্যন্ত ২৪ (চব্বিশ) টি Management System Certificate প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ISO সনদ প্রাপ্তির জন্য আরও বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রক্রিয়াধীন আছে।

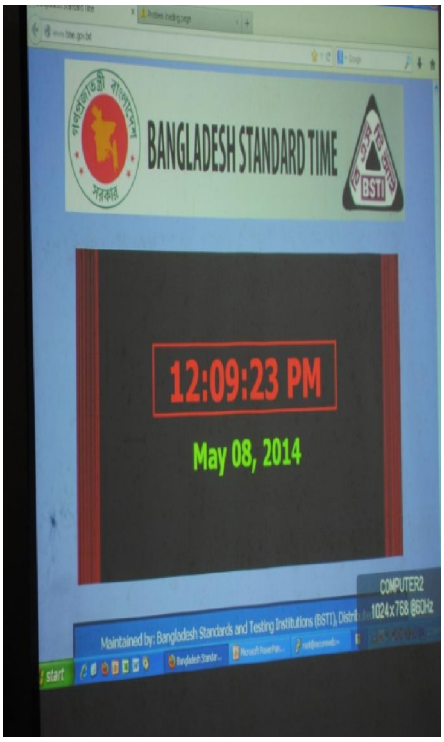

Bangladesh Standard Time ট্রান্সমিশনের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন

Compact Fluorescent Lamp (CFL) Testing ল্যাব স্থাপনঃ

বিএসটিআই প্রধান কার্যালয়ে জার্মানীর মবু এর আর্থিক সহায়তায় Energy Efficient Testing ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ল্যাবে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী পণ্য যেমনঃ Tubular Fluorescent Lamp, CFL, Magnetic Ballast, Electronic ballast নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

National Standards Body(NSB) **হিসেবে বিএসটিআই ১৯৭৪ সালে** ISO **সদস্যপদ লাভ করে। বিএসটিআই** IEC, APMP, OIML, BIPM, CICC এর সক্রিয় সদস্য। **এ ছাড়া বিএসটিআই** WTO-TBT, SAARC Standard Coordination Board, Codex, AFIT **এর ফোকাল/এনকোয়ারী পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে।**

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

ভূমিকা

শিল্প ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রসার, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ তৈরি/মেরামত, শিল্প কারখানা রক্ষণাবেক্ষণে আধুনিক কারিগরি কৌশল প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ এন্ড ডেভেলাপমেন্ট সেন্টার (আই.আর. ডি.সি.) এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকটিভিটি সার্ভিসেস (আই.পি.এস) নামের দুটি সংস্থাকে একত্রিত করে ১৯৬২ সালে 'পিটাক' প্রতিষ্ঠিত হয়, যা বর্তমানে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) নামে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন স্ব-শাসিত সংস্থা হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে । বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান । প্রতিষ্ঠানটি গভর্ণিং বডির নির্দেশনায় পরিচালিত হয়। মাননীয় শিল্প সচিব পদাধিকার বলে বিটাক গর্ভণিং বডির চেয়ারম্যান। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত মহাপরিচালক বিটাকের সার্বক্ষণিক প্রধান নির্বাহী। মহাপরিচালককে সহায়তা করার জন্য ৩ জন পরিচালক নিয়োজিত আছেন । পরিচালকগণের নিয়ন্ত্রণে প্রতি কেন্দ্রে একজন করে অতিরিক্ত পরিচালক আছেন, অতিরিক্ত পরিচালকবৃন্দ কেন্দ্র সমূহের কারিগরি ও প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকেন ।

বিটাকের কার্যক্রম

বিটাক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, শিল্প ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি আহরণ ও হস্তান্তর করে থাকে । এ ছাড়া শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান, শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নকশা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি/মেরামত করে দেশের শিল্পায়নে সহায়তা করে থাকে। এছাড়া এস.এম.ই সেক্টরে বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দিয়ে শিল্প সেক্টরের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে । বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কর্মকান্ডের সাথে সঙ্গতি রেখে মহিলাদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে হাতে-কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করছে ।

বিটাকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

১. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিল্প ক্ষেত্রে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের প্রযুক্তিগত এবং ব্যবস্থাপনা দক্ষতার মান উন্নয়ন করা,

২. শিল্প ক্ষেত্রে উন্নতর প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং হস্তান্তরসহ শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে পরামর্শ প্রদান করা,

৩. শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্যের গুনগত মানোন্নয়ন, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং স্থানীয় দ্রব্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে উৎপাদন প্রক্রিয়া নির্ধারণ, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নকশা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি করে দেশের শিল্পায়নে সহযোগিতা করা ,

৪. দেশের প্লাস্টিক প্রযুক্তি ও টুলস, জিগস, ফিক্সারস্ এবং মেটাল প্রসেসিং ডাই উন্নয়নে সার্বিক কারিগরি সহায়তা প্রদান করা ,

৫. সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সাথে সঙ্গতি রেখে মহিলাদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে হাতে-কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা।

বিটাকের কেন্দ্রসমূহ

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) এর ০৫টি আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে। যার বিবরণ নিম্নে পেশ করা হলোঃ

বিটাক, ঢাকা	তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ ,ফোন-৮৮৭০৬৮০,৮৮৭০২৬৬ ফ্যাক্স-৮৮-০২-৮৮৭০৭২৮,ই-মেইল- bitac@ dhaka.net
বিটাক, চট্টগ্রাম	সাগরিকা রোড, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম-৪২১৯, ফোন-(০৩১)২৭৭৩২১৪, ৭৫০০০৩ ফ্যাক্স-৮৮-০৩১-৭৫১৪৭৭ ই-মেইল- bitac2@bttb.net.bd
বিটাক, খুলনা	শিরোমনি শিল্প এলাকা, খুলনা-৯২০৪,ফোন- ৭৮৫৭৪৬, ৭৮৬০৫০ ফ্যাক্স-৮৮-০৪১-৭৮৫২৫৯, ই-মেইল- bitac@bttb.net.bd.
বিটাক, চাঁদপুর	কুমিল্লা রোড, ষোলঘর, চাঁদপুর -৩৬০০, ফোন- ৬৬৭০৩, ৬৩০৬০, ফ্যাক্স-৮৮-০৮৪১-৬৩৪৪০, ই-মেইল- bitac1@bttb.net.bd.
বিটাক, বগুড়া	নিশিন্দারা, কারবালা, বগুড়া ,ফোন- ০৫১-৫১৯৩১, ৬০৫২৭, ফ্যাক্স-৮৮-০৫১-৫১৯৩২

বিটাকের সেবার ক্ষেত্রসমূহ

বিটাকে উন্নত যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ এবং সুসজ্জিত ওয়ার্কশপ এবং পর্যাপ্ত দক্ষ প্রকৌশলী ও কারিগর রয়েছে। এ সকল যন্ত্রপাতি এবং দক্ষ প্রকৌশলী ও কারিগর দ্বারা গুণগতমান বজায় রেখে সূক্ষ্ম ও জটিল যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামত করে থাকে। বিটাক কারিগরি ক্ষেত্রে যে সকল সেবা প্রদান করে সেগুলো হলোঃ

- কনভেনশনাল মেশিনিং এর যাবতীয় সুবিধা
- কপি মিলিং
- প্রোফাইল গ্রাইন্ডিং
- মেটাল (ফেরাস ও নন-ফেরাস) এ্যানালাইসিস
- সি এন সি লেদ
- সি এন সি মিলিং
- সি এন সি মেশিনিং সেন্টার
- ই ডি এম ও ওয়্যারকাট ই ডি এম
- ষ্টীল কাষ্টিং
- পেন্টোগ্রাফ মিলিং
- সারফেস, সিলিন্ড্রিক্যাল ও বোর গ্রাইন্ডিং
- জিগ, ফিক্সার, প্রেস টুলস্ এন্ড প্লাস্টিক টুলস্ মেকিং
- টুলস এন্ড কার্টার গ্রাইন্ডিং
- ওয়েল্ডিং ও ফেব্রিকেশন
- লাইট ফোর্জিং
- ফাউন্ড্রি (ফেরাস এন্ড নন ফেরাস কাষ্টিং)
- হিট-ট্রিটমেন্ট
- ইলেকট্রোপ্লেটিং
- ডিজাইন এন্ড ড্রাফটিং
- ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল মেন্টেন্যান্স্

বিটাক উল্লেখিত কারিগরি সেবার সমন্বয়ে বিভিন্ন আমদানি বিকল্প যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ তৈরিতে যথাযথ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করে জাতীয় অর্থনীতিকে স্বাবলম্বী করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে আসছে। বিশেষ করে হিট-ট্রিটমেন্ট ও যন্ত্রাংশ তৈরিতে প্রয়োজনীয় ম্যাটেরিয়াল প্রয়োগ এবং প্লাস্টিক টেকনোলজিতেও বিটাকের বিশেষ অভিজ্ঞতা রয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বিটাকের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের কারিগরি জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি তথা মানব সম্পদ উন্নয়ন অন্যতম। বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্যবস্ত হলো মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন । সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিটাক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করে মানব সম্পদ উন্নয়ন, দেশের অভ্যন্তরে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে । এ প্রশিক্ষণের ফলে বিদেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় বৈদেশিক নিয়োগের মাধ্যমে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও বিটাক সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। দেশীয়শিল্পে নিয়োজিত জনবলের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিটাক বিভিন্ন ট্রেডে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটস, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং টি.টি.সি/ভিটিআইসহ বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীগণ প্রতি বছর বিটাক হতে এ্যাট্যাচমেন্ট ট্রেনিং নিয়ে থাকে । দক্ষ কারিগরি জনশক্তি সৃষ্টি ও শিল্প ক্ষেত্রে নিয়োজিত জনবলের কারিগরি দক্ষতার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিটাক বছরে তিনবার ১২টি ট্রাডিশন্যাল ট্রেডে ১৪ সপ্তাহব্যাপী এবং ১৫টি ট্রেডে ৪/৬ সপ্তাহব্যাপী স্বল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকে । প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসনের জন্য বিটাক, ঢাকায় পুরুষদের জন্য একটি তিন তলা এবং মহিলাদের জন্য একটি পাঁচ তলা বিশিষ্ট ডরমিটরী ভবন, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে একটি দ্বিতীয় তলা বিশিষ্ট, এবং খুলনা ও বগুড়ায় একতলা বিশিষ্ট একটি করে ডরমিটরী ভবন রয়েছে।

বিটাকের প্রশিক্ষণ

বিটাক কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কারিগরি প্রশিক্ষণ হতে উন্নততর। বিটাকের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ব্যবহারিক কার্যক্রমের আওতায় বিশেষতঃ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ সংক্রান্ত উচ্চ প্রযুক্তিগত আন্তর্জাতিক মানের কোর্স কারিকুলাম অনুসরণ করা হয়। যার ফলে প্রতিজন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ শেষে স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ দক্ষতা কাজে লাগিয়ে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করে। প্রক্ষিণার্থীদের হাতে কলমে শিক্ষা দেয়ার জন্য বিটাকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ বৃহৎ ওয়ার্কসপ রয়েছে। এছাড়া, এখানে বেশ কিছু আধুনিক প্রশিক্ষণ সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক রয়েছেন।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে মেশিন সপ, ওয়েল্ডিং ইলেকট্রিক্যাল মেনটেন্যান্স সহ ১৪ সপ্তাহব্যাপী নিয়মিত বিভিন্ন কোর্সে ২৮৮ জনকে,সিএনসি ও পিএলসির উপর ১৩৮ জনকে এবং ৯৯৯ জনকে এ্যাট্যাচমেন্ট ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া আত্ন- কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পের আওতায় অটোক্যাড,ওয়েল্ডিং,ইলেকট্রিক্যাল মেনটেন্যান্স, রেফ্রিজারেশান এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং সহ বিভিন্ন ট্রেডে একেই অর্থ বছরে ১২১৬ জন মহিলা ও ১৯২৫ জন পুরুষকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বিটাকের এ্যাট্যাচমেন্ট প্রশিক্ষণ

আমদানি বিকল্প যন্ত্র/যন্ত্রাংশ তৈরির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়

আমদানি বিকল্প যন্ত্র/যন্ত্রাংশ তৈরি বাবদ দেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় বিটাকের অন্যতম উদ্দেশ্য। বিটাক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কোন পণ্য উৎপাদন বা বাজারজাত করে না। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে/চাহিদার ভিত্তিতে শুধু কারিগরি সহায়তামূলক সেবা হিসেবে আমদানি বিকল্প যন্ত্র/যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামত করে দেশের শিল্প কলকারখানা চালু রাখতে তথা উৎপাদন অব্যাহত রাখতে সহায়তা প্রদান করে । বিটাকের গ্রাহক সেবার তালিকায় বাংলাদেশ রেলওয়ে, সারকারখানা, চিনিকল, কাগজকল, সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, সিরামিক ফ্যাক্টরি, টেক্সটাইল মিলস, জুট মিলস, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পাওয়ার গ্রীড কোং, তিতাস গ্যাস কোম্পানি, ঔষধ প্রস্ততকারী প্রতিষ্ঠানসহ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান অর্ন্তভূক্ত রয়েছে।

আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামত করে যাতে দেশের আরো বেশি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা যায় এ ব্যাপারে বিটাক সব সময় সচেষ্ট। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের আমদানি বিকল্প যন্ত্র/যন্ত্রাংশের চাহিদা সম্পর্কে বিটাকের প্রকৌশলীগণ সার্বক্ষনিকভাবে যোগাযোগের মাধ্যমে সব সময় অবহিত থাকেন এবং দেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুহকে যন্ত্র/যন্ত্রাংশ আমদানি না করে বিটাক হতে তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করেন। এ প্রক্রিয়ায় আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরির পরিমাণ প্রতি বছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ধারা আগামী বছরগুলোতে অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে । বিটাক কর্তৃক তৈরিকৃত যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ আমদানি বিকল্প পণ্য হিসেবে প্রতিবছর দেশের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করে থাকে। এ সকল যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ তৈরির মাধ্যমে অর্জিত আয় দ্বারা বিটাকের মোট ব্যয়ের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ নির্বাহ হয়ে থাকে।

গবেষণা ও উন্নয়ন

উৎপাদন কর্মকান্ডের পাশাপাশি দেশীয়শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বিটাক গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে । ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বিটাক কর্তৃক নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আওতায় সম্পন্ন করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	কাজের বিবরণ	পরিমাণ
	যমুনা সারকারখানা তারাকান্দি,সরিষাবাড়ি, জামালপুর।	যমুনা সারকারখানা,তারাকান্দির টর্ক কনর্ভাটারের যন্ত্রাংশ তৈরি করা হয়- যা ইতোপূর্বে স্থানীয়ভাবে তৈরি /মেরামত করা সম্ভব হয়নি। এর আমদানি মূল্য ১ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে বিটাক মাত্র ১০ লক্ষ টাকায় বর্নিত কাজটি করে সরবরাহ করে- যা বর্তমানে সংশ্লিষ্ট মিলে সফলতার সাথে চলছে।	
০২	টিএসপি কমপ্লেক্স,পতেঙ্গা,চট্টগ্রাম।	টিএসপি কমপ্লেক্স,পতেঙ্গা,চট্টগ্রাম এর এসিড ডিষ্ট্রিবিউশন প্লান্টের জন্য ট্রাফ তৈরি করা হয়। যা ইতোপূর্বে স্থানীয়ভাবে তৈরি করা সম্ভব হয়নি। বিটাক আলোচ্য কাজটি সঠিক ভাবে সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট মিলে সরবরাহ করে এবং যা সালফিউরিক এসিড ক্ষয়রোধক ম্যাটেরিয়াল দ্বারা তৈরি। ইহার আমদানি মূল্য ১০ কোটি টাকা । পক্ষান্তরে বিটাক বর্নিত কাজটি সঠিক ভাবে সম্পন্ন করে মাত্র ২ কোটি ৭ লক্ষ টাকায়।	
০৩।	ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র,ঘোড়াশাল,নরসিংদী।	ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নরসিংদীর ফিড ওয়াটার পাম্পের জন্য ওয়েল কুলার তৈরি করা হয়। বর্নিত যন্ত্রাংশ স্থানীয়ভাবে ইতোপূর্বে তৈরি করা সম্ভব হয়নি। বিটাক সফল ভাবে কাজটি সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট মিলে সরবরাহ করে- যা সঠিক ভাবে চলছে। যার আমদানি মূল্য ১ কোটি টাকা। বিটাক আলোচ্য কাজটি মাত্র ২৫ লক্ষ টাকায় সম্পন্ন করেছে।	

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে বিটাকের ভূমিকা

ধোলাইখাল ভিত্তিক লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে কর্মরত জনবলের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিটাক কর্তৃক হাতে-কলমে/ ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের টুল ড্রেসিং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের কর্মকান্ড

বিটাক শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং স্থানীয় দ্রব্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে উৎপাদন প্রক্রিয়া নির্ধারণ, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নকশা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি করে দেশের শিল্পায়ণে সহযোগিতা করে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। বিটাকের ওয়ার্কসপগুলোতে নতুন সিএনসি মেশিনারিজ সংযোজন করে সেবা গ্রহণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নততর কারিগরি সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বিটাক যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম তৈরি/মেরামত করে ১৯৯৮.৬৬ লক্ষ টাকা আয় করে।

বিটাকের কেন্দ্রওয়ারী আয়ের পরিসংখ্যান

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	কেন্দ্রের নাম	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর আয়ের		
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত আয়	শতকরা হার(%)
১.	বিটাক, ঢাকা	১১৭১.০৩	১০৪১.৮৪	৮৮.৯৭%
২.	বিটাক, চট্টগ্রাম	৫৬০.০০	৫২৪.৫৭	৯৩.৬৭%
৩.	বিটাক, চাঁদপুর	২০০.০০	১৫০.১৮	৭৫.০৯%
৪.	বিটাক, খুলনা	২২০.০০	১৫৮.৬২	৭২.১০%
৫.	বিটাক, বগুড়া	১০০.০০	১২৩.৪৫	১২৩.৪৫%
	সর্বমোটঃ	২২৫১.০৩	১৯৯৮.৬৬	৮৮.৭৯%

উন্নয়ন কার্যক্রম

১. সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত যুবক-যুবতীদের ''হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে Extension of BITAC for Self-employment and

Poverty Alleviation through hands on technical training highlighting women" শীর্ষক প্রকল্পটি ৩২৩৫.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই/২০০৯-জুন/২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এ প্রকল্পে ১২১৬ জন মহিলা ও ১৯২৫ জন পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে ৬১৭ জন পরুষ এবং ৫২৭ জন মহিলাসহ সর্বমোট ১১৪৪ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২. বিটাকের কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত ২টি নতুন প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত হয়।

১. Strengthening of BITAC for the Establishment of an Institute for Tool Technology with Common Testing Facilitities.
২. Upgradation and Expansion of Existing Automobile Workshop, Testing & Training Facility of BITAC

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

বিআইএম একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এর সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী সভা পরিচালনা পর্ষদ। পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশনা অনুযায়ী weAvBGgÛi প্রধান নির্বাহী হিসাবে মহাপরিচালক প্রতিষ্ঠানটিকে পরিচালনা করে থাকেন। ৩ (তিন) জন পরিচালক এ বিষয়ে তাঁকে সহযোগিতা করেন। এছাড়া চট্টগ্রাম ও খুলনা আঞ্চলিক কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন ২ (দুই) জন উপ-পরিচালক। সরকারি অনুদান এবং নিজস্ব আয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা weAvBGgÛi ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

২০১৩-১৪ সনের বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের কর্মকান্ডের বিবরণঃ

বিআইএম-এর বার্ষিক প্রশিক্ষণপঞ্জিভুক্ত প্রশিক্ষণ

ক্র. নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের ধরণ	২০১৩-২০১৪				২০১২-২০১৩ অর্জন	
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন			
		কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	নিয়মিত দিবা কোর্স	২৪	২৮৮	২১	২৫৭	০৯	১১৭
২	নিয়মিত সান্ধ্যকালীন কোর্স	৫০	৬০০	৩৫	৬১৯	৩৭	৭৩৯
	মোট	**৭৪**	**৮৮৮**	**৫৬**	**৮৭৬**	**৪৬**	**৮৫৬**
৩	**অনুরোধকৃত কোর্স**	**-**	**-**	**৫৬**	**১৫৭৪**	**২২**	**৪৪৬**
	সর্বমোট	**৭৪**	**৮৮৮**	**১১২**	**২৪৫০**	**৬৮**	**১৩০২**

এ বছরে প্রশিক্ষণপঞ্জিভূক্ত প্রশিক্ষণ কোর্স ও প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। তবে অনুরোধকৃত ও বিশেষ প্রশিক্ষণসহ সার্বিকভাবে বিগত বছরের তুলনায় কোর্সের সংখ্যা এবং অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩-১৪ সালে বিআইএম প্রথমবারের মত এক অর্থ বছরে দুই সহস্রাধিক প্রশিক্ষণার্থীকে সেবা প্রদান করেছে, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৮৮% বেশী ।

অনুরোধকৃত এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

বিগত বছরের মত বিআইএম এ বছরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুসারে (ঞধরষড়ৎ গধফব) প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করেছে। বেসরকারি খাতের পাশাপাশি সরকারি খাতের ব্যবস্থাপকীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যকে প্রাধান্য দিয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রকল্পের আওতায় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইউএনওসহ উপজেলা পর্যায়ের আরো ৫/৬জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। একইভাবে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় সারাদেশের সরকারি ও বেসরকারি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট ও টিটিসি-এর প্রধানগণকে ফাইনানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট, পিপিআর ও প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উপর ৩ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পাওয়ার ডিভিশনের কর্মকর্তাদের 'কাস্টমার সার্ভিস এক্সেলেন্স' বিষয়ে, বাংলাদেশের সকল পৌরসভার কর নির্ধারক ও আদায়কারীদেরকে 'অফিস ম্যানেজমেন্ট ও ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ে, ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কোঅর্ডিনেশন অথরিটির কর্মকর্তাবৃন্দকে 'আরবান ট্রান্সপোর্টেশন প্ল্যানিং' বিষয়ে এবং ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রডাক্টিভিটি প্রজেক্টের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নিজস্ব কার্যক্রমের পাশাপাশি সরকারি খাতে ক্রয়ের দক্ষতা বৃদ্ধিতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নকৃত 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ট্রেনিং'-এর জন্য জাতীয় পর্যায়ের অন্যতম প্রশিক্ষণ আয়োজক হিসাবে বিআইএম অবদান রেখে চলেছে। নিয়মিত ও অনুরোধকৃত কোর্সের পাশাপাশি ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ে সর্বমোট ১৯ টি বিশেষ কোর্স আয়োজন করা হয়েছে। তন্মধ্যে, ই-গভর্ণ্যান্স এন্ড আইসিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর ইমপ্লিমেন্টেশণ অব ডিজিটাল

বাংলাদেশ, ফান্ডামেন্টাল অব টেকনোলজিকাল ইনোভেশন ইন অর্গানাইজেশন, প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপ ইন বাংলাদেশ, টেকনোলজিকাল ইনোভেশন ম্যানেজমেন্ট ফর এন্টারপ্রাইজেস টু বি গ্লোবালি কম্পিটেটিভ, কম্পিটেন্সি বেইজড ইন্টারভিউইং স্কিল, ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং অন্যতম।

১ (এক) বৎসর মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সসমূহ

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীদের জ্ঞান ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য বিআইএম, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, শিল্প ব্যবস্থাপনা, বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং কম্পিউটার সায়েন্স এই ৫টি বিষয়ের উপর দিবা -সান্ধ্যকালীন স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স আয়োজন করছে। এক বৎসর মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সসমূহের ২০১৪ সেশনে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা ক্যাম্পাসে সর্বমোট ৮৬৭ জন প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি হয়েছে । ২০১৪ সেশনে এক বৎসর মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সসমূহে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা ক্যাম্পাসে ব্যাচ ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দের সংখ্যা নিম্নরূপঃ

	ডিপ্লোমা কোর্সের সংখ্যা	ব্যাচ সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
ঢাকা ক্যাম্পাস	৫	১০	৬৬৩
চট্টগ্রাম ক্যাম্পাস	১	৩	১৫৪
খুলনা ক্যাম্পাস	১	১	৫০
সর্বমোট	৫	১৪	৮৬৭

স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সসমূহের ২০১৪ সেশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এম.পি.

৬ (ছয়) মাস মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সসমূহ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তৈরি পোশাক খাতের গুরুত্বকে বিবেচনা করে ২০০৮ সালে সোস্যাল কমপ্লায়েন্স বিষয়ে ৬ (ছয়) মাস মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সের পরিচালনা শুরু হয়। এ পর্যন্ত এ কোর্সে সর্বমোট ২৭১ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ গ্রহণ করেছেন। ২০১৪ সালে ৪৪ জন প্রশিক্ষণার্থী কোর্সটিতে অংশ গ্রহণ করেছেন। ২০১৩ সালে জার্মান সাহায্য সংস্থা জিআইজেড-এর সহায়তায় 'প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট মেজর ইন লীন ম্যানুফেকচারিং' শীর্ষক একটি নতুন ৬ (ছয়) মাস মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সের প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে যাতে প্রথম ব্যাচে ৯ জন প্রশিক্ষণার্থী তাঁদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন এবং দ্বিতীয় ব্যাচে আরো ১৫ জন প্রশিক্ষণার্থী তাঁদের প্রশিক্ষণ শুরু করেছেন।

গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের ২০১৩-১৪ বর্ষে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা ও পরামর্শ সেবার কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। যার মধ্যে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসায়িক সম্ভাব্যতা যাচাই এবং দূর্যোগ ব্যবস্থাপণা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এম্পলয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম ফর দ্য পুওরেস্ট (ইজিপিপি) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিস্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য গাইডেন্স ম্যাটেরিয়াল ও প্রশিক্ষণ পুস্তিকা রচনা, ছাপানো ও সরবরাহ অন্যতম। এছাড়াও ২০১৩-১৪ সালে বিভিন্ন সংস্থার চাকুরী প্রার্থীদের বাছাই প্রক্রিয়া সম্পাদনে বিআইএম মূখ্য ভূমিকা রেখেছে। এ সকল সংস্থার মধ্যে রয়েছে - বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, ইলেক্ট্রিক জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোং লিঃ, পদ্মা অয়েল কোঃ লিঃ, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই), বাখরাবাদ গ্যাস আদর্শ বিদ্যালয়, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, বিআইডব্লিউটিসি, ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোঃ অব বাংলাদেশ অন্যতম ।

সুপ্রিম কোর্টে ব্যবস্থাপণার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধি

প্রশিক্ষণ, গবেষণা, পরামর্শ সেবা কার্যক্রমের পাশাপাশি ২০১৩-১৪ সালে ‖eA\BGgûi অনুষদ সদস্যবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল যা নিম্নে উপস্থাপিত হলঃ

কর্মকর্তার পদবী	সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	সময়কাল	স্থান
উর্দ্ধতন ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা	০২	ই-লার্নিং কোর্স অন দ্য ইনফরমেশন সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট বেইস্ড অন আইএসও ২৭০০০ সিরিজ	আগস্ট ২৬-২৯, ২০১৩	গ্লোবাল ডিসটেন্স লার্ণিং সেন্টার, ব্রাক ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ।
উর্দ্ধতন ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা	০১	এডভান্সড সি-থ্রি ট্রেইনার্স কোর্স	নভেম্বর ০৪-০৬, ২০১৩	জিআইজেড, ঢাকা।
ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা, উর্দ্ধতন গবেষণা কর্মকতা	০২	ফান্ডামেন্টাল অব টেকনোলজিকাল ইনোভেশন ইন অর্গানাইজেশন	নভেম্বর ০১-০৯, ২০১৩	বিআইএম, ঢাকা ।
মহাপরিচালক, ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা, সহযোগী ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা	০৩	ডিসেন্ট্রালাইজেশন এন্ড লোকাল ডেভেলপমেন্ট	ডিসেম্বর ৮-১২, ২০১৩	রূপসী বাংলা, ঢাকা ।
উর্দ্ধতন ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা	০১	ফার্স্ট ইন্টারনেশনাল উই ট্রেইনার কনফারেন্স	জানুয়ারি ৮-১১, ২০১৪	হংকং।

পরিচালক	০১	জেন্ডার ট্রেনিং মডিউল ফর পাবলিক সেক্টর সিনিয়ার ম্যানেজার	মার্চ ১৮, ২০১৪	বিয়াম, ঢাকা।
সহযোগী ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা	০১	প্রোটকল ফরমালিটি এন্ড আর্টিকুলেশন	মার্চ ৩০- এপ্রিল ০৩, ২০১৪	বিএসটিডি, ঢাকা ।
ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা	০১	ট্রেনিং অব ট্রেইনার্স	এপ্রিল ২৮-৩০, ২০১৪	ইউএন-এপিসিআইসিটি ঢাকা।
গবেষণা কর্মকর্তা	০১	রিসার্চ মেথোডলোজি উইথ এপ্লিকেশন অব এসপিএসএস	মে ১১-২২, ২০১৪	বিআইএম, ঢাকা ।
ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা	০১	কেইস রাইটিং কর্মশালা	জুন ০২, ২০১৪	আইবিএ, ঢাকা ।
পরিচালক, ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা	০২	ট্রেনিং প্রোগ্রাম অন প্রোপজড্ এস্টাবলিশমেন্ট অব এ টেকনোলোজি ইনোভেশন সাপোর্ট সেন্টার	জুন ১৮-১৯, ২০১৪	ডিটিসিএ, ঢাকা।
সহযোগী ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা	০১	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, নাগরিক সেবা প্রদান ও সুসাশন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহনের প্রয়োজনীয়তা'	জুন ২৬, ২০১৪	জাতীয় পরিকল্পণা উন্নয়ন একাডেমি, ঢাকা।

এছাড়া নিম্নেবর্ণিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনের মাধ্যমে wewBGgûi কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছেঃ

ক্র.ন.	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর ধরণ ও সংখ্যা
১.	৩ দিনব্যাপী প্রোডাক্টিভিটি ইম্প্রুভমেন্ট টেকনিকস্ ফর বিআইএম ফ্যাকাল্টি মেম্বারস্ এন্ড অফিসারস (এনপিও-এর সহযোগিতায়)	wewBGgûi ২৩ জন ফ্যাকাল্টি মেম্বারস্ ও কর্মকর্তা
২.	২ দিনব্যাপী উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের কলাকৌশল	wewBGgûi ২০ জন কর্মচারী
৩.	৩ সপ্তাহব্যাপী বেসিক কম্পিউটার লার্ণিং	wewBGgûi ১১ জন কর্মচারী
৪.	গাড়ীর যান্ত্রিক জ্ঞান (জার্মান বাংলাদেশ ট্রেনিং সেন্টার)	wewBGgûi ৫ জন গাড়ীচালক
৫.	৬ সপ্তাহব্যাপী অরিয়েন্টেশন ট্রেনিং প্রোগ্রাম অন ট্রেনিং অব ট্রেইনার্স	wewBGgûi নবনিযুক্ত ১০ জন ফ্যাকাল্টি মেম্বারস্ ও ১ জন কর্মকর্তা

ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহারের অগ্রগতি

- wewBGgûi নিজস্ব ব্যবহারের জন্য পারসোনেল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (পিআইএমএস) স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে ।
- ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণার্থীদের সুবিধার্থে মোবাইল এপস্ চালু করা হয়েছে।
- ঢাকা, খুলনা ও চট্টগ্রাম ক্যাম্পাসের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে ।
- পূর্ববর্তী বছরের ধারাবাহিকতায় বিআইএম-এ স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সসমূহে ২০১৪ সালে পূর্ণাঙ্গ অন-লাইন ভর্তি প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে;
- প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের মূল্যায়নের ভিত্তিতে সকল প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন করতে অন-লাইন ট্রেনিং ইভালুয়েশন সিস্টেম প্রচলন করা হয়েছে।
- দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির আওতায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ইলেকট্রনিক্স লাইব্রেরী বিআইএম এর প্রশিক্ষক,

প্রশিক্ষণার্থী ও প্রাক্তন প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ ন্যূনতম ফি এর বিনিময়ে ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রকাশনা খাতে উন্নয়ন

● যথাযথ নীতিমালার অভাবে ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক জার্নাল (Management Development) প্রকাশনা নিয়মিতকরণ সম্ভব হচ্ছিল না। জার্নালটির প্রকাশনা বিষয়ে একটি ''Standard Operational Procedure (SOP)'' প্রণয়ন করা হয়েছে এবং দীর্ঘ বিরতির পর জার্নাল প্রকাশিত হয়েছে।

● বিআইএম-এর কার্যক্রমের তথ্যভান্ডার গড়ে তুলতে এবং এই তথ্যের অবাধ প্রাপ্তি সহজ করতে ষান্মাসিক তথ্যপত্র 'বিআইএম বার্তা'র যাত্রা শুরু হয়েছে। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৩ সময়কালে বিআইএম'র কর্মকান্ডের তথ্য নিয়ে 'বিআইএম বার্তা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘ বিরতির পর ২০১২-১৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে ।

বিআইএম এর জনবল কাঠামো

কর্মকর্তা/কর্মচারীর শ্রেণী	*অনুমোদিত পদ*	*কর্মরত পদ সংখ্যা*			*শূণ্য পদ সংখ্যা*	*সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদ সংখ্যা*
		পুরুষ	*মহিলা*	*মোট*		
১ম শ্রেণী	৫৮ টি	২৯ টি	৫ টি	৩৪ টি	২৪ টি	০৮ টি
২য় শ্রেনী	৫ টি	৫ টি	-	৫ টি	-	-
৩য় শ্রেনী	৫২ টি	২৯ টি	৮ টি	৩৭ টি	১৫ টি	১১ টি
৪র্থ শ্রেনী	৪৫ টি	৩৭ টি	৩ টি	৪০ টি	০৫ টি	০৪ টি
মোট	১৬০ টি	১০০	১৬ টি	১১৬ টি	৪৪ টি	২৩ টি

wewAwBGgÛi কার্যক্রম বিস্তৃত করার লক্ষ্যে এর জনবল কাঠামো পুণ:র্বিন্যাসের প্রক্রিয়া মন্ত্রণালয় পর্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। শূণ্যপদসমূহে নিয়োগ প্রদানের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ২০১৩ সালে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ১১ জন কর্মচারীকে এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে ৫ জন ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা ও ৫ জন সহযোগী ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টাসহ ১২ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। wewAwBGgÛi অনুমোদিত জনবল কাঠামোতে সর্বমোট ১৬০টি পদ রয়েছে, যাতে বর্তমানে ১৬ জন নারীসহ ১১৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। বর্তমানে শূণ্য পদের সংখ্যা ৪৪টি যার মধ্যে সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদ ২৩ টি। উক্ত ২৩ টি পদের মধ্যে ৫টির শূণ্য পদে নিয়োগের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে এবং নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর

সাবেক পেটেন্ট অফিস ও ট্রেডমার্কস রেজিস্ট্রি অফিস দুটিকে একীভূত করে ২০/৩/২০০৪ তারিখ হতে এ অধিদপ্তরের কার্যক্রম শুরু হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর একটি জাতীয় অফিস হিসাবে মেধাসম্পদ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)'র মূল কার্যক্রম হল নতুন আবিস্কারের জন্য পেটেন্ট স্বত্ব মঞ্জুর করা, নতুন উদ্ভাবিত ওহফঁংঃৎরধষ Design নিবন্ধন করা এবং ট্রেডমার্কস এর স্বত্ব সংরক্ষণের জন্য ট্রেডমার্কস নিবন্ধন করা এবং নতুন আবিষ্কারকে উৎসাহিত করা । এ কারণে যে কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এরূপ দপ্তরের গুরুত্ব অপরিসীম।

জনবল সংক্রান্ত তথ্য

পদ	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা	কর্মরত পদ সংখ্যা	শূন্য পদ সংখ্যা
প্রথম শ্রেণী	৪২	২৭	১৫
দ্বিতীয় শ্রেণী	০৫	০৩	২
তৃতীয় শ্রেণী	৫৩	৩৭	১৬
চতুর্থ শ্রেণী	১৩	১০	৩
মোট	১১৩	৭৭	৩৬

রাজস্ব প্রাপ্তি

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সর্বমোট রাজস্ব আয় ১০,৫৮,৫৮,১০০/- (দশ কোটি আটান্ন লক্ষ আটান্ন হাজার একশত) টাকা ।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস সংক্রান্ত আবেদন ও নিষ্পত্তির বিবরণঃ

ক্রমিক নং	শাখা	নতুন আবেদনের সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা	সনদ জারীর সংখ্যা	অনিষ্পন্নের সংখ্যা
১	পেটেন্ট	২৪৭	১২০	১০৪	১২৭
২	ডিজাইন	১৩২০	৯৩১	৮৪৩	৩৮৯
৩	ট্রেডমার্কস	১১০৯২	১৯,৮৫০	৪১৫১	৫৫৪৪৫

বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপন

গত ২৬ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস (World Intellectual Property Day) বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে উদযাপন করা হয় । এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত ''Movies- A Global Passion'' শীর্ষক সেমিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্প মন্ত্রী, জনাব আমির হোসেন আমু এমপি, প্রধান অতিথি এবং জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি, মাননীয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী, এফবিসিআইসির সভাপতি জনাব কাজী আকরাম উদ্দিন আহমদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এই সেমিনারে মেধাসম্পদ সংক্রান্ত জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন এবং মেধাসম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয় - যা বাংলাদেশের নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে মেধাসম্পদ সম্পর্কে ইতিবাচক আগ্রহ সৃষ্টিসহ এদেশে মেধাসম্পদ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১৪

সেমিনার

মেধাসম্পদের চর্চা, উন্নয়ন ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং মেধাসম্পদকে কাজে লাগিয়ে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের অধিকতর উৎসাহী করে তোলার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের উদ্যোগে গত ৫ মার্চ, ২০১৪ তারিখ চট্টগ্রামের হোটেল আগ্রাবাদে "Creation of IP and its Commercialization" শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু,এমপি উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তা'ছাড়া উক্ত সেমিনারে চট্টগ্রাম অঞ্চলের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, শিল্প উদ্যোক্তা, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক, গবেষক, উদ্ভাবক, আইনজীবী, সাংবাদিক ও উর্দ্ধতন সরকারি কর্মকর্তাগণ অংশ গ্রহণ করেন।

"Creation of IP and its Commercialization" শীর্ষক সেমিনার

অটোমেশন পদ্ধতির উদ্বোধন

ডিপিডিটি'র অটোমেশন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে WIPO (World Intellectual Property Organization) কর্তৃক ইতোমধ্যে IPAS Software স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে DPDT এবং IFC (Iternational Finance Corporation) এর মধ্যে সম্পাদিত Cooperation Agreement এর আওতায় পুরাতন ফাইলসমূহের ডাটা ক্যাপচারিং এর কাজ মে, ২০১২ সময়ে শুরু হয় এবং ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ এর প্রথম দিকে শেষ হয়। বিগত ২৩.০২.২০১৪ তারিখে মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু এমপি কর্তৃক উক্ত কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এর ফলে পুরাতন ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে অটোমেটেড পদ্ধতিতে প্রাপ্ত আবেদন পরীক্ষাকরণসহ অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন অধিকতর দ্রুত এবং সহজ হয়েছে।

ডিপিডিটির অটোমেশন উদ্বোধন

আইপি পলিসি ও স্ট্র্যাটেজি এবং TISC সংক্রান্ত আলোচনা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

বাংলাদেশের জন্য একটি IP Policy and Strateg প্রনয়ণের উদ্দেশ্যে ডওচঙ এবং DPDT কর্তৃক গত ১৬-১৯ জুন ২০১৪ সময়ে রাজধানীতে একটি Multi-Stakeholder Meeting এর আয়োজন করা হয়। মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত মিটিংয়ে বাংলাদেশের জন্য IP Policy and Strategy প্রনয়ণের জন্য দু'জন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খসড়া Policy উপস্থাপন করা হয়। এ খসড়ার উপর বিভিন্ন Stakeholder দের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে, বর্তমানে তা' চূড়ান্তকরণের পর্যায়ে রয়েছে।

আইন সংক্রান্ত কার্যক্রম

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন ২০১৩ পাশ হয়েছে এবং ১০ই নভেম্বর,২০১৩ (২৬ শে কার্তিক ১৪২০) বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

(২) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) বিধিমালা-২০১৪ এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। খসড়া ফরম ও ফি সিডিউল সংশোধন করে পুনঃপ্রস্তুত করা হচ্ছে। খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কমিটি কাজ করছে।

(৩) ট্রেডমার্কস সংশোধনী আইন ২০১৪ এর খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে গত ০৮-০৫-২০১৪ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এর সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় প্রস্তাবিত খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রস্তাবিত খসড়ার বিষয়ে নীতিগত অনুমোদনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

b¨vkbvj †cvWvKwUwfwU AMvbvB‡Rkb (এনপিও)

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প মন্ত্রণালয়াধীন একটি সংযুক্ত দপ্তর । জাতীয় এবং কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ বহুমূখী কার্যক্রমের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি তথা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এনপিও একটি বিশেষায়িত সংস্থা ।

বিশ্বায়নের এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সৃজনশীলতার মাধ্যমে পণ্যের গুনগত মান উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি একান্তভাবে অপরিহার্য । এনপিও জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকার কৃষি খাতসহ জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে অব্যাহতভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রুপান্তর এবং বেসরকারি উদ্যোগে শিল্পায়নকে উৎসাহিত করার মানসে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । এ ছাড়া বাংলাদেশে এপিও সদস্যভূক্ত দেশের উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কর্মসূচি কাজে লাগানোর লক্ষ্যে টোকিও ভিত্তিক এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে এনপিও দায়িত্ব পালন করে।

এনপিও'র গৃহীত কার্যক্রম

১। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে (জুলাই/১৩ হইতে জুন/১৪) এনপিও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কারখানা ও এনপিও অফিসে মোট ২৬টি প্রশিক্ষণ প্রদান করে । এই সকল কর্মসূচিতে ৭৭৪ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন । ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৩টি কর্মশালা আয়োজন করা হয় যাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ৭৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন । এ বছর ১৩২টি প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় । সংগৃহীত উপাত্ত থেকে ৫টি গবেষণা প্রতিবেদন তৈরি করা হয় । ৫টি উপদেষ্টা কমিটির সভা আয়োজন করা হয় ।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারখানা পর্যায়ে ১৯টি উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কোষ গঠণ করা হয় এবং কারখানা পর্যায়ে ১২টি প্রতিষ্ঠানে ফাইভ- এস ও কিউসি সার্কেল গঠণ করা হয় । এছাড়াও ৩৬টি প্রতিষ্ঠানে সচেতনতা প্রচারাভিযান চালানো হয় এবং ২৫৪৫০টি উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রচার পুস্তিকা বিতরণ করা হয় । বাংলাদেশ হতে ৪২জন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধি এপিও'র বিভিন্ন সদস্য দেশে প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয় । বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ২টি আন্তর্জাতিক কর্মসূচিতে মোট ৭৮জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে । এপিও এর সহায়তায় ১টি প্রতিষ্ঠানে টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে । এপিও-এনপিওর যৌথ উদ্যোগে "জিডিএলএন" এম মাধ্যমে ৫টি ডিসটেন্স লার্নিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় এতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ১১৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে ।

২। এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এবং ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর যৌথ উদ্যোগে গত ২৭ এপ্রিল হতে ১লা মে ২০১৪ তারিখ, ঢাকাস্থ রুপসী বাংলা হোটেলে ঞৎধরহরহম পড়ঁৎংব ড়হ ঊহারৎড়হসবহঃ খধনবষং ধহফ উবপষধৎধঃরড়হং (ওঝঙ ১৪০২১, ওঝঙ১৪০২৪ ধহফ ওঝঙ১৪০২৫) শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত কোর্সে এপিও'র সদস্য দেশসমূহ হতে মোট ১৮ জন বিদেশী প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন । শিল্প সেক্টরের পরিবেশ উন্নয়নের ধ্যান ধারণা অনুশীলন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান প্রস্তাবিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্দেশ্য ।

ঈবৎঃরভরপধঃব ধধিৎফরহম পবৎবসড়হু □অচঙ-ঘচঙ উ-ষবধৎহরহম চৎড়মৎধস নু ঘচঙ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের সার্টিফিকেট প্রদান

৩। এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এবং ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর যৌথ উদ্যোগে ৩ওহ ঈড়ঁহঃৎু ডড়ৎশংযড়ঢ় ড়হ ঙৎমধহরপ ঈবৎঃরভরপধঃরড়হচ শীর্ষক একটি কর্মসূচি গত ২ হতে ৫ জুন ২০১৪, হোটেল অরচার্ড প্লাজা, নয়া পল্টন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত কর্মসূচিতে সরকারি, বেসরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে মোট ৫১ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন । অর্গানিক স্ট্যান্ডার্ড এবং সার্টিফিকেশন কর্মসূচি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবহিতকরণ এবং অংরধহ জবমরড়হধষ ঙৎমধহরুধঃরড়হ ঝঃধহফধৎফ (অজঙঝ) অনুসরণ পূর্বক অডিট এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে পারদর্শী করা ; সর্বোপরি, বিভিন্ন সংগঠনের অর্গানিক উৎপাদন সার্টিফিকেশন সম্পর্কে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ছিল প্রস্তাবিত ওয়ার্কশপের মূল উদ্দেশ্য। উক্ত ওয়ার্কশপে ওহঃবৎহধঃরড়হধষ ঋবফবৎধঃরড়হ ড়ভ ঙৎমধহরপ অমৎরপঁষঃঁৎব গড়াবসবহঃং (ওঝঙঅগ) এর অনারারী চাইনিজ বিশেষজ্ঞ গৎ. তবলরধহম তঐঙট উপস্থিত ছিলেন ।

৪। ০২ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালন উপলক্ষ্যে **"উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিই আগামী দিনের সমৃদ্ধি"** শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করা হয় । উক্ত সেমিনারে বিভিন্ন শিল্প কারখানা/প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের মোট ২০০জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন ।

৫। নিজ নিজ শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে উৎকর্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে নির্বাচিত ১০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রথমবারের মত ১১-১১-২০১৩ তারিখে সিরডাপ মিলনায়তনে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড-২০১২ প্রদান করা হয়েছে। ৬টি ক্যাটাগরীতে নিম্নলিখিত ১০টি প্রতিষ্ঠানকে **"ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড-২০১২"**প্রদান করা হয়।

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	শিল্পের ক্যাটাগরী	অর্জিত স্থান
১.	বি আর বি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড	বৃহৎ শিল্প	১ম
২.	বেঙ্গল উইন্ডসর থার্মোপ্লাষ্টিকস লি:	মাঝারি শিল্প	১ম
৩.	প্রিন্স কেমিক্যাল কোং লি:	ক্ষুদ্র শিল্প	১ম
৪.	হিফস এগ্রো ফুড ইন্ডাষ্ট্রিজ	ক্ষুদ্র শিল্প	২য়
৫.	মেসার্স রনি এ্যাগ্রো ইঞ্জিনিয়ারিং	ক্ষুদ্র শিল্প	৩য়
৬.	রঙ হ্যান্ডিক্রাফটস	মাইক্রো শিল্প	১ম
৭.	স্প্যাডিক্স লিমিটেড	কুটির শিল্প	১ম
৮.	কেরু এ্যান্ড কোং (বাংলাদেশ) লিমিটেড	রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প	১ম
৯.	আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড	রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প	২য়
১০.	বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরি লিমিটেড	রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প	৩য়

এনপিও কর্তৃক ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

কর্মকান্ড	২০১৩-১৪ (জুলাই/১৩-জুন /১৪)	
	লক্ষ্য	অর্জন
১। প্রশিক্ষণ ক) প্রশিক্ষণের সংখ্যা খ) প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	 ৩৩টি -	 ২৬ টি ৭৭৪ জন
২। কর্মশালা অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা	৭টি -	৩ টি ৭৫জন
৩। গবেষণা প্রতিবেদন	১২	৮ টি
৪। কারখানায় ফাইভ-এস ও কিউসি সার্কেল গঠন	১২	১২ টি
৫। কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কোষ গঠণ	১৯	১৯টি
৬। সচেতনতা প্রচারাভিযান	৪৪	৩৬ টি
৭। বেসরকারী সংস্থার সাথে আলোচনা সভা	১৯	৫৪ টি
৮। উপাত্ত সংগ্রহ	২০০	১৩২ টি
৯। উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ	১৬৫০০	২৫৪৫০
১০। উপদেষ্টা কমিটির সভা	০৮	৫টি
১১। এপিও প্রোগ্রামে বাংলাদেশ হতে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি (আন্তর্জাতিক)	-	৪২জন
১২। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সেমিনার (এনপিও এর সহায়তায়) সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান	1	২টি ৭৪ জন
১৩। টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সার্ভিস (এপিও এর সহায়তায়)	-	১টি
১৪। কাইজেন	৫	৮ টি
১৫। এপিও এবং এনপিও'র যৌথ উদ্যোগে এউখঘ এর মাধ্যমে ডিসটেন্স লার্নিং	-	৫ টি ১১৮জন

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি কারিগরি দপ্তর। শিল্প কারখানায় বয়লারের সাথে সংশ্লিষ্ট জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নিমিত্ত অবিভক্ত ভারতে ১৯২৩ সালে বয়লার আইন প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আইন কার্যকর করার জন্য ১৯২৪ সালে কলকাতায় বয়লার অধিদপ্তর স্থাপন করা হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর উক্ত অধিদপ্তর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থানে স্থানান্তরিত হয় এবং বয়লার অধিদপ্তর হিসেবে কাজ করতে থাকে। পরবর্তীতে ১৯৬১ সালে প্রশাসনিক পুণর্গঠনের সময় একে সংযুক্ত অফিসে পরিণত করা হয় এবং শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত অফিস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এরপর হতে অদ্যাবধি অফিসটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অফিস হিসেবে কাজ করে আসছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত বয়লারের সাথে সংশ্লিষ্ট জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে নিম্নে বর্নিত আইন ও বিধিমালাসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছেঃ

১। বয়লার আইন ১৯২৩ (সংশোধিত-১৯৯০);
২। বয়লার রেগুলেশন ১৯৫১ (সংশোধিত-২০০৭);
৩। বয়লার এটেনডেন্ট রুলস ১৯৫৩ (সংশোধিত-১৯৮৬) ও
৪। বয়লার রুলস ১৯৬১।

উল্লেখিত আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় নিম্নে বর্ণিত প্রধান কার্যাবলী সম্পাদন করেঃ

(ক) বয়লার ড্রইং, ডিজাইন ও বয়লার স্থাপনের পদ্ধতি পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক রেজিষ্ট্রেশন প্রদান;
(খ) বার্ষিক ভিত্তিতে বয়লার পরিদর্শনপূর্বক নিরাপদ চালনার সার্টিফিকেট প্রদান;
(গ) বয়লার পরিচারকদের পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক কৃতকার্য প্রার্থীদের অপারেশন সংক্রান্ত সার্টিফিকেট প্রদান এবং
(ঘ) স্থানীয়ভাবে তৈরি বয়লারের বিভিন্ন ধাপ পরিদর্শনপূর্বক সার্টিফিকেট প্রদান ।

সাধারণভাবে সকল শিল্প কারখানাই বয়লার ব্যবহার করে থাকে। তন্মধ্যে তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কেমিক্যাল কোম্পানি, সার-কারখানা, কাগজকল, চিনিকল, ঔষধ প্রস্তুত কারখানা, জুট মিল, কটন মিল, টেক্সটাইল মিল, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি ও রাইস মিল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । বয়লার ভিত্তিক শিল্প কারখানায় বয়লার একটি প্রধান যন্ত্র বা প্রাণ স্বরূপ। শিল্প কারখানায় বয়লারের নিরাপদ চালনা নিশ্চিত করা ও বয়লারের সাথে সংশ্লিষ্ট জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের শিল্পায়নে এ দপ্তর উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে।

জনবলের বিবরণ

বিবরণ	অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য
প্রথম শ্রেণী	১০	৫	৫	নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।
দ্বিতীয় শ্রেণী	-	-	-	অত্র দপ্তরে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তার কোন পদ নাই।
তৃতীয় শ্রেণী	৯	৫	৪	নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।
চতুর্থ শ্রেণী	১২	৯	৩	নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।
মোট	৩১	১৯	১২	

প্রধান বয়লার পরিদর্শক দপ্তরের প্রধান কার্যাবলী

(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে শিল্প কারখানা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহে বিদ্যমান বয়লার সংক্রান্ত আইন কানুন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা।

(২) বয়লার ব্যবহারকারী বা সত্ত্বাধিকারীদের বয়লারের কারিগরি নকশা, ডিজাইন পরীক্ষণ ও সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষনের পরামর্শ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনুমোদন প্রদান করা।

(৩) বয়লারে ব্যবহৃত পানি বিশুদ্ধকরণ ও বয়লার স্কেলমুক্ত রাখা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করা এবং সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া।

(৪) দুর্ঘটনামুক্ত রাখার জন্য বয়লারের কার্যকরী বাষ্প চাপ নির্ধারণ করা।

(৫) বয়লার আমদানির পূর্বে উহার ডিজাইন, নকশা, কারিগরি স্পেসিফিকেশন, বৃত্তান্ত, যথাযথ কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট ইত্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা ও ছাড়পত্র প্রদান করা।

(৬) স্থাপিত বয়লার পরিদর্শনপূর্বক ব্যবহারকারীদেরকে তাহাদের করণীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান ও রেজিষ্ট্রেশন প্রদান।

(৭) বাৎসরিক ভিত্তিতে বয়লার খোলা ও পূর্ণাঙ্গ পরিদর্শন/জলীয় চাপ পরীক্ষণের মাধ্যমে বয়লারের তথা কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং প্রয়োজনে মেরামত সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান।

(৮) চালু বয়লারের ষ্টীম টেষ্টকরণ।

(৯) আনরেজিষ্টার্ড বয়লার সনাক্তকরণ ও প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(১০) কোন দুর্ঘটনা ঘটলে উহার কারণ অনুসন্ধান ও প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

(১১) বয়লার রেজিষ্ট্রেশন, পরিদর্শন, ড্রইং পরীক্ষণ বাবদ নির্ধারিত ফিস ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে আদায়করণ।

(১২) বয়লার পরিচারকদের পরীক্ষার নির্ধারিত ফিস ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে আদায়করণ।

(১৩) বয়লার পরিচারক বিধিমালা মোতাবেক বয়লার পরিচারকদের পরীক্ষা গ্রহণ ও কৃতকার্যদের সনদপত্র প্রদান।

(১৪) আপডেটেড টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী বয়লারের ডিজাইন, কনষ্ট্রাকশন, টেষ্টিং এবং পরিদর্শন বিধিমালা তৈরি করার বিষয়ে বয়লার বোর্ডের কার্যক্রম চালু রাখা এবং এর জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে সাহায্য সহযোগিতা করা ও প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান।

(১৫) স্থানীয়ভাবে তৈরি বয়লারের প্রস্তুতকালীন সময়ে পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করা ও প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট প্রদান।

বয়লার পরিদর্শন

বাংলাদেশ বয়লার বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বয়লার আইন, ১৯২৩ (সংশোধিত ১৯৯০) এর ২৭-এ ধারা বলে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বাংলাদেশ বয়লার বোর্ড গঠন করা হয়।

(১) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), শিল্প মন্ত্রণালয় - চেয়ারম্যান

(২) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক - সদস্য

(৩) প্রধান বয়লার পরিদর্শক - সদস্য সচিব

বাংলাদেশ বয়লার বোর্ডের কার্যাবলী নিম্নরূপ

(ক) বয়লার আইন অনুযায়ী বয়লার ডিজাইন, নির্মাণ, বয়লারে ব্যবহৃত ষ্টীলের গঠন ও পরীক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে বিধিমালা প্রণয়ন।
(খ) বয়লারের সর্বোচ্চ কার্যকরী বাষ্পচাপ নির্ধারণের বিধি প্রণয়ন।
(গ) ব্যবহারকারী কর্তৃক বয়লারের কারিগরি নকশা দাখিল, ষ্টীল স্পেসিফিকেশন ও আনুষাঙ্গিক অন্যান্য তথ্যাদি সম্পর্কিত বিধি প্রণয়ন।
(ঘ) বয়লারে কর্মরত লোকদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে বিধি প্রণয়ন ।
(ঙ) বয়লার ও ষ্টীম লাইন পরিদর্শন ও পরীক্ষণের বিধি প্রণয়ন।
(চ) আনুষাঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধি প্রণয়ন।

বয়লার পরিচারক পরীক্ষক বোর্ড

বয়লার পরিচারক বিধিমালা, ১৯৫৩ অনুযায়ী ৫ (পাঁচ) জন কারিগরি বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি সমন্বয়ে সরকার ৩ (তিন) বছর মেয়াদী ''বয়লার পরিচারক পরীক্ষক বোর্ড'' গঠন করে থাকেন। উক্ত বোর্ডের বর্তমান সদস্যগণ নিম্নরূপঃ

(K) প্রধান বয়লার পরিদর্শক - সভাপতি

(L) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহযোগী অধ্যাপক - সদস্য

(M) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার একজন প্রকৌশলী - সদস্য

(N) বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের একজন প্রকৌশলী - সদস্য

(0) একজন বয়লার পরিদর্শক - সদস্য সচিব

বয়লার পরিচারক বোর্ডের কার্যাবলী নিম্নরূপ

(১) বয়লার পরিচারকদের পরীক্ষা গ্রহণ করা।

(২) এই বিধির আওতায় বয়লার পরিচারকদের পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক কৃতকার্য প্রার্থীকে সার্টিফিকেট প্রদান করা।

(৩) সার্টিফিকেটধারী বয়লার পরিচারকদের অদক্ষতা, অবহেলা বা দূর্নীতির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৪) বিধি মোতাবেক সার্টিফিকেটধারী বয়লার পরিচারকদের রেজিষ্টার সংরক্ষণ করা।

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরের কর্মকান্ড

জুলাই, ২০১৩ হতে জুন,২০১৪ পর্যন্ত সময়ের কর্মকান্ডের বিবরণ

বিষয়	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৩-২০১৪	প্রকৃত অর্জন	অর্জনের হার (%)	মন্তব্য
(১) বয়লার পরিদর্শন ও চালানোর অনুমতি প্রদানের সংখ্যা	৪৬০০টি	৩৯৫৪টি	৮৫.৯৫%	-
(২) রেজিস্ট্রেশন প্রদানের সংখ্যা	২৬৪টি	৩৩৭টি	১২৭.৬৫%	-
(৩) দেশীয় প্রযুক্তিতে স্থানীয়ভাবে তৈরি বয়লারের সার্টিফিকেট প্রদানের সংখ্যা	১২০টি	১১৬টি	৯৬.৬৬%	-
(৪) বয়লার পরিচারকদের পরীক্ষা গ্রহণের সংখ্যা	৬০০ জন	৪০৯ জন	৬৮.১৬%	-
(৫) বয়লার দুর্ঘটনা সম্পর্কিত তথ্য	৪টি।			
(৬) মোট বয়লারের সংখ্যা	৭৯৫৪টি।			
(৭) চালু বয়লারের সংখ্যা	৪৬০০টি।			

বয়লার পরিদর্শন

উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

(১) ২০০৭ সালে বাংলাদেশ বয়লার রেগুলেশন ১৯৫১ সংশোধন করায় স্থানীয়ভাবে বয়লার তৈরি সহজতর করা হয়েছে। বর্তমানে দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে ছোট ও মাঝারি ধরণের শিল্প কারখানায় ব্যবহার উপযোগী বয়লার প্রস্তুত হচ্ছে । এ দপ্তর দেশীয় বয়লার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরে স্থানীয়ভাবে ১১৬টি বয়লার তৈরি হয়েছে। এতে একদিকে যেমন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে এবং অন্যদিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

(২) এ দপ্তরের সকল কার্যক্রম অটোমেশন করার উদ্দেশ্যে বয়লারের ইনফরমেশন রেকর্ড, স্থানীয়ভাবে তৈরি বয়লারের ইনফরমেশন রেকর্ড, ফিস প্রাপ্তির রেকর্ড ও বয়লার এটেনডেন্টদের রেকর্ড এর সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। এতে এ দপ্তরের ই-গর্ভনেন্স সংক্রান্ত কার্যক্রম আরো জোরদার ও গতিশীল হয়েছে ।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা (লাভ/লোকসান)

বিষয়	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৩-২০১৪	প্রকৃত অর্জন ২০১৩-২০১৪	অর্জনের হার (%)
১) ফিস বাবদ রাজস্ব আয় (টাকা)	২,৮৪,২৫,০০০/-	৩,৪০,০১,০০০/-	১১৯.৬২%
২) সরকারি কোষাগারে জমা (টাকা)	-	৩,৪০,০১,০০০/-	১০০%
৩) ব্যয় (টাকা)	৯৮,০০,০০০/-	৭৭,৫৯,০১৭/-	৭৯.১৭%

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

কোন পণ্য বা সেবার গুণগত মানের গ্রহণযোগ্যতা ও স্বীকৃতির ক্ষেত্রে এ্যাক্রেডিটেশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে এ ধারনাটা একেবারে নতুন। বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০০৬ অনুসারে বিভিন্ন পরীক্ষাগার, সনদ প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর ফলে দেশে একটি বিশ্বাসযোগ্য ও সময়পোযোগী জাতীয় মান অবকাঠামো (National Quality Infrastructure) ও সাযুজ্য নিরূপণ পদ্ধতি (Conformity Assessment System) তৈরি হবে যা দেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মানোন্নয়ন, ভোক্তা অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ব্যবসা বাণিজ্যের পরিধি সম্প্রসারণ এবং বৈদেশিক রপ্তানিতে প্রযুক্তিগত বাণিজ্য বাধা (Technical Barriers to Trade) অপসারণে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। বিএবি আন্তর্জাতিক মান এবং গাইডলাইন অনুসারে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের প্রধান কার্যাবলী

ক) পরীক্ষাগার, সনদ প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান, নবায়ন, প্রত্যাখ্যান, স্থগিতকরণ ও বাতিলকরণ।

খ) পরীক্ষাগার, সনদ প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানে নির্ণায়ক ও শর্তসমূহ নির্ধারণ এবং উক্ত নির্ণায়ক ও শর্তসমুহের মান উন্নয়ন করা।

গ) ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন (ISO), ইন্টারন্যাশনাল ইলেকট্রো টেকনিক্যাল কমিশন (IEC) ও অনুরূপ কোন জাতীয়, আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত ও প্রদত্ত দিক নির্দেশনা ও মানে বর্ণিত নির্দেশাবলী অনুযায়ী বোর্ড পরিচালনা।

ঘ) এ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রমের জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করা।
ঙ) এ্যাক্রেডিটেশনের ক্ষেত্রে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রদান করা।
চ) এ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি ও এ্যাক্রেডিটেশন কর্মকান্ডের উন্নয়ন, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম, ইত্যাদির আয়োজন এবং এ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত তথ্যাদির প্রচারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ছ) আন্ত:রাষ্ট্র, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে পারস্পরিক স্বীকৃতির ভিত্তিতে বহুমাত্রিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা করা।
জ) চুক্তিভিত্তিক অ্যাসেসর নিয়োগ করা।
ঝ) উপরে বর্ণিত কার্যাবলীর সাথে প্রাসঙ্গিক বা আনুষঙ্গিক অন্য সকল কর্মকান্ড সম্পাদন করা।

দাপ্তরিক কার্যক্রম

বিএবি তার সার্বিক মান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Quality Management System) এর স্বচ্ছতা, পর্যাপ্ততা, ব্যবহার উপযোগিতা, সীমাবদ্ধতা মূল্যায়নের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃত পদ্ধতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত এপ্রিল, ২০১৪ সালে বিএবি এর দু'জন লীড এ্যাসেসর জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান ও জনাব মোঃ নাসিরুল ইসলাম আন্তর্জাতিক মান ও গাইড লাইন অনুসারে বিএবি'র সার্বিক মান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণ (Internal Audit) সম্পন্ন করেছেন। উক্ত নিরীক্ষাদল কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদনে উল্লিখিত ইনসিডেন্টস এন্ড ডেভিয়েশনস (IDR) এর ভিত্তিতে বিএবি'i QMS কে আরো সুদৃঢ় ও কার্যকরী করে তোলার লক্ষ্যে কারেকটিভ এন্ড প্রিভেনটিভ অ্যাকশন(CAPA) গ্রহণ প্রক্রিয়া চলমান।

এশিয়া প্যাসিফিক ল্যাবরেটরি এ্যাক্রেডিটেশন কো-অপারেশন (APLAC) ও আন্তর্জাতিক ল্যাবরেটরি এ্যাক্রেডিটেশন কো- অপারেশন (ILAC) এর Mutual Recognition Agreement (MRA) স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বিএবি'র বিশ্ব স্বীকৃতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে গত ১৮-২২ মে ২০১৪ তারিখে একটি Mock Peer Evaluation অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত Evaluation

কার্যক্রম সম্পন্ন করেন APLAC এর Lead Peer Evaluator Mr. Ned Gravel ও EA এর MS Peer Evaluator Anne Graendsen। Mock Peer Evaluation প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামত ও দিক নির্দেশনা অনুসারে বিএবি শীঘ্রই ILAC এর পূর্ণ সদস্যপদ অর্জনের পথে এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড কর্তৃক প্যাসিফিক এ্যাক্রেডিটেশন কো-অপারেশন (PAC) এবং ইন্টারন্যাশনাল ল্যাবরেটরি এ্যাক্রেডিটেশন কো-অপারেশন (ILAC) এর অ্যাফিলিয়েট সদস্য পদ পরবর্তী বছরের জন্য নবায়ন করা হয়। ৬ এপ্রিল ২০১৪ হতে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড APLAC এর পূর্ণ সদস্যপদ অর্জন করে।

গত ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ তারিখে বিএবি এর এক্সটারনাল এ্যাসেসরদের সমন্বয়ে একটি BAB Assessor Forum গঠন করা হয় এবং তাদের সাথে বিএবির একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডে UNIDO-BEST প্রকল্প কর্তৃক নিয়োজিত পরামর্শক J.E.J (Ned) Gravel এর নেতৃত্বে Documents Preparation & Documents Review কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের প্রস্তুতকৃত ১০৪টি ডকুমেন্ট পর্যালোচনার মাধ্যমে পরিমার্জন ও পরিবর্ধনসহ নতুন আরো কিছু ডকুমেন্ট প্রস্তুতির কাজ চলছে।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের প্রসিডিউর অনুযায়ী মহাপরিচালকের অনুমোদন সাপেক্ষে ISO / IEC 17025, ISO 15189, ISO / IEC 17021 এর উপর মোট ৬ জন কর্মকর্তা সফলভাবে লীড এ্যাসেসর হিসেবে মনোনীত হন। 'বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস' কে জাতীয় দিবস হিসেবে 'গ' ক্যাটাগরীতে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। DCCI ও BAB এর যৌথ উদ্যোগে ৯ জুন বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস যথাযথ মর্যাদায় উৎযাপিত হয়েছে।

এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান কার্যক্রম

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	এ্যাক্রেডিটেশন ক্ষেত্র
নতুন এ্যাক্রেডিটেশন (NEW-ACCREDITATION)		
1.	Textile Testing Services Ltd	Textile testing: ISO/IEC 17025
2.	**ITS Labtest Bangladesh Ltd.**	Textile testing: ISO/IEC 17025
3.	**Concrete Innovation & Application Centre (CIAC)**	Material Testing ISO/IEC 17025
4.	**National Metrology Laboratory (**NML**-BSTI)**	Calibration ISO/IEC 17025
5.	**Sreepur QA Laboratory, Nestle Bangladesh Ltd., Gazipur**	Food testing: ISO/IEC 17025
6.	**FIQC Laboratory, Chittagong**	Food testing: ISO/IEC 17025
7.	**FIQC Laboratory, Khulna**	Food testing: ISO/IEC 17025
8.	**Bureau Veritas Consumer Laboratory, Gazipur**	Textile testing: ISO/IEC 17025
পুণঃএ্যাক্রেডিটেশন (RE-ACCREDITATION)		
1.	AAA corporation Laboratory-1 Sreepur ,Gazipur	Chemical testing: ISO/IEC 17025
2.	SGS Bangladesh Ltd. Laboratory	Textile testing: ISO/IEC 17025

বিএবি আয়োজিত সভা/সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/সম্মেলন

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষনের নাম	সময়	উদ্যোগী/ আয়োজক সংস্থা	অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা
১	Seminar on role of accreditation in export promotion	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএবি ও ডিসিসিআই	১০০
২	Meeting between BAB & BAB Assessor Forum (BAF)	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	বিএবি	৪০

বিএবি আয়োজিত ISO/IEC 17020:2011 *এ্যাসেসর প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণকারীগন।*

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ

Industries Minister Amir Hossain Amu, Additional Secretary of Ministry of Industries Md. Farhad Uddin, Dhaka Chamber of Commerce and Industry President Mohammad Shahjahan Khan and Business Initiative Leading Development Chairman Asif Ibrahim showing copies of Accreditation Hand book at the launching ceremony at the DCCI auditorium in the capital.

গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে **DCCI** এর অডিটোরিয়ামে আয়োজিত সেমিনারে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী ও উপস্থিত অতিথিবৃন্দ বিএবি প্রকাশিত **Accreditation Handbook** হাতে।

বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস ২০১৪ উদযাপন

আন্তর্জাতিক এ্যাক্রেডিটেশন ফোরাম (IAF) এবং আন্তর্জাতিক ল্যাবরেটরি এ্যাক্রেডিটেশন কো-অপারেশন (ILAC) যৌথভাবে ৯ জুনকে বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালিত হয়। এ বছরের মূল প্রতিপাদ্য ছিল "Accreditation: Delivering confidence in the provision of energy" । বিএবি এবং ডিসিসিআই এর যৌথ উদ্যোগে ৯ জুন ২০১৪ সকাল ৯:৩০ ঘটিকায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও সেমিনারের আয়োজন করে।

শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন । উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ এবং ডিসিসিআই এর সভাপতি জনাব জনাব মোঃ শাহাজাহান খান । অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএবির মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবু আবদুল্লাহ। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএবির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন। এবারের অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড কর্তৃক এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান।

বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস উপলক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, এমপি, শিল্প সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ, ডিসিসিআই সভাপতি মোঃ শাজাহান খান পৃথক পৃথক বাণী প্রদান করেন। এসব বাণী ও অন্যান্য লিখাসহ একটি মনোরম স্মরণিকা প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড কর্তৃক এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান

প্রকাশনা বিষয়ক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিতিমূলক কর্মকান্ড

১। আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় স্ট্যান্ডার্ড এর উপর বিএবি বিভিন্ন সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন করে থাকে।

২। বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের কর্মকান্ডকে জাতীয় ও **আন্তর্জাতিক** পর্যায়ে তুলে ধরার জন্য ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার সংস্করণ-৬ (ডিসেম্বর-২০১৩) ও সংস্করণ-৮ (মার্চ-২০১৪) সংখ্যা প্রকাশ করা হয় এবং দেশের Stakeholder, দেশের বাহিরে বিভিন্ন **আন্তর্জাতিক** সংস্থা যেমন: ILAC, APLAC, PAC, IAF, NATA, BIPM, OIML, SMIIC, SAARC এবং বিভিন্ন এ্যাক্রেডিটেশন সংস্থায় প্রেরণ করা হয়।

৩। APLAC, PAC ও ILAC কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার এ বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের কার্যক্রম বিশেষ গুরত্বসহকারে প্রকাশ করা হয়।

৪। ৯ জুন ২০১৪ বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস উপলক্ষ্যে সেমিনার এবং স্মরণিকা, পোস্টার, ব্যানার, কলম, ব্যাগ ও নোটপ্যাড প্রকাশ করা হয়।

বিএবি'র ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা

১. APLAC-ILAC এর MRA অর্জনের ও PAC-IAF এর MLA অর্জনের লক্ষ্যে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অংশগ্রহণ ও পূর্ণ সদস্য পদ অর্জন।
২. APLAC Peer Evulation এ অংশ গ্রহনের প্রস্তুতি গ্রহণ।
৩. এ্যাক্রেডিটেশন স্ট্যান্ডার্ড এর উপর আরো প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।
৪. প্রশিক্ষণ, কর্মশালাসহ নিয়মিত জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
৫. বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বিএবি'র কার্যক্রম আরো প্রসারিত করা।
৬. এ্যাক্রেডিটেশনের সুবিধাভোগীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সু-সর্ম্পক বজায় রাখা।
৭. দেশে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন।

.....